The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 931 | 17 July 2026 | শুক্রবার ০২ শ্রাবণ ১৪৩৩

Mamdani has already started fundraising for his 2029 reelection run → Page 19

Queens community boards continue to diversify → Page 18

Shakira is set to co-headline the World Cup final's halftime → Page 19

Trump: Iran blockade reinstated, US to charge 20 percent on Strait of Hormuz cargo → Page 18

আর্জেন্টিনার ঐতিহাসিক ফিরে আসার গল্প

মতিউর রহমান চৌধুরী

*প্রখ্যাত সাংবাদিক ও দৈনিক মানবজমিন সম্পাদক বিশ্বকাপ ফুটবল উদ্বোধনী থেকেই কাভার করছেন মাঠ থেকে। নিউইয়র্কের পাঠকনন্দিত সাপ্তাহিক **আজকাল**-এর জন্য এবারের বিশ্বকাপে 'আর্জেন্টিনার ঐতিহাসিক ফিরে আসার গল্প' সম্পর্কিত তাঁর বিশেষ লেখাটি প্রকাশিত হলো। তিনি প্রতি সপ্তাহেই বিশ্বকাপ ২০২৬ নিয়ে **আজকাল**-এর পাঠকদের জন্য লিখছেন। চোখ রাখুন **আজকাল**-এর পাতায়।*

মেসিই সেরা। মেসিই অপ্রতিরোধ্য। এক গোলে পিছিয়ে থেকে আর্জেন্টিনা যেভাবে খেলায় ফিরেছে তার মূল কারিগর মেসি। তার নিখুঁত পাস থেকেই গোল করেছেন এনজো ফার্নান্দেজ ও লাউতারো মার্টিনেজ। দুর্দান্ত খেলেছেন মেসি। আর ভুলের মাশুল দিয়েছে ইংলিশরা। আর্জেন্টিনা এখন স্পেনের মুখোমুখি হবে ফাইনালে। এ যেন আর্জেন্টিনার ঐতিহাসিক ফিরে আসার গল্প। মেসির জন্য ইংলিশ পরীক্ষা ছিল কঠিন। কিন্তু বিশ্বকাপের এই সেমিফাইনালে ইংলিশদের গুঁড়িয়ে দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন- মেসির বিকল্প মেসিই। প্রথম গোল করেও খেলা শেষের আগে পরপর দুটো গোল ইংলিশদের হজম করতে হয়। যা ছিল অনেকটা অবিশ্বাস্য। এর পেছনে ইংলিশ কোচ থমাস টুখেলের কৌশল ছিল ভুল। ডিফেন্সে ছয়জন রেখে ভুলের খেসারত তাকে দিতেই হলো। মিশর যে ভুল করেছিল, ইংল্যান্ডও

এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

বিশ্বকাপে কে জিতবে? আর্জেন্টিনা নাকি স্পেন

আজকাল রিপোর্ট

বিশ্বকাপের ফাইনালে আগামী ১৯ জুলাই নিউইয়র্ক নিউজার্সিতে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলতে নামবে স্পেন। ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠা আলবিসেলেস্তেদের সামনে এবার ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নদের চ্যালেঞ্জ। শিরোপা নির্ধারণী এই লড়াইয়ের আগে দুই দলের মুখোমুখি পরিসংখ্যান বলছে, কেউই কারও চেয়ে এগিয়ে নেই।

এ পর্যন্ত ১৪ বার মুখোমুখি হয়েছে আর্জেন্টিনা ও স্পেন। দুই দলই জিতেছে ছয়টি করে ম্যাচ। বাকি দুটি ম্যাচ ড্র হয়েছে। অর্থাৎ ১৫তম সাক্ষাৎটি হতে যাচ্ছে যেকোনো এক দলের এগিয়ে যাওয়ার উপলক্ষ। সে লড়াইয়ে জয়ী দল জিতবে বিশ্বকাপের সোনালি ট্রফি। সর্বশেষ ২০১৮ সালের ২৭ মার্চ মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্টিনা ও স্পেন।

এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

সেমিফাইনালের জয় ম্যারাডোনাকে উৎসর্গ

আজকাল রিপোর্ট

লিওনেল মেসির হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি ওঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন আর্জেন্টাইন ফুটবলের কিংবদন্তি দিয়েগো ম্যারাডোনা। কিন্তু সেই দৃশ্য দেখার আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান তিনি। পরে কাতার বিশ্বকাপে ম্যারাডোনার সেই স্বপ্ন পূরণ করেন

এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশি সাইফুল্লাহ'র ২৫ বছরের কারাদন্ড!

যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ ও মানব পাচারে জড়িত বাংলাদেশিরা

হাসান মাহমুদ

যুক্তরাষ্ট্রে মানব পাচার ও অর্থপাচারে জড়িত বাংলাদেশিদের প্রশাসন কর্তৃক নজরদারিতে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে। ব্রাজিল হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মানব পাচারের অভিযোগে গত সোমবার বাংলাদেশি সাইফুল্লাহ (৩৯), মিলন (৩৮) এবং মোক্তার হোসেনকে (৩৯) অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সাইফুল্লাহ আল মামুন ওরফে সাইফুল্লাহ অন্যতম। সে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে মানব পাচার করার ষড়যন্ত্রে অংশ নেওয়ার অভিযোগে গত সপ্তাহে ব্রাজিল থেকে আটক করার পর সোমবার টেক্সাসের লারেডোতে আদালতে পুলিশ হাজির করে। ব্রাজিলের জঙ্গল দিয়ে মেক্সিকো সীমান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মানব পাচার করা হতো। ৩৯ বছর বয়সী সাইফুল্লাহ আল-মামুনের বিরুদ্ধে মানব পাচারে অংশ নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে। আল-মামুনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশীদের পাচারের ষড়যন্ত্র, আর্থিক লাভের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশীকে আনার একাধিক অভিযোগ এবং বিদেশীকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে উৎসাহিত ও প্ররোচিত করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে। সব ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত হলে তার সর্বোচ্চ ২৫ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

গ্রিনকার্ডের আবেদন ফি হচ্ছে ১ লাখ ডলার

আজকাল রিপোর্ট

গ্রিনকার্ডের আবেদনের জন্য ১ লাখ ডলার অগ্রিম ফি ধার্য করার বিষয়টি বিবেচনা করছে ট্রাম্প প্রশাসন। স্বল্প আয়ের বিদেশিদের অভিবাসন সীমিত করার লক্ষ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের নেওয়া পদক্ষেপের

এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

কানাডার দাবানলে নিউইয়র্কে সতর্কতা

আজকাল রিপোর্ট

কানাডার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অন্টারিও বিভিন্ন এলাকার জলতে থাকা ৮ শতাধিক ভয়াবহ দাবানলের ধোঁয়ার প্রভাব সীমান্ত অতিক্রম করে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরেও পড়তে

এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

সাউথ এশিয়ান প্যারেডের প্রস্তুতি সভা ২২ জুলাই

আজকাল রিপোর্ট

উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত দক্ষিণ এশিয়ানদের মধ্যে ঐক্য ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন তৈরির উদ্দেশ্যে আগামী ৯ আগস্ট প্রথম বারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড'। এ

এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

স্টুডেন্ট ও সাংবাদিকদের ভিসায় রশি টানছে যুক্তরাষ্ট্র

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা, সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি এবং সংবাদমাধ্যমের কাজের উদ্দেশ্যে যাওয়া বিদেশিদের ভিসার মেয়াদ সীমিত করার উদ্যোগ নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) বৃহস্পতিবার ১৬ জুলাই এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই নতুন ভিসা নীতিমালার ঘোষণা দেয়। এত দিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট পড়াশোনা বা চাকরির পুরো সময়কালের জন্য এই ভিসাগুলো দেওয়া হলেও নতুন নিয়মে এর ওপর কঠোর সময়সীমা আরোপ করা হচ্ছে।

মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের নতুন নিয়মে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য 'এফ' ভিসা, সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচিতে আসা পরিদর্শকদের জন্য 'জে' ভিসা

এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

এক্সিডেন্ট কেইসেস ও মেডিকেল ম্যালপ্র্যাক্টিস
বিনামুল্যে পরামর্শ
এটর্নি বাসায় ও হাসপাতালে নিয়ে যাবে
Call : +1(866) 664 6529
For appointments only

Computer Support/Job?
ডাটা রিকভারি, নেটওয়ার্কিং, AI সফটওয়্যার
ট্যাক্স কোর্স ও কম্পিউটারের চাকুরী
২৫ বছরের অভিজ্ঞ প্রফেশনালদের পরামর্শ ও সহায়তা নিন।
(929) 665 2500
Tired of Driving? Get office Job

এসাইলাম সেন্টার/স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন, নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।
কেন আমাদের কাছে আসবেন
★ আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
★ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।)
★ ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
★ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
★ ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
★ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকা ATTORNEY-দের সাহায্য নিয়ে এই দেশে আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
কেন আমরা অন্যদের চেয়ে আলাদা
আমেরিকার ৫০টি স্টেটে সফলতার সাথে ইমিগ্রেশন মামলা পরিচালনা করি
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
আপনার আইনী সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়
৩৭-৪৮ ৭২ স্ট্রীট, ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ই-মেইল: legalnetwork.us@gmail.com
ফোন: 917-722-1405 or 718-524-9777
All of our services are provided bz third-party professionals
Visit us : www.legalnetworkusa.com

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার (কালার চিকেন) চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায় ৩টি হার্ড চিকেন $20.99
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside NY-11377. Phone: 718.205.7200
We accept all major credit cards
ফ্রি ডেলিভারী

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
GREE MECHANICAL YONKERS
সরকারী অনুদানে $8000-$10000 ডলার।
বিস্তারিত জানতে কল করুন
914-222-9477, 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

RAJIB AHMED
PRESIDENT & CEO
LICENSED REAL ESTATE EXPERT
MEGA insurance BROKERAGE
TLC UBER, LYFT, YELLOWCAB, BLACK CAR
ইন্স্যুরেন্সের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
আমরা দিচ্ছি ফ্রি কোটেশন সুবিধা
TAXI-LIMOUSINE INSURANCE EXPERT
WE OFFER DMV/TLC SERVICES & CLAIMS
Uber lyft NYC NYC TAXI
DIRECT: 718-730-5290 OFFICE: 212-721-0001
32-47 57TH ST, WOODSIDE, NY 11377

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH
Senior Whole Health
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-536-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

সাপ্তাহিক আজকাল

Friday, 17 July 2026, Issue 931, www.ajkalusa.com PAGE 03

যৌন নিপীড়ন মামলায় ৫৬ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দিলেন ট্রাম্প

আজকাল রিপোর্ট

যৌন নিপীড়ন ও মানহানি মামলায় ক্ষতিপূরণ বাবদ লেখক ই. জিন ক্যারলকে আদালতের নির্দেশে প্রায় ৫৬ লাখ ২০ হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মামলার রায় ঘোষণার প্রায় তিন বছর গত ১৪ জুলাই ক্যারলের আইনজীবীরা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ক্যারলের আইনজীবী রবার্টা ক্যাপলান এক বিবৃতিতে বলেন, জুরির দেওয়া রায় অনুযায়ী তার মক্কেল ক্ষতিপূরণের এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

ইরানকে কড়া বার্তা দিল ভারত

আজকাল রিপোর্ট

হরমুজ প্রণালিতে ইরানি হামলায় ভারতীয় এক নাবিক নিহতের ঘটনায় তেহরানকে কড়া বার্তা জানিয়েছে দিল্লি সরকার। সোমবার হরমুজে ইরানি বাহিনী সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুইটি জাহাজে হামলা চালায়। এতে একজন ভারতীয় নাবিক নিহত এবং আরও আটজন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ছয়জনই ভারতীয়। এই ঘটনার পরেই দিল্লিতে নিযুক্ত ইরানের ডেপুটি রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে ভারত। খবর এনডিটিভির।

খবরে বলা হয়েছে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোহাম্মদ জাভেদ হোসেইনিকে তলব করে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে। তবে ইরানি দূতকে ডেকে ঠিক কী বলা হয়েছে- সেই সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি।

এক বিবৃতিতে ভারতের মন্ত্রণালয় বলেছে, নাবিকদের লক্ষ্য করে চালানো এই হামলা এবং সহিংস কর্মকাণ্ডের তীব্র এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

সুপ্রিম কোর্ট আটক অভিবাসীদের শুনানী গ্রহণ করেছে

আজকাল রিপোর্ট

নথিপত্রহীন অভিবাসী দীর্ঘ সময় ধরে আটক থাকাদের জামিন শুনানির সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে কি না, সে বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি গ্রহণ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট। গত ১৫ জুন মামলাটি গ্রহণ করেছেন আদালত। এই রায় দেশটির অভিবাসন নীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে এবং বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন দমন অভিযানের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে। মামলার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন দুজন গ্রিনকার্ডধারী স্থায়ী বাসিন্দ। যাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধে (অ্যাগ্রাভেটেড ফেলনি) দণ্ডিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তাদের একজনকে ডোমিনিকান রিপাবলিক এবং অন্যজনকে জ্যামাইকার উদ্দেশ্যে বহিষ্কারের (ডিপোর্টেশন) উদ্যোগ নেয় আইস।

আদালতের নথি অনুযায়ী, বহিষ্কার প্রক্রিয়া চলাকালে একজনকে সাত মাস এবং আরেকজনকে প্রায় দুই বছর আটক রাখা হয়। তবে এই দীর্ঘ সময়ে তাদের কেউই এমন কোনো শুনানির সুযোগ পাননি, যেখানে বিচারক নির্ধারণ করতে পারতেন তারা পলাতক হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন কি না অথবা জামিনে মুক্তি পাওয়ার যোগ্য কি না। ২০২৪ সালে নিউ ইয়র্কভিত্তিক ইউনাইটেড স্টেটস কোর্ট অব অ্যাপিলস ফর দ্য সেকেন্ড সার্কিট রায় দেয় যে, দীর্ঘ সময় আটক থাকা অনাগরিকদের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের 'ডিউ প্রসেস' ধারা অনুযায়ী একটি বন্ড বা জামিন শুনানি অপরিহার্য। আদালত আরো বলে, আটক এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

মুসলিম কর্মীকে ১৫ বারের বেশি ছুরিকাঘাত

আজকাল রিপোর্ট

ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে ইউটা অঙ্গরাজ্যের একটি শপিংমলে এক মুসলিম কর্মীকে ১৫ বারের বেশি ছুরিকাঘাত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম। হামলাকারী পুলিশের কাছে স্বীকার করেছেন যে তিনি ওই মুসলিম কর্মীকে 'তার ধর্মের কারণে' হত্যা করতে চেয়েছিলেন।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম দ্য সল্ট লেক ট্রিবিউন জানায়, গত ১৩ জুলাই ওয়েস্ট ভ্যালি সিটির ভ্যালি ফেয়ার মলের একটি কিয়স্কে কর্মরত সোহাইল নামের ওই মুসলিম কর্মীর কাছে ৪৮ বছর বয়সি এক ব্যক্তি এগিয়ে গিয়েসংক্ষিপ্ত কথোপকথন করেন এবং তার নাম ও ধর্ম সম্পর্কে জানতে চান। এরপর অভিযুক্ত ব্যক্তি আচমকা ছুরি দিয়ে এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

মিরসরাই এসোসিয়েশনের বনভোজন অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলাবাসীদের সামাজিক সংগঠন মিরসরাই এসোসিয়েশনের বার্ষিক বনভোজন চমৎকার আবহাওয়ায় প্রকৃতি ঘেরা নিউইয়র্কের বেথপেজ স্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০ জুন দিনব্যাপী এই বনভোজনের শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধ পর্যন্ত সর্বস্তরের দুই শতাধিক প্রবাসী মিরসরাইবাসীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি তাদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। পাশাপাশি অতিথি হিসেবে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তির্গের যোগদান আয়োজকদের উৎসাহিত করে। এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

ভিসা আবেদনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের তথ্য বাধ্যতামূলক

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য আবেদনকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের তথ্য খতিয়ে দেখা হবে। এ উদ্দেশে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস। এতে ভিসা আবেদন ফরমে ব্যবহার করা সব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্টের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। গত ১৩ জুলাই নিজেদের ওয়েবসাইটে এ বার্তা দিয়েছে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস।

দূতাবাস আরও সতর্ক করেছে, আবেদনপত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম-সংক্রান্ত তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করা বা ভুল তথ্য দিলে ভিসা আবেদন বাতিল হতে পারে। এমনকি ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়ার এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ সোসাইটি নির্বাচন

ব্রঙ্কসে 'কুনু-ফিরোজ' পরিষদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতার ঘোষণা দেয়া 'কুনু-ফিরোজ' পরিষদ ব্রঙ্কসে এক মতবিনিময় সভা করেছে। গত ৯ জুলাই পার্কচেস্টার বাংলাবাজারের গোল্ডেন প্যালেস মিলনায়তনে এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ব্রঙ্কসে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ ভোটাররা অংশগ্রহণ করেন।

বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা আব্দুল গাফফার চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারির সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

NY INSURANCE BROKERAGE INC

আপনি কি TLC প্লেট নিতে চান??

NY INSURANCE দিচ্ছে আপনাকে সেই সুযোগ

যারা কোভিড-১৯ কালিন সময়ে (মার্চ ৭, ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ১২, ২০২২) প্লেট সারেন্ডার করেছেন কিন্তু নতুন করে প্লেট নেন নি, তাদের জন্য টিএলসি নতুন করে প্লেট দিচ্ছে।

এই সুযোগ গ্রহন করতে চাইলে NY INSURANCE-এ দ্রুত যোগাযোগ করুণ

Design & Print by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

SCAN ME

718-476-2025

71-16 35th Avenue, Jackson Heights, NY 11372
office@nyinsuranceb.com www.nyinsurancebrokerage.us

সম্পাদকীয়

আর্জেন্টিনা ও স্পেনের ফুটবল নৈপুন্যতা দেখতে চাই

এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে নতুন কিছু কথা বলার আছে। জার্মানি, ক্রোয়েশিয়া, পর্তুগাল, ফ্রান্স ব্রাজিল ও ইংল্যান্ডের মতো বাঘা বাঘা দল কোয়ার্টার ফাইনাল কিংবা সেমিফাইনালে বিদায় নিল। আর্জেন্টিনাকেও একই পর্বে বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল মিসর। ইতালি সেই কবে থেকে কোয়ালিফাই করতে পারছে না! নেদারল্যান্ডসকেও তার আগের তেজোদীপ্ত পোশাকে দেখা যাচ্ছে না। এখন মনে হয় বোঝার সময় এসেছে, বিশ্ব ফুটবল পাল্টে যাচ্ছে। এখন চাইলেই যেকোনো দেশের জাতীয় দলকে অজেয় মনে করার কারণ নেই। বিশ্বকাপের মূল পর্বে অংশ নেওয়া প্রতিটি দলই এখন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষমতা রাখে। কোনো দলকে 'আন্ডারডগ' ভাবার দিন শেষ হয়ে গেছে।

বিশাল বাণিজ্যজগৎ আছে। কিন্তু মূলত স্টেডিয়ামে দুই দলের ২২ খেলোয়াড় জীবন বাজি রেখে যে খেলায় অবতীর্ণ হন, তারই রোমাঞ্চে ভাসে দর্শক। তাই মাঠের বাইরে যা-ই ঘটুক না কেন, তার প্রভাব হয়তো মাঠে পড়ে। কিন্তু খেলার মাঠেই উদ্ভাসিত হয় সাফল্য।
এই বিশ্বকাপে কোনো পচা শামুক নেই। ১৯ জুলাই বদলে যাবে বিশ্বকাপের হিসাবনিকাশ। স্পেন ও আর্জেন্টিনা ফাইনালে। ১৯ জুলাই শত শত কোটি মানুষ দেখবে খেলা। দেখতে চাই ফুটবলের নৈপুন্যতা। মাফিয়াচক্র কিংবা রেফারীর অপেশাদারিত্বে যেন ম্লান না হয় বিশ্বকাপ ফাইনাল। শুভ কামনা উভয় দলের জন্য

নামীদামি দলগুলো পরাজিত হলেই পচা শামুকে পা কেটেছে বলে আর মনে করার উপায় নেই। এবারের বিশ্বকাপের খেলাগুলো দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, মূল পর্বে আসা প্রতিটি দলই নিয়েছে কঠোর প্রস্তুতি। যেকোনো দলকে হারিয়ে দেওয়ার মতো প্রশিক্ষণ তারা পাচ্ছে। কেপ ভার্দে দেশটির কথাই ধরুন। কী অসাধারণ খেলা উপহার দিয়েছে তারা। যতটা সময় তারা মাঠে ছিল, ততটা সময়ই পায়ের কারুকাজে তারা শিল্পের পরশ ছড়িয়েছে। মিসর তো দেখিয়েই দিল তাদের বীরত্ব। ফুটবল মাফিয়ারা মিশরকে বিদায় দিয়েছে। জনতার জয়ে তারা কণ্ঠে নিয়েছে স্থান। মরক্কোকে কোথায় রাখবেন? এভাবে প্রতিটি দল সম্পর্কে আলাদাভাবে বলা যাবে, কিন্তু সেটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হলো এ কথা বলা যে এবারের বিশ্বকাপে প্রতিটি দলই লড়াই করে টিকে থাকার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। নামীদামি দলের সঙ্গে খেলতে গিয়ে নিজেদের কেউ ছোট দল বলে মনে করেনি। দর্শকেরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করেছে, মূল চমকগুলো আসছে তথাকথিত ছোট দলগুলোর দিক থেকে।

কী করে এ রকম একটি অবস্থার সৃষ্টি হলো? কেন বড় দলগুলো এখন আর হাওয়ায় গা ভাসিয়ে বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে পারছে না? এর অনেক কারণের একটি হতে পারে, মাঠের খেলা প্রযুক্তির সাহায্যে দেখে প্রতিপক্ষের দুর্বলতা খুঁজে বের করে নিজস্ব পরিকল্পনা তৈরি করা। যাঁরা কোচ বা ম্যানেজার আছেন, তাঁরা তাঁদের সহযোগীদের নিয়ে প্রতিপক্ষের গোপন কৌশলকে আবিষ্কার করেন এবং কীভাবে তা নস্যাৎ করা যায়, সেটাই শিখিয়ে দেন খেলোয়াড়দের। বড় দলগুলো বুঝতেই পারে না, তাদের কৌশলগুলো ফাঁস হয়ে গেছে, একই ধরনে খেলতে থাকলে ঠিকভাবে গোলে শট করা যাবে না, পাসগুলো ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছাবে না, যে দলগুলোকে হিসাবের বাইরে রাখা হয়েছিল, সে দলগুলোই বদলে দেবে হিসাবনিকাশ।

বিশ্বকাপ নিয়ে অনেক ধরনের রাজনীতি আছে। অপমান-অবমাননা আছে। মাঠের চেয়ে মাঠের বাইরের বোঝাপড়া আছে। বিশাল বাণিজ্যজগৎ আছে। কিন্তু মূলত স্টেডিয়ামে দুই দলের ২২ খেলোয়াড় জীবন বাজি রেখে যে খেলায় অবতীর্ণ হন, তারই রোমাঞ্চে ভাসে দর্শক। তাই মাঠের বাইরে যা-ই ঘটুক না কেন, তার প্রভাব হয়তো মাঠে পড়ে। কিন্তু খেলার মাঠেই উদ্ভাসিত হয় সাফল্য।

এই বিশ্বকাপে কোনো পচা শামুক নেই। ১৯ জুলাই বদলে যাবে বিশ্বকাপের হিসাবনিকাশ। স্পেন ও আর্জেন্টিনা ফাইনালে। ১৯ জুলাই শত শত কোটি মানুষ দেখবে খেলা। দেখতে চাই ফুটবলের নৈপুন্যতা। মাফিয়াচক্র কিংবা রেফারীর অপেশাদারিত্বে যেন ম্লান না হয় বিশ্বকাপ ফাইনাল। শুভ কামনা উভয় দলের জন্য।

রাজনীতি হোক জনকল্যাণের ব্যক্তিস্বার্থের নয়

অ্যাডভোকেট লোকমান আহমেদ

একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন, গণতন্ত্রের বিকাশ এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজনীতির কোনো বিকল্প নেই। রাজনীতি কোনো ব্যবসা নয়, ক্ষমতা অর্জনের প্রতিযোগিতাও নয়; এটি জনগণের সেবা ও দেশের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করার এক মহান দায়িত্ব। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আদর্শনিষ্ঠ ও জনকল্যাণমুখী রাজনীতি একটি জাতিকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। আবার নীতিহীন, স্বার্থকেন্দ্রিক ও জবাবদিহিহীন রাজনীতি একটি দেশের প্রতিষ্ঠান, অর্থনীতি এবং সামাজিক মূল্যবোধকে দুর্বল করে দেয়। আজ আমাদের সমাজে একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা দৃশ্যমান। অনেক ক্ষেত্রে জনসেবার চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থ, নীতির চেয়ে ক্ষমতা, আর যোগ্যতার চেয়ে তোষামোদ ও সুবিধাবাদ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। ফলে রাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ক্ষুন্ন হচ্ছে। যারা সততা, নৈতিকতা ও আদর্শকে ধারণ করে রাজনীতিতে অবদান রাখতে চান, তাঁদের অনেকেই নিরুৎসাহিত হন। এটি কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য শুভ লক্ষণ নয়।

একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি তখনই শক্তিশালী হয়, যখন সেখানে ভিন্নমতকে গণতন্ত্রের স্বাভাবিক ও ইতিবাচক অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং যোগ্যতা, সততা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থের পরিবর্তে রাষ্ট্র ও জনগণের দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়াই হওয়া উচিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের মূল বৈশিষ্ট্য।

সৎ, শিক্ষিত, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক মানুষের যথাযথ মূল্যায়ন হলে রাজনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। তখন দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব, সন্ত্রাস এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মতো অপরাধ কমে আসে। আইনের শাসন সুসংহত হয়, বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত হয়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও স্বস্তির অনুভূতি তৈরি হয়। এর সুফল ভোগ করে পুরো রাষ্ট্র ও সমাজ।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক চর্চা, শক্তিশালী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান, আইনের শাসনের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা এবং জনকল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার মানসিকতা। আমাদের প্রত্যাশা-এমন একটি রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে উঠুক, যেখানে সৎ, শিক্ষিত, যোগ্য, নীতিবান ও দেশ প্রেমিক মানুষ রাজনীতিতে অংশ নিতে উৎসাহিত হবেন। কারণ রাজনীতি যত বেশি জনকল্যাণমুখী হবে, ততই শক্তিশালী হবে রাষ্ট্র, সমৃদ্ধ হবে অর্থনীতি এবং নিরাপদ, ন্যায়ভিত্তিক ও মর্যাদাপূর্ণ হবে নাগরিকের জীবন। দেশ বড়, জনগণ বড়, আদর্শ বড়-ব্যক্তি বা ক্ষমতা নয়

এটিও সত্য যে, কিছু অসাধু ও অপরাধপ্রবণ ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের কারণে অনেক সময় একটি রাজনৈতিক দলের সামগ্রিক ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই দলীয় পরিচয় নির্বিশেষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেওয়া প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নৈতিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব। চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব, দুর্নীতি, সন্ত্রাস কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি আইনানুগ প্রক্রিয়াকে সহায়তা করা উচিত। আইনের চোখে সবাই সমান-এই নীতির কার্যকর বাস্তবায়নই একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি।

রাজনীতিতে ব্যক্তি নয়, প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে হবে। ক্ষমতার চেয়ে জবাবদিহিতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। চাটুকারিতার পরিবর্তে যোগ্যতা, স্বজনপ্রীতির পরিবর্তে মেধা এবং বিভাজনের পরিবর্তে জাতীয় ঐক্যের চর্চা করতে হবে। একটি সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন ভিন্নমতকে সম্মান করা হবে এবং সমালোচনাকে শত্রুতা নয়, বরং আত্মসমালোচনা ও উন্নতির সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশের সামনে উন্নয়ন, সুশাসন এবং গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ রয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক চর্চা, শক্তিশালী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান, আইনের শাসনের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা এবং জনকল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার মানসিকতা।

আমাদের প্রত্যাশা-এমন একটি রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে উঠুক, যেখানে সৎ, শিক্ষিত, যোগ্য, নীতিবান ও দে প্রেমিক মানুষ রাজনীতিতে অংশ নিতে উৎসাহিত হবেন। কারণ রাজনীতি যত বেশি জনকল্যাণমুখী হবে, ততই শক্তিশালী হবে রাষ্ট্র, সমৃদ্ধ হবে অর্থনীতি এবং নিরাপদ, ন্যায়ভিত্তিক ও মর্যাদাপূর্ণ হবে নাগরিকের জীবন।

দেশ বড়, জনগণ বড়, আদর্শ বড়-ব্যক্তি বা ক্ষমতা নয়।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশি।

দুর্যোগ, মব এবং ভেঙে পড়া নাগরিক সংহতি

শরৎ চৌধুরী

বাংলাদেশে বন্যা কোনো আকস্মিক অতিথি নয়। নদী এখানে জমি ভাঙে, আবার পলি ফেলে জমি তৈরি করে। রূপক অর্থে পুরো দেশটিই যেন একটি বৃহৎ চর-স্থায়ী বলে মনে হলেও পানি, পলি, বাঁধ এবং মানুষের পারস্পরিক নির্ভরতার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা চলমান ভূখণ্ড। তাই আমাদের বহুল প্রশংসিত "রেজিলিয়েন্স" শুধু সহ্য করার ক্ষমতা নয়; এটি প্রতিবেশীর শিশুকে নৌকায় তোলা, শুকনো খাবার ভাগ করা, স্কুল-মসজিদ-মন্দিরকে আশ্রয়কেন্দ্রে বদলে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষের বিপদকে নিজের বিপদ হিসেবে চিনতে পারার বহু প্রজন্মের সামাজিক প্রযুক্তি।

কিন্তু একটি ডেল্টার সবচেয়ে বড় বিপদ শুধু নদীভাঙন নয়; তার সামাজিক বাঁধ ভেঙে যাওয়া।

বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসে এই সত্য গভীরভাবে লেখা আছে। ১৯৭০ সালের ভোলা ঘূর্ণিঝড় স্বাধীনতার একমাত্র কারণ ছিল না। ভাষা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক বঞ্চনা ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম তার বহু আগে থেকেই চলছিল। কিন্তু বিপুল প্রাণহানির পর পাকিস্তানি রাষ্ট্রের বিলম্বিত ও অপ্রতুল প্রতিক্রিয়া পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কাছে পুরোনো বৈষম্যকে নির্মমভাবে দৃশ্যমান করেছিল। ঘূর্ণিঝড় জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করেনি; রাষ্ট্রীয় পরিত্যাগের অভিজ্ঞতাকে মৃত্যু ও ধ্বংসের মধ্যে স্পষ্ট করেছিল। দুর্যোগ তখন রাষ্ট্রের বৈধতার পরীক্ষায় পরিণত হয়েছিল।

এ কারণেই দুর্যোগ কখনো শুধু প্রকৃতির ঘটনা নয়। বৃষ্টি প্রাকৃতিক; কিন্তু কার বসতি ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ে থাকবে, কোন বাঁধ মেরামত হবে, কার কাছে আগাম খবর পৌঁছাবে, কোন খাল দখলমুক্ত হবে, কে পুনর্বাসনের জমি পাবে-এসব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত। দুর্নীতি শুধু ত্রাণের চাল বা অর্থের গতিপথ বদলায় না; বদ্বীপে দুর্নীতি পানির গতিপথও বদলায়।

২০২৪ সালের আগস্টে ফেনীসহ পূর্বাঞ্চলের ভয়াবহ বন্যা জুলাই-পরবর্তী বাংলাদেশের নাগরিক শক্তির এক বিরল প্রকাশ ঘটিয়েছিল। প্রায় ৫৮ লাখ মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অস্থায়ী জাতীয় ত্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। শিশু মাটির ব্যাংক ভেঙেছে, শ্রমজীবী মানুষ দিনের আয় দিয়েছেন, শিক্ষার্থীরা রাত জেগে খাবার প্যাকেট করেছেন, স্বেচ্ছাসেবীরা নৌকা ও ট্রাক নিয়ে দুর্গত এলাকায় ছুটে গেছেন।

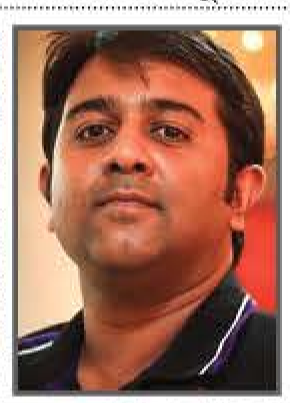

এটি শুধু ত্রাণ ছিল না। রাজপথে যে মানুষ নিজেকে রাষ্ট্রের মালিক হিসেবে আবিষ্কার করেছিল, বন্যার মধ্যে সে নিজেকে অন্য নাগরিকের রক্ষক হিসেবেও দেখেছিল। টাকা তখন ব্যক্তিগত ভোগের মাধ্যমমাত্র ছিল না; হয়ে উঠেছিল যৌথ নৈতিকতার ভাষা। বিচ্ছিন্ন পকেটগুলো কয়েক দিনের জন্য যেন একটি জাতীয় পকেটে পরিণত হয়েছিল। একে বলা যায় আর্থিক নাগরিকত্ব-নিজের সীমিত আয় থেকে অংশ দিয়ে বলা: দেশটি শুধু সরকারের নয়, আমারও; তাই বিপদে থাকা মানুষটিও আমার।

তবে সেই সংহতির আরেকটি স্তর ছিল। সামাজিক মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল-ভারত বাঁধ খুলে বাংলাদেশকে ডুবিয়ে দিয়েছে। অভিযোগটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি; প্রবল বৃষ্টি, নদীর পানি বৃদ্ধি ও উজানের প্রবাহের সম্মিলিত ভূমিকাই বেশি এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

এটি টিকে থাকে আস্থার বাঁধে, আইনের বাঁধে, স্মৃতির বাঁধে এবং পার্থক্যসহ পাশাপাশি থাকার লোকায়ত অভ্যাসে। আজ মব যে মাজারটি ভাঙে, কাল সে ভাঙতে আসে আমাদের যৌথ "আমরা"-কে। আর সেই "আমরা" ভেঙে গেলে পাহাড়ে, শহরে, চরে, উপকূলে কিংবা শিবিরে বিপদে থাকা মানুষটিকে আর নিজের মানুষ বলে চিনতে পারি না। সে তখন "তারা" হয়ে যায়। একটি বদ্বীপের টিকে থাকার জন্য তাকে আবার "আমরা" করে তোলাই এখন আমাদের সবচেয়ে জরুরি নাগরিক কাজ

Editor & Publisher : Shah Nawaz
Managing Editor : Rano Nawaz
City Editor : Anik Raj
General Manager : Abubakar Siddique

সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ্ নেওয়াজ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : রানো নেওয়াজ
সিটি এডিটর : অনিক রাজ
জেনারেল ম্যানেজার : আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751, Fax: 718-865-9130
web: www.ajkalnewyork.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

খামেনি অমর, খামেনি অম্লান

আশরাফুর রহমান

কোটি কোটি মানুষের অশ্রুসিক্ত চোখ, রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রটোকল এবং শোকাহত জনসমুদ্রের উপস্থিতিতে মাশহাদের পবিত্র মাটিতে সমাহিত হলেন আয়াতুল্লাহ সৈয়দ আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি। ইসলামের অষ্টম ইমাম, হজরত ইমাম রেজা (আ.)-এর মাজারের ছায়াতলে তার চিরনিদ্রায় শায়িত হওয়ার মধ্য দিয়ে অবসান ঘটল আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম দীর্ঘ, প্রভাবশালী ও আলোচিত রাজনৈতিক অধ্যায়ের।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলি আগ্রাসনে শাহাদাতবরণের পর থেকে ইরানের প্রতিটি শহর ও জনপদ ছিল শোকে স্তব্ধ। কিন্তু দাফনের এ ঐতিহাসিক মুহূর্তে সেই শোক রূপ নিয়েছে এক দৃঢ় অঙ্গীকারে। তেহরানের রাজপথ থেকে মাশহাদের পবিত্র চত্বর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়েছে একটিই ধ্বনি: 'খামেনি অমর, খামেনি অম্লান'। ব্যক্তি খামেনির দেহাবসান ঘটেছে; কিন্তু যে প্রতিরোধ, স্বনির্ভরতা এবং স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের দর্শন তিনি রেখে গেছেন, তা আজও জীবন্ত বাস্তবতা।

বিপ্লব-পরবর্তী ইরানের স্থপতি

ইসলামি বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম খোমেনির উত্তরসূরি হিসেবে ১৯৮৯ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক চাপ ও আঞ্চলিক অস্থিরতার জটিল সন্ধিক্ষণে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। খোমেনি বিপ্লবের মাধ্যমে যে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, তার সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং পরিবর্তিত বৈশ্বিক বাস্তবতায় অভিযোজিত করা। পারমাণবিক সংকট এবং আঞ্চলিক সংঘাতের মতো একের পর এক সংকটের মধ্য দিয়ে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি শুধু একজন রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন না; বরং রাষ্ট্রের আদর্শিক দিকনির্দেশনা, নিরাপত্তানীতি, বৈদেশিক কৌশল এবং আঞ্চলিক অবস্থানের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

শাসকদের ইতিহাসে এক সাদাসিধে জীবন

পারমাণবিক সক্ষমতা, শক্তিশালী সামরিক বাহিনী এবং মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বিস্তৃত প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হয়েও তার ব্যক্তিগত জীবন ছিল অত্যন্ত সাধারণ। ক্ষমতার সঙ্গে ব্যক্তিগত বিলাসিতার দূরত্ব বজায় রাখার এই চিত্রই তাকে বহু মানুষের কাছে শুধু একজন রাজনৈতিক নেতা নয়, বরং একজন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অভিভাবক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

তার এই জীবনদর্শন সম্পর্কে খামেনির ছেলে সাইয়েদ মোজতবা খামেনি গত ১২ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেছিলেন- 'এই নেতৃত্বের দায়িত্ব এর আগে এমন একজন ব্যক্তির হাতে ছিল, যিনি আল্লাহর পথে ছয় দশকেরও বেশি সময় নিরলস সংগ্রাম করেছেন এবং সব ধরনের আরাম-আয়েশ ও পার্থিব সুবিধা ত্যাগ করেছেন। এর ফলেই তিনি শুধু বর্তমান যুগেই নয়; বরং এ দেশের শাসকদের সমগ্র ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন।'

সমর্থক ও সমালোচক উভয়পক্ষই স্বীকার করেন, কয়েক দশক ধরে তিনি ইরানের রাজনীতির কেন্দ্রীয় ও নির্ধারক ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং তার প্রভাব আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও বিস্তৃত ছিল।

ইতিহাসে খামেনির অবস্থান

তিনি শুধু নেতৃত্ব দেননি; বরং একটি দর্শন, একটি প্রতিষ্ঠান এবং একটি রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা নির্মাণ করে গেছেন।

ইতিহাসে খুব কম নেতাই ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম করে একটি রাজনৈতিক ও আদর্শিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পেরেছেন। ইরানের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একটি অংশ মনে করে, খামেনি সেই বিরল নেতাদের একজন, যার প্রভাব তার জীবদ্দশার গণ্ডি পেরিয়ে ভবিষ্যতের রাজনীতি ও কৌশলগত সিদ্ধান্তগুলোয়ও প্রতিফলিত হবে।

ইতিহাসে কোনো নেতার মূল্যায়ন কখনো একমাত্রিক হয় না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার সিদ্ধান্ত, নীতি ও উত্তরাধিকার নতুনভাবে বিচার ও বিশ্লেষিত হয়। তবে এটুকু নিশ্চিত যে, চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতি এবং ইসলামি বিশ্বের একটি বড় অংশের রাজনৈতিক চিন্তায় গভীর প্রভাব রেখে গেছেন।

আল্লাহর দরবারে বিনীতভাবে তিনি যে মোনাজাত করেছিলেন, তা আজ কোটি মানুষের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়- 'হে আল্লাহ! আমার এই ক্ষতবিক্ষত শরীর, হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত আমার এই অবশ হাত এবং আমার এই অবশিষ্ট জীবনকে আপনার রাস্তায় শহীদ হিসেবে কবুল করুন। আমাকে শহীদদের কাফেলা থেকে পৃথক রাখবেন না।'

গতকাল মাশহাদের পবিত্র মাটিতে একটি দীর্ঘ যাত্রার সমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু খামেনি শুধু একটি নাম নয়; তিনি একটি যুগ, একটি রাজনৈতিক দর্শন এবং আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি অমর, তিনি অম্লান।

লেখক: ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার সংস্থা আইআরআইবির সিনিয়র সাংবাদিক।

> মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতি এবং ইসলামি বিশ্বের একটি বড় অংশের রাজনৈতিক চিন্তায় গভীর প্রভাব রেখে গেছেন। আল্লাহর দরবারে বিনীতভাবে তিনি যে মোনাজাত করেছিলেন, তা আজ কোটি মানুষের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়- 'হে আল্লাহ! আমার এই ক্ষতবিক্ষত শরীর, হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত আমার এই অবশ হাত এবং আমার এই অবশিষ্ট জীবনকে আপনার রাস্তায় শহীদ হিসেবে কবুল করুন। আমাকে শহীদদের কাফেলা থেকে পৃথক রাখবেন না।' গতকাল মাশহাদের পবিত্র মাটিতে একটি দীর্ঘ যাত্রার সমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু খামেনি শুধু একটি নাম নয়; তিনি একটি যুগ, একটি রাজনৈতিক দর্শন এবং আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি অমর, তিনি অম্লান

রক্তস্নাত জুলাই: কায়েমি স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং ইতিহাসের অমোঘ পুনরাবৃত্তি

> চব্বিশের জুলাই হয়তো আজও তার কাঙ্ক্ষিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি, কিন্তু মানুষের অন্তরাত্মায় যে মুক্তির স্ফুলিঙ্গ একবার জ্বলে উঠেছে, তা সহসা নিভে যাওয়ার নয়। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এই রূঢ় সত্য অনুধাবন করতে হবে যে, পুরনো কায়দায়, পুরনো মানসিকতায় এবং কেবল নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলের মাধ্যমে একটি নতুন ও আধুনিক বাংলাদেশ পরিচালনা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। শহীদের রক্তের দাগ কখনো মিথ্যা বলে না, আর কালস্রোত কখনো প্রতারকদের ক্ষমা করে না। আমাদের কেবল গভীর ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে হবে এবং নিজেদের শাণিত ও প্রস্তুত করতে হবে একটি সুদীর্ঘ বুদ্ধিবৃত্তিক ও কাঠামোগত লড়াইয়ের জন্য। কারণ, মুক্তির আসল সংগ্রাম ও কাঙ্ক্ষিত সংস্কার এখনো বাকি; হয়তো চব্বিশের জুলাই ছিল কেবলই সেই মহাকাব্যিক লড়াইয়ের এক অবিস্মরণীয় সূচনা

আবু জুবায়ের

কালস্রোত এক নির্দয় ও নিরপেক্ষ বিচারক; সে কোনো সাময়িক আবেগকে প্রশ্রয় দেয় না, কেবল নিরেট ও নির্মোহ সত্যকে ইতিহাসের শিলালিপিতে খোদাই করে রাখে। আজ চব্বিশের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রায় দুই বছর অতিবাহিত হতে চলেছে। যে জুলাইয়ের উত্তাল রাজপথে অগণিত তরুণের তপ্ত রক্তে লেখা হয়েছিল এক নতুন বাংলাদেশের মহাকাব্যিক ইশতেহার, যে গণবিস্ফোরণের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে পতন ঘটেছিল এক জগদ্দল স্বৈরাচারের, সেই অভ্যুত্থানের দুই বছর পর আজ আমরা এক নিদারুণ রাজনৈতিক মোহভঙ্গের ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে আছি। একটি স্বাধীন, সাম্যভিত্তিক, ও বৈষম্যহীন রাষ্ট্রের যে নৈসর্গিক স্বপ্ন নিয়ে হাজারো ছাত্র-জনতা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল, আজ সেই স্বপ্নের ভস্মস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আমরা কেবলই প্রত্যক্ষ করছি চিরাচরিত ক্ষমতার এক রূঢ় পালাবদল।

রাষ্ট্রক্ষমতার হাতবদল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু রাষ্ট্রকাঠামোর কোনো দৃশ্যমান বা গুণগত রূপান্তর ঘটেনি। স্বৈরাচারের পতন হলেও শাসনতান্ত্রিক দর্শনের কোনো মৌলিক ব্যত্যয় হয়নি। ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার পতনের পর রাষ্ট্রযন্ত্রে যে বিশাল অন্তর্বর্তীকালীন শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, তা ছিল জাতি পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ। রাজপথের অকুতোভয় ছাত্র-জনতার মূল আকাঙ্ক্ষা ছিল রাষ্ট্রের আমূল ও কাঠামোগত সংস্কার। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা হলো, পুলিশ, বিচারবিভাগ, প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশনের মতো স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করে একটি টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক কাঠামো নির্মাণের পরিবর্তে, বিবাদমান নানা পক্ষ কেবল নিজ নিজ কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থ করতেই মত্ত হয়ে উঠল। প্রত্যেকেই চেয়েছে ভঙ্গুর এই রাষ্ট্রযন্ত্রগুলোকে মেরামত বা স্বাধীন করার বদলে নিজেদের রাজনৈতিক ঢাল ও তলোয়ার হিসেবে কুক্ষিগত করতে। আমাদের সামগ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির অস্থিমজ্জায় মিশে থাকা ক্ষমতালিপ্সা এবং ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছানোর এই তীব্র অস্থিরতা-রাষ্ট্র সংস্কারের সেই পবিত্র স্পৃহাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়। ফলশ্রুতিতে, পূর্ববর্তী স্বৈরাচারের রেখে যাওয়া ত্রুটিপূর্ণ ও ভঙ্গুর ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই ক্ষমতার এক মহারণ শুরু হয়। যে স্নিগ্ধ পরিবেশে একটি সুস্থ, শক্তিশালী ও বহুদলীয় প্রতিযোগিতার ভিত তৈরি হওয়ার কথা ছিল, সেখানে কেবল আধিপত্য বিস্তারের এক নির্লজ্জ ও পেশিশক্তিনির্ভর লড়াই পরিলক্ষিত হলো। জনমতের নিখুঁত ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিফলনের বদলে রাজনৈতিক বাহুবল এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নতুন শাসনব্যবস্থার অবয়ব দাঁড় করানো হলো। কেবল কোনো একক গোষ্ঠী বা দলের দায় নয়, এটি আমাদের সামগ্রিক রাজনৈতিক ইকোসিস্টেমের চরম ও ঐতিহাসিক ব্যর্থতা, যেখানে ক্ষমতাকে জনতার সেবার হাতিয়ার না ভেবে কেবলই নিজেদের গোষ্ঠিস্বার্থ ও নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তারের মোক্ষম চাবিকাঠি বলে গণ্য করা হয়।

বিপ্লব কখনো শূন্যগর্ভ থেকে উৎসারিত হয় না, আবার বিপ্লব একা একা তার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছাতেও পারে না। চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থান ছিল দীর্ঘ দেড় দশকের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, বঞ্চনা, গুম, খুন, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এবং ভোটাধিকার হরণের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত গণবিস্ফোরণ। শহীদ আবু সাঈদের প্রসারিত বুক কিংবা মুগ্ধর সেই ব্যাকুল ও চিরন্তন আহ্বান-"পানি লাগবে, পানি?" এই দৃশ্যপটগুলো কোনো প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের ইশতেহার থেকে জন্ম নেয়নি। এগুলো ছিল প্রান্তিক, শোষিত ও সাধারণ মানুষের মুক্তির এক ঐশ্বরিক আকুতি। কিন্তু অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরেই আমরা অবলোকন করলাম রাজনৈতিক এলিট শ্রেণির সুবিধাবাদের বীভৎস আস্ফালন। যে রাজনৈতিক কাঠামো দীর্ঘকাল ধরে রাজপথের আন্দোলনে বারবার হোঁচট খেয়েছে ও আপস করেছে, স্বৈরাচারের পতনের পর তারাই অবতীর্ণ হলো বিপ্লবের প্রধান সুবিধাভোগী হিসেবে। ছাত্র-জনতার কোনো সুসংগঠিত রাজনৈতিক কাঠামো বা ছকবাঁধা সংগঠন ছিল না। তাদের অন্তরে ছিল একটি প্রদীপ্ত ভিশন, কিন্তু সেই ভিশন বাস্তবায়নের মতো প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি বা চাতুর্য তাদের ছিল না। এই শূন্যতারই নির্লজ্জ সুযোগ নিয়েছে চিরাচরিত রাজনৈতিক শক্তিগুলো। তারা তাদের দীর্ঘদিনের সাংগঠনিক শক্তির জাঁতাকলে শূন্যস্থান পূরণ করেছে এবং অভ্যুত্থানের সার্বজনীন ও পবিত্র ন্যারেটিভকে হরণ করে নিজেদের দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থের ন্যারেটিভে রূপান্তরিত করেছে। যারা রাজপথে রক্ত দিল, তারা রয়ে গেল ইতিহাসের অখ্যাত ফুটনোটে; আর বিবাদমান পক্ষগুলো মেতে উঠল ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট ও হালুয়া-রুটি ভাগাভাগির এক উল্লাসে।

বিশ্বইতিহাসের বিস্তৃত ক্যানভাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা দেখতে পাব, বাংলাদেশের এই বর্তমান পরিস্থিতি কোনো আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিপ্লব-পরবর্তী মোহভঙ্গের এক দীর্ঘ, রক্তাক্ত ও করুণ ইতিহাস মানবসভ্যতায় বিদ্যমান। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ক্রেন ব্রিন্টন তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'দ্য অ্যানাটমি অব রেভোলিউশন'-এ সুচারুভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে, প্রতিটি বিপ্লবের পর একটি প্রতিবিপ্লবী বা সুবিধাবাদী প্রতিক্রিয়া (ঞ্যবৎসরফড়ৎরধহ জবধপঃরড়হ) অবশ্যম্ভাবী রূপে আবির্ভূত হয়। বিপ্লবের চরম আদর্শিক ও রোমান্টিক পর্যায়টি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না;

এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়

> তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে, কোনো এক গোধূলিতে, মাঠ খালি হয়ে যাওয়ার বহু বছর পরও, বাতাস হঠাৎ ঘাসের ডগায় একটি পুরনো পদচিহ্ন ফিরিয়ে আনবে। কেউ তার উৎস খুঁজে পাবে না। শুধু মনে হবে- সৌন্দর্য কখনো পুরোপুরি বিদায় নেয় না। সে মানুষের স্মৃতিতে নয়, মানুষের অভাববোধে বেঁচে থাকে। সেই অভাবই হয়তো একদিন আরেকটি শিশুকে বল পায়ে তুলে নিতে শেখাবে, আর পৃথিবী আবারও অপেক্ষা করবে- একটি অসমাপ্ত সৌন্দর্যের পুনর্জন্মের জন্য। কিছু বিদায় শুধু অপূর্ণ সৌন্দর্যের। মাঠের ঘাসের শ্বাসে লেখা থাকবে- তার আরও কিছু পাওয়ার ছিল। আরও কিছু বিকাল। আরও কিছু বৃষ্টিভেজা দৌড়। আরও কিছু অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার মুহূর্ত। কিন্তু জীবন সব শিল্পীকে তাদের প্রাপ্য দেয় না। কেউ কেউ পৃথিবী ছেড়ে যায় হাতে ট্রফি নিয়ে নয়, মানুষের বুকের ভেতর এক অদ্ভুত শূন্যতা রেখে। সেই শূন্যতাই তাদের প্রকৃত উত্তরাধিকার

রিমঝিম আহমেদ

তোমার চোখের ভেতর আজ কোনো স্টেডিয়াম নেই। শুধু একটি দীর্ঘ করিডর। সেখানে করতালির শব্দ এসে পৌঁছায় না, পৌঁছায় শুধু ফিরে না-আসা কয়েকটি সন্ধ্যা, বর্ণিল প্রেম।

সম্ভবত মানুষের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি এই- সে যা পেয়েছে তার চেয়ে, যা পায়নি, শেষ পর্যন্ত তারই ছায়া দীর্ঘ হয়। তোমার চোখের ভেতর আজ সেই দীর্ঘ ছায়া। সেখানে ঘাস নেই, গোলপোস্ট নেই, উল্লাসের ঢেউ নেই। আছে শুধু সময়ের নিঃশব্দ পদচারণা। যেন বহু বছর ধরে একটি বিকাল নিজের ঘরে ফিরতে পারেনি।

আমরা ভুলে যাই, সৌন্দর্যেরও ক্লান্তি আছে। যে মানুষ প্রতিদিন বিস্ময় রচনা করে, তারও একদিন নিজের ভেতরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পৃথিবী শিল্পীদের বিশ্রাম দেয় না। তাদের কাছে বারবার অলৌকিকতা চায়। যেন তারা মানুষ নয়, কোনো অন্তহীন জাদুর প্রদীপ। কত সহজে মানুষ বিজয়ের হিসাব রাখে। অথচ যেসব স্বপ্ন ঠিক ট্রফির কিনারে এসে থেমে যায়, তাদের জন্য কোনো আলোকচিত্র থাকে না। শুধু শরীর মনে রাখে। পায়ের পেশি মনে রাখে। হাঁটুর ভেতর জমে থাকা ক্লেদ মনে রাখে। আর চোখ- সে তো সবচেয়ে বিশ্বস্ত আর্কাইভ। চোখ কখনো মিথ্যা বলে না। সে জানে, কত রাত ব্যথার সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমিয়েছে। কত সকাল ব্যান্ডেজ খুলে আবার নতুন বিশ্বাস পরেছে। কতবার একটি শরীর নিজের সীমাকে অতিক্রম করতে চেয়েছে, শুধু কয়েক মুহূর্তের সৌন্দর্যের জন্য। মানুষ সেই সৌন্দর্য দেখেছে; তার মূল্য দেখেনি।

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, পৃথিবী কখনো কখনো সবচেয়ে সুন্দর মানুষগুলোকেও সম্পূর্ণ হতে দেয় না। তাদের হাতে ফুল তুলে দেয়, কিন্তু ঋতু দেয় না। আকাশ দেয়, কিন্তু উড়ানের শেষ নীলটুকু নিজের মুঠোয় গচ্ছিত রাখে। উজাড় করে দেয় না।

হয়তো প্রকৃতি কিছু মানুষকে পূর্ণতার জন্য সৃষ্টি করেন না। তাদের কপালে লিখে দেন অপূর্ণতার দীপ্তি। কারণ সম্পূর্ণ মানুষকে ইতিহাস মনে রাখে; কিন্তু অসমাপ্ত মানুষকে মনে রাখে হৃদয়। তারা চলে যাওয়ার পরও বাতাসে তাদের ভঙ্গি থেকে যায়। কোনো এক শিশুর খেলায় তাদের ছায়া ফিরে আসে। কোনো এক বৃদ্ধ দর্শকের দীর্ঘশ্বাসে তাদের নামহীন প্রতিধ্বনি বাজে। ইতিহাসের কোথাও একটি বিন্দুর মতো আবছা হয়ে রয়ে যায়।

হয়তো এটাই নিয়তি। কিছু মানুষ জয়ের জন্য নয়, মানুষের হৃদয়ে এক ধরনের অসমাপ্ত বিষণ্নতা হয়ে বেঁচে থাকার জন্য জন্মায়। তাদের বিদায় কখনো শেষ বাঁশিতে লেখা থাকে না; লেখা থাকে দর্শকদের নীরব হয়ে যাওয়া চোখে, গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া নির্মল অশ্রুবিন্দুতে।

বিদায়েরও শব্দ থাকে না সবসময়। কখনো তা নেমে আসে সন্ধ্যার মতো, অন্ধকারের বিছিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া জালে। ধীরে ধীরে। কেউ বুঝে ওঠার আগেই আলো বদলে যায়। গ্যালারি খালি হতে থাকে। পতাকাগুলো আর আগের মতো উড়ে না। শুধু কোথাও একটি শিশু, যে একদিন তাকে দেখে বল কিক করতে শিখেছিল, অকারণ বিষণ্ন হয়ে পড়ে। সে জানে না কেন তার মন খারাপ। সৌন্দর্যের বিদায় সবসময় ভাষায় ধরা পড়ে না। এই ভাষার নামই নির্জনতা, যা বুকের ভেতর হেলান দিয়ে বসে।

যে ক্লান্তি আজ তোমার কাঁধে, তার ওজন কোনো পরাজয়ের নয়। বহু বছর ধরে বহন করে আনা প্রত্যাশার। মানুষ তোমার কাছ থেকে অলৌকিকতা চেয়েছিল। তুমি তাদের দিয়েছিলে সৌন্দর্য। অথচ পৃথিবী সৌন্দর্যের চেয়ে পরিসংখ্যানকে বেশি মনে রাখে।

সংখ্যা কখনো ড্রিবলের ভেতর লুকিয়ে থাকা কবিতাকে লিখতে পারে না। ট্রফি কখনো একটি স্পর্শের কোমলতা বহন করে না। ইতিহাসের খাতায় জয়-পরাজয়ের অঙ্ক লেখা থাকে; অথচ মানুষের স্মৃতিতে টিকে থাকে এমন কিছু মুহূর্ত, যাদের কোনো ফলাফল নেই। আছে শুধু বিস্ময়। আর বিস্ময়ের আয়ু সব পরিসংখ্যানের চেয়ে দীর্ঘ।

আমি জানি, একদিন ঘাসেরাও তোমার পায়ের ভাষা ভুলে যাবে। গ্যালারির আলো অন্য মুখে গিয়ে পড়বে। কিন্তু কিছু বিকাল থাকবে, আমাদের কিছু মগ্ন নৈঃশব্দ্যের কাতর রাত- যেখানে হঠাৎ বাতাসের ভেতর একটি অনামা ড্রিবল ভেসে উঠবে। কেউ তার নাম নেবে না। শুধু মনে হবে- অসাধারণ প্রতিভারও একটি নিঃসঙ্গ পরিণতি আছে।

সেসব রাতে আমরা হয়তো টেলিভিশনের পর্দা বন্ধ করে দেব। তবু মনে হবে, কোথাও একজন এখনো সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তার পায়ের নিচে বল নেই, আছে সময়। আর সময় তাকে ক্রমশ দূরে নিয়ে যাচ্ছে। এমন দূরে, যেখান থেকে ফিরে আসে না কোনো দ্বিতীয় যৌবন, কোনো দ্বিতীয় বিস্ময়।

একদিন জার্সির রঙ ফিকে হয়ে যাবে। স্টেডিয়ামের দেয়ালে নতুন মুখের পোস্টার উঠবে। শিশুরা নতুন নায়কের নাম মুখস্থ করবে। কিন্তু পৃথিবীর এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

ভালোবাসা সবার তরে,
ঘৃণা নয়কো কারো পরে

Love for all, hatred for none

বাংলাডেস্ক যুক্তরাষ্ট্রের ভূবনে স্বাগতম

For more information contact:
Bait-uz-Zafar 188-15 McLaughlin Ave, Hollis NY 11423
(347) 530-5791

بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৪ই জুন, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় 'বনু নযীর' এর যুদ্ধের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেন এবং দু'জন শহীদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহহুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আজ বনু নযীরের যুদ্ধের কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো। বনু নযীর গোত্রের পরিচিতি হলো, এরা মদীনার ইহুদীদের একটি বংশ ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, বনু নযীর খয়বরের ইহুদীদের একটি গোত্র ছিল এবং তাদের বসতিকে যাহরা বলা হতো। মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন বনু নযীর গোত্রের নেতা ছিল হুয়াই বিন আখতাব। তার পিতৃপুরুষের ষষ্ঠ প্রজন্মে নযীর বিন শাহামের নাম পাওয়া যায়, যার নামে এই গোত্রটি বনু নযীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.) বনু নযীরের নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা ছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে, হুয়াই বিন আখতাবের বংশধারা হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হুয়াই এর বংশে কতিপয় ব্যক্তি নবুওয়াতের সম্মানে ধন্য হয়েছিলেন, যাদের কারণে সে গর্বিত ছিল। আর এই অহংকারের কারণেই সে বলতো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি ইহকালেও দয়ালু এবং পরকালেও আমাদের প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করবেন। তিনি আমাদেরকে পাপের কারণে কয়েকদিন শাস্তি দিবেন, অবশেষে জান্নাতই হবে আমাদের স্থায়ী নিবাস। এই বংশীয় আত্মগরিমা ও ঔদ্ধত্যের কারণেই হুয়াই মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অবস্থানের দিক দিয়ে বনু নযীর গোত্রটি মসজিদে কুবা থেকে আধা মাইল দূরে উত্তর পূর্ব দিকে (অবস্থিত) ছিল। আর মদীনার মধ্যভাগে এর বসতি প্রথমে আসতো এবং মসজিদে কুবা এর থেকে কিছুটা দূরত্বে দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক তথ্য অনুসারে এটি উহুদের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা আর ইমাম বুখারীর তথ্যও এটিই। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে একথাও লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাকের মতে এই যুদ্ধ উহুদ ও বি'রে মা'উনার পরে হয়েছিল। যদিও আল্লামা ইবনে কাসীর ছাড়াও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের পরেই বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বনু নযীরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হলো, মক্কার কুরাইশ কাফিররা বদরের যুদ্ধের পূর্বে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল এবং আওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য প্রতিমাপূজারীদের লিখেছিল, [তখন মহানবী (সা.) মদীনায় ছিলেন।] তোমরা আমাদের নবীকে আশ্রয় দিয়েছ। মদীনায় তোমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আমরা শপথ করে বলছি, হয় (তোমরা) তাদের সাথে যুদ্ধ করো অথবা তাদেরকে নিজেদের শহর থেকে বহিষ্কার করো; নতুবা আমরা গোটা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো। তোমাদের যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করবো, তোমাদের নারী ও শিশুদের (নির্মমভাবে) হত্যা করবো। যখন ইবনে উবাই এবং অন্য প্রতিমাপূজারীরা এই পত্র পায় তখন তারা একে অপরকে বার্তা পাঠায় এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে। এই সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে মদীনার নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশরা তোমাদেরকে কঠোর হুমকি দিয়ে পত্র লিখেছে। এই পত্র তোমাদেরকে কোনো ধোঁকায় যেন না ফেলে, পাছে তোমরা স্বয়ং ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে নিজেদেরই ভাই ও পুত্রদের সাথে আবার যুদ্ধ করতে না আরম্ভ করো। মহানবী (সা.)-এর একথা শোনে তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং নিজেদের সংকল্প স্থগিত করে আর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এভাবে মক্কার কুরাইশদের এই হুমকি আর শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

এরপর কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীদের কাছে একটি পত্র লিখে যে, তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে আর তোমরা দুর্গেরও মালিক। হয় তোমরা আমাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করো নতুবা আমরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবো আর তোমাদের নারীদেরকে আমাদের দাসী বানাবো। এই পত্র যখন ইহুদীদের কাছে পৌঁছায় তখন বনু নযীর গোত্র মহানবী (সা.)-কে ধোঁকা দেয়ার জন্য সম্মত হয়, কেননা ইহুদী গোত্রগুলো তো আগে থেকেই সুযোগ খুঁজছিল যাতে মুসলমানদের আধিপত্য ও ক্ষমতার যতদ্রুত সম্ভব অবসান করা যায়। এ পর্যায়ে তারা এমন দুরভিসন্ধি করার চিন্তা করে যাতে মহানবী (সা.)-কে নাঊযুবিল্লাহ্ হত্যা করা যায়। অতএব, তারা তাঁর সমীপে সংবাদ প্রেরণ করে যে, আপনি আপনার ত্রিশজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন, আমাদের ত্রিশজন আলেমও আপনার সামনে উপস্থিত হবে; এমনকি আমরা এমন এক স্থানে মিলিত হবো যা আমাদের এবং আপনাদের পছন্দের হবে। আমাদের লোকেরা আপনার কথা শুনবে। তারা যদি আপনাকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ ইহুদী আলেমরা যদি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাহলে আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনব। পরের দিন মহানবী (সা.) ত্রিশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ত্রিশজন ইহুদী আলেমও তাঁর কাছে আসে। ইহুদীরা যখন খোলা প্রান্তরে আসে তখন তারা পরস্পরকে বলে, তোমরা তাঁর ওপর কীভাবে আক্রমণ করবে? কেননা তাঁর সাথে ত্রিশজন সঙ্গী রয়েছেন। ত্রিশজন সঙ্গীর উপস্থিতিতে আক্রমণ করা তো কঠিন আর তারা এমন সঙ্গী, যারা তাঁর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। তখন ইহুদীরা তাঁর কাছে পুনরায় এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, আমরা ষাটজন পরস্পর কীভাবে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা করবো? আপনি এক কাজ করুন, তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আসুন আর আমরাও আমাদের তিনজন আলেমকে নিয়ে আসবো, তারা আপনার আলোচনা শুনবে। তখন তিনি (সা.) তিনজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আসার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। তিনজন ইহুদী আলেমও রওয়ানা হয় আর ঐ ইহুদীদের কাছে খঞ্জর বা ধারালো ছুরি ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, পথিমধ্যেই বনু নযীরের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী নারী একজন আনসারী মুসলমানকে এবং পরে মহানবী (সা.)-কে বনু নযীরের সকল চক্রান্তের কথা বলে দেয়। তাই মহানবী (সা.) ইহুদীদের কাছে না গিয়ে মদীনায় ফেরত চলে আসেন।

এই যুদ্ধের আরেকটি কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একজন রচয়িতা লিখেছেন, বনু নযীর গোত্র সংগোপনে কুরাইশের কাছে বার্তা পাঠায় আর তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে বরং তাদেরকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা-খাতের কিছু দুর্বলতার কথাও জানিয়ে দেয়। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী উহুদের যুদ্ধের পূর্বে ইহুদীরাও মক্কার কুরাইশকে চরমভাবে উত্তেজিত করেছিল যার ফলশ্রুতিতে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক কারণ এটিও বর্ণনা করা হয় যে, বি'রে মা'উনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন হযরত আমর বিন উমাইয়া যামরী (রা.) বনু আমেরের দু'জনকে হত্যা করেছিলেন যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল, তাই তাদেরকে রক্তপণ প্রদান আবশ্যক ছিল। এ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বনু নযীরের কাছে গিয়েছিলেন, কেননা মহানবী (সা.) ইহুদীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এর একটি ধারার ছিল, 'আইয়া'ওয়ানুহু ফীদ্ দিয়াত' অর্থাৎ তারা রক্তপণের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করবে। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ হলো, হযরত আমর বিন উমাইয়া যামরী (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি খুবই অন্যায় কাজ করেছ। তাদের সাথে আমাদের চুক্তি এবং নিরাপত্তার শর্ত ছিল। হযরত আমর বিন উমাইয়া যামরী (রা.) বলেন, আমি এই সন্ধিচুক্তির বিষয়টি জানতাম না। আমি তাদেরকে মুশরিক মনে করতাম আর তাদের গোত্র আমাদের সাথে প্রতারণাও করেছে। হযরত আমর (রা.) তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে নির্দেশ দেন তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় যেন তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। মহানবী (সা.) রক্তপণ সহ সেগুলো পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) শনিবার দিন বনু নযীর গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, মসজিদে কুবায় নামায পড়েন। প্রায় দশজনের মতো মুহাজির ও আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) বনু নযীরকে তাদের বৈঠকে উপবিষ্ট দেখতে পান। তিনিও তখন সেখানে আসন গ্রহণ করেন যাতে করে মৃত দুই ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন, যেন তারা দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধে তাঁকে সহযোগিতা করে।

এই যুদ্ধাভিযানের কারণ কি ছিল এ ব্যাপারে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.)'র একটি তথ্য পাওয়া যায় যা থেকে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়। তিনি (রা.) লিখেন, এই যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তাগণ বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরেছেন আর এ কারণে এই যুদ্ধ ঠিক কখন আরম্ভ হয়েছিল সে ব্যাপারেও দ্বিমত রয়েছে। বনু নযীরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। সকল ঘটনাই ভিন্ন ভিন্ন সময় ও স্থান সাপেক্ষে সঠিক। কিন্তু সর্বশেষ যুদ্ধ সেটি ছিল যা বনু আমেরের দু'জন ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের সময় আরম্ভ হয়েছিল, বাকি আল্লাহ্ই ভালো জানেন। রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে মহানবী (সা.) একদল সাহাবীকে নিয়ে বনু নযীরের নিকট উপস্থিত হন এবং চুক্তি অনুসারে রক্তপণ আদায়ের বিষয়টি তাদের কাছে উত্থাপন করেন। তারা বলে, হ্যাঁ, আবুল কাসেম! আপনি খাবার খেয়ে নিন এরপর আমরা এ ব্যাপারে কথা বলছি। এভাবে বাহ্যিকভাবে ইহুদীরা খুবই হাস্যোজ্জ্বলভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তখন তিনি (সা.) তাদের বাড়ির এক দেয়ালের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। একজন বর্ণনাকারী ইহুদীদের মহানবী (সা.)-কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, বনু নযীরের সর্দার হুয়াই বলে, "হে ইহুদীর দল! মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কতিপয় সাথীকে নিয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তাদের সংখ্যা দশজনেরও কম। এই বাড়ির ছাদে উঠে বড় একটি পাথর ফেলে মুহাম্মদকে (সা.)-কে হত্যা করো, তোমরা এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর কখনো পাবে না। যদি তাকে মেরে ফেলতে পারো তাহলে তার সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। মক্কা থেকে আসা তোমাদের সাথীরা মক্কায় ফিরে যাবে এবং এখানে শুধু আওস ও খাযরাজ থাকবে, যারা তোমাদেরই মিত্র। তাই তোমরা যা করতে চাও, এখনই করো"। একথা শুনে এক দুর্ভাগা ইহুদী আমর বিন জাহাশ বলে, "আমি বাড়ির ছাদে উঠে পাথর ফেলে মুহাম্মদ (সা.)-কে (নাঊযুবিল্লাহ্) হত্যা করবো"। যখন এসব শলাপরামর্শ করা হচ্ছিল তখন বনু নযীরের এক নেতা সালাম বিন মিশকাম বলে, "হে ইহুদীর দল! তোমরা চাইলে সারাজীবন আমার বিরোধিতা কোরো, কিন্তু আজ আমার কথা মেনে নাও। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (সা.)-কে তোমাদের এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবগত করা হবে। আর এটি আমাদের এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সন্ধিচুক্তির লঙ্ঘনও বটে।" কিন্তু ইহুদীরা তার কথায় কর্ণপাত না করে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। হুযূর (আই.) বলেন, 'ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে যে, তারা কি পরিকল্পনা করেছিল এবং কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।'

পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান করতে চাই। সম্প্রতি তাদের ওপর পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্র পাকিস্তানের আহমদীদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি দিন আর সেখানেও আমাদের পরিস্থিতি অনুকূল করে দিন। কেননা কুরবানীর বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা ও নির্যাতনের চেষ্টা করা হচ্ছে।' এরপর হুযূর (আই.) পাকিস্তানের দু'জন শহীদ ও একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান। শহীদদের একজন হলেন, ৬৪ বছর বয়স্ক মুকাররম গোলাম সারোয়ার সাহেব আর অপরজন হলেন ৩২ বছর বয়স্ক শহীদ মুকাররম রাহাত আহমদ বাজওয়া সাহেব। মণ্ডী বাহাউদ্দিন জেলার সাদুল্লাহপুরে গত ৮ই জুন, ২০২৪ তারিখে একজন মাদ্রাসা ছাত্র সৈয়দ আলী রেজার গুলিতে তারা উভয়েই ঘটনাস্থলে শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। হুযূর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করার পর মুকাররম মালেক মুজাফফর খান সাহেবেরও স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের তিনজনের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে প্রীতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন' আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org** -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)

এটর্নী মঈন চৌধুরী LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

Michael Taub, Esq.

Moin Choudhury, Esq.

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- কাজের জায়গায় দূর্ঘটনা

IMMIGRATION
(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

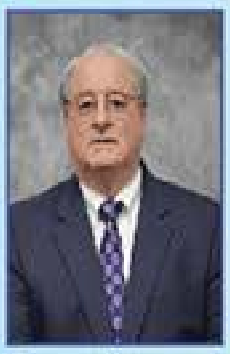
Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

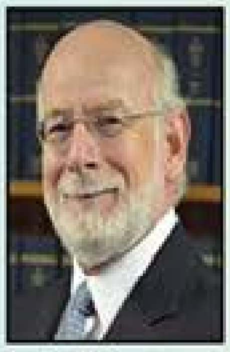
Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

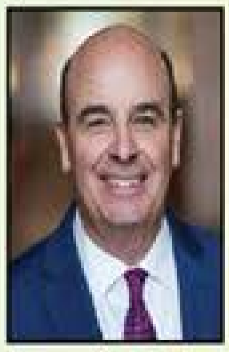
Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior result does not guarantee future outcome of any cases. Moin Choudhury is admitted in Michigan State only and also admitted in the Supreme Court of the United States. Michael Taub is admitted in New York State Only and also admitted in the NY Federal District Courts.

বিলাই-কুত্তা বৃষ্টিতে এক কেরানির জার্নি বাই ফুট

সারফুদ্দিন আহমেদ

অফিস দশটায়। বাসা থেকে নয়টায় বেরোতে গেলাম। বাইরে চেয়ে দেখি, যে বৃষ্টি হচ্ছে, তাকে 'আজি ঝর ঝর মুখর বাদর দিনে' গেয়ে সেলিব্রেট করাটা আঁতলামির চূড়ান্ত হবে। আকাশ ভাঙা বৃষ্টি যাকে বলে তাই হচ্ছে।

নষ্ট গাড়ি গ্যারাজে ঘুমাচ্ছে। অন্য যানে যেতে হবে। জানি বাসে উঠতে পারব না। পারলেও উঠব না। অধমের এক্সপিরিয়েন্স বলে, এই বর্ষণে বাসে উঠলে সেটা হিঁচড়ে হিঁচড়ে এক ঘণ্টায় মালিবাগ যাবে।

সেখানে এখন 'কূল নাই কিনার নাই' টাইপের অথই 'সাগর'। সেই সাগরে 'সাবাইক পরিবহন' নৃহের কিস্তি হয়ে কত ঘণ্টা ভাসবে আল্লাহ মালুম। সিএনজির 'বুক সমান' পানি। মতিঝিল, বিজয় নগর, খিলগাঁও, মালিবাগ, মগবাজারের থই থই পানি তাকে আগেই বলে দিয়েছে, 'এদিকে বড়দের ব্যাপার। এদিকে আসিস না।'

সবকিছু ডুবার পরও উবার আছে ভেবে স্মার্টফোন হাতে নিলাম। দেখি সেখানেও ফাঁকা। কাছাকাছি তিন কিলোমিটারের মধ্যে কোনো গাড়ি নেই।

তাহলে? পদব্রজেই হোক দুর্মর যাত্রা! বউ বলল, 'ওরে, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে!'

দুই শিশুপুত্র রবিঠাকুরের 'চারি বৎসরের কন্যাটির মতো' 'এতক্ষণ ছায়াপ্রায় ফিরিতেছিল মোর কাছে কাছে ঘেঁষে/ চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্নিমেষে বিদায়ের আয়োজন।' এই প্রবল ধারা দেখে তারাও অব্যক্ত ভাষায়, 'কহিল বিষণ্ন-নয়ন ম্লান মুখে, "যেতে আমি দিব না তোমায়।" '

তবু যেতে দিতে হলো। রাস্তায় নামলাম। সেকি বৃষ্টি! ছাতায় বড়জোর মাথা বাঁচানো যাবে। যে রিকশার দিকে চাই, সে-ই এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ে। অনেকক্ষণ পর এক রিকশা পেলাম। ব্যাটারিচালিত। কোমর পানির দরিয়া পার হতে গিয়ে ইঞ্জিন ফেল করল। ধরলাম হাঁটা। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে প্যান্ট তো আগেই গুটিয়েছি। 'ডু ইন রোম অ্যাজ রোমানস ডু'। হাঁটার জায়গা মানে ফুটপাতে এখন কাদা আর কাদা। কারণ সিটি করপোরেশনের কাজ চলছে। অসহায় ক্রোধে মন তেতে উঠল।

মনে মনে বৃষ্টিকে বললাম, 'হা রে হতভাগা! সিটি করপোরেশন যে প্রতিবছর এই ভর শ্রাবণে রাস্তা খুঁড়ে খুঁড়ে এডিপির বরাদ্দ বের করে আনে তা তুই জানিস না! বয়েস কি তোর সিটি করপোরেশনের চেয়ে কম? নামতে হয় তো পৌষ-মাঘ দেখে নাম না! তোকে মানা করছে কে?'

সামনে যতই এগোচ্ছি ততই চোখে পড়ছে, 'উন্নয়নকাজ চলিতেছে! সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখিত!' বুঝলাম কথ টা আমাকেই বলা হচ্ছে।

নিজেকে বড় কেউকেটা মনে হলো। করপোরেশন আমার কাছে দুঃখপ্রকাশ করছে! আহারে! আব্বা যদি বেঁচে থ কত। লোকটা দেখে যেতে পারত তাঁর ছেলের কী হ্যাডম! অল্প কিছু পথ পেরোতেই চামড়ার স্যান্ডেল ফুলে ঢোল। না এটা পায়ে দিয়ে হাঁটতে পারছি, না হাতে নিয়ে চলতে পারছি। এর মধ্য দিয়েই মনে হলো-এই পথে 'ছেঁড়া ছাতা-রাজছত্র মিলে চলে গেছে' সোজা কারওয়ান বাজারের দিকে।

বৃষ্টি প্লাবিত সেই পথে কী নেই? 'আমের খোসা ও আঁটি, কাঁঠালের ভূতি, মাছের কানকা, মরা বেড়ালের ছানা, ছাইপাঁশ আরও কত কী যে!' কোথাও কোথাও বেহুলার ভেলার মতো ভেসে যাচ্ছে মানুষের পাকস্থলিজাত সেই আদি ও অকৃত্রিম জিনিস।

এর মধ্যেই মনে আসছে, 'ব্রাহ্মণ চণ্ডাল চামার মুচি, এক জলে সকলে শুচি' টাইপের সাম্যবাদী সংগীত।

রবীন্দ্র-লালন করতে করতে আর ফাঁকে ফাঁকে নিজের বাপের নাম মনে আছে কি না, তা খেয়াল রাখতে রাখতে মৌচাকে পৌঁছলাম।

বৃষ্টি নামল আরও জোরে। আকাশ সহস্রলোচনা হয়ে উঠল। তার হাজার চোখ বেয়ে নামল প্রবল অশ্রুধারা।

ঘরের মধ্যে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বৃষ্টি দেখে যে কেউ কালিদাস হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ভেজা গা নিয়ে ছাতা হাতে উড়ালসেতুর খুঁটির তলে দাঁড়ালে নিজেকে সত্যজিতের 'পরশপাথর' ছবির কেরানি পরেশ চন্দ্র দত্ত ভাবা ছাড়া আর কী পথ থাকতে পারে।

জানি, আদ্যিকালের কালিদাস থেকে হালের আজিজ মার্কেটীয় হরিদাস পাল-যার মনে কাব্য ভাব এসেছে, বৃষ্টি তাকে ছাড়েনি। দুলাইন লিখিয়ে ছেড়েছে। উদীয়মান থেকে উদিত; শিক্ষানবিশ থেকে অবসরপ্রাপ্ত-সব কবি, সব সাহিত্যিকের বৃষ্টিদুর্বলতা ছিল, আছে, থাকবে।

শুধু কি কবি? শুধু কি সাহিত্যিক? না। মানুষমাত্রই বৃষ্টিবিলাসী। মানুষমাত্রই কবি। চাই সে লিখুক বা না লিখুক। কারণ প্রতিটি মানুষ কবি। প্রতিটি কৃষক কবি। বৃষ্টি সবাইকে দোলা দেয়। যে লোক 'মেঘদূতম' বোঝে না; যে লোক ভানু সিংহের 'শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা'-টাইপের পদাবলি বোঝে না; সে অন্তত এইটুকু বোঝে, আজ ভুনা খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ জমবে। মাংস হলে আরেকটু ভালো হয়। যে লোক তার সন্তানদের কাদাপানি থেকে সাবধানে সরিয়ে রাখে, বর্ষণের অবিমিশ্র আতিশয্য তাঁকেও রোমান্টিক করে তুলতে পারে। বাচ্চাদের হাত ছেড়ে দিয়ে তিনিও বলে উঠতে পারেন, 'যা, ভেজ। ইচ্ছেমতো ভেজ। জ্বর বাধলে বাধুক!'

বৃষ্টি নিয়ে আদিখ্যেতা করা এই লোকেই যখন 'বিষ্ঠামুখর' বন্যাকবলিত রাস্তা ধরে অফিসে যায় বা অফিস থেকে ফেরে; এই লোকেরই যখন ধান-পান-

এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

পুরো রাস্তায় কোমরপানি। আমি গাইলাম, 'আমি অপার হয়ে বসে আছি, ওহে দয়াময়...'। দয়াময় আধঘণ্টা পর ভ্যানওয়ালাকে পাঠালেন। ভ্যানে চড়ে বসলাম। 'চারিদিকে বাকা জল করিছে খেলা।' মনে হলো এমন সুযোগ আর কি পাব? পকেটে ছিল স্মার্টফোন। ভিডিও করা শুরু করলাম। ছবির গুণগত মান ঠিক রাখতে ক্যামেরার দিকে চোখ রাখায় খেয়াল ছিল না। পরে দেখি দুপাশের লোক সমানে গালি দিচ্ছে। 'মাইনসে বাঁচে না, আর উনি জমিদার আইছে ভিডু করতে!' আমি তাঁদের কী বলব? কীই-বা বলার আছে। মনে মনে শুধু বললাম, 'এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়।' এই 'তারে' মানে 'কারে'? সে কি আমার বউ? নাকি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মাননীয় প্রশাসক মো. আব্দুস সালাম? মাথায় বাজল গোলাম আলীর বাংলা গজল, 'কারে কারে বলি আমি!'

একটি স্বপ্নের মৃত্যু

জাহীদ রেজা নূর

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল এবং এরপর তা যে খাতে প্রবাহিত হয়েছিল, তা নিয়ে বহুদিন ধরে বিতর্ক চলবে। চব্বিশ সালের মাঝামাঝি সময় যে ঘটনাবলিকে বিপ্লব না গণ-অভ্যুত্থান বলা হবে, তা নিয়ে ভাবছিল মানুষ, তারাই এই ২০২৬ সালে এসে ওই ঘটনার নানা ধরনের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, সেই ব্যাখ্যাগুলোর বেশির ভাগই জুলাইয়ের ঘটনাবলিকে মহিমান্বিত করে না। বিশেষ করে যখন থেকে পরিষ্কার হতে থাকে, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী তৎপরতার ইন্ধন ছিল তাতে, তখন থেকেই একটি স্বপ্ন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। ধুঁকে ধুঁকে সেই স্বপ্নের মৃত্যু হয়েছে।

যে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করে একটি ন্যায়ভিত্তিক বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার অঙ্গীকার করেছিলেন আন্দোলনের নেতারা, তাঁরা পরবর্তীকালে আদতে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পেরেছেন কি না, তা নিয়েও অনেক প্রশ্ন রয়েছে। আওয়ামী লীগের শাসনব্যবস্থা নিয়ে যে প্রশ্নগুলো উঠেছিল, সেই প্রশ্নগুলো কি আজও একইভাবে প্রাসঙ্গিক নয়? তাহলে পরিবর্তনটা হলো কোথায়? ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। প্রত্যেককেই তার করা অন্যায়ের জন্য কোনো না কোনো সময় জবাবদিহি করতে হয়। এর কিছু অংশের ফয়সালা হয় নির্বাচনের মাঠে, কিছু অংশের ফয়সালা হয় জনগণের মনস্তাত্ত্বিক বাঁক পরিবর্তনে। ইতিহাসের কোনো এক সময়ে সেই ফয়সালাগুলো দেখার জন্যও রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই তালিকা থেকে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, বিভিন্ন বাম দল বাদ যাবে না। কেউ এখন ফল ভোগ করছে, কেউ ভবিষ্যতে করবে। আফসোস হলো, কোনো দলই তার নিজের করা ভুলগুলো স্বীকার করে না, বরং তার সাফাই গায়। পতিত দলগুলো ক্ষমতায় ফিরে আসে অন্য দলগুলোর দিক থেকেও ইতিবাচক কোনো পরিবর্তন আসে না বলে। কার চেয়ে কে কত খারাপভাবে দেশ পরিচালনা করতে পারি, আমরা যেন সেই প্রতিযোগিতায় নেমেছি।

বৈষম্যবিরোধী যে আন্দোলনটি পরে সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নিল, সেই আন্দোলনের মুখ বলে যাঁরা পরিচিত হয়ে উঠেছেন, তাঁরাই কি আদৌ ঘটনাবলির মূল চরিত্র, নাকি পর্দার অন্তরালে আরও অনেকগুলো দেশি-বিদেশি মুখ রয়েছে, যাঁরা এখনো জনসমক্ষে আসেননি। এমনও হতে পারে, কখনোই জানা যাবে না, কাদের হাতে ছিল এই পরিবর্তনের চাবিকাঠি। পরিবর্তনটি এখন কোন দিকে রওনা দিয়েছে, সেটাইবা কারা নিয়ন্ত্রণ করছে, তা কি জানা যাবে?

আর একটি বিষয় এখন ঘুরেফিরেই বিভিন্ন আলোচনায় আসছে। যে আন্দোলনের স্লোগানগুলোর মধ্যে ছিল 'বঙ্গবন্ধুর বাংলায় বৈষম্যের ঠাঁই নাই' ধরনের স্লোগান, যে আন্দোলনের সময় বেজেছিল মুক্তিযুদ্ধ ও দেশাত্মবোধক গান, আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে তা কোন ভিজাইনে অদৃশ্য হয়ে গেল? বরং শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পরপরই গণভবন লুটপাটের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যগুলো যে ক্রোধের সঙ্গে ভেঙে ফেলা শুরু হলো, সেটা যে আন্দোলনের লুক্কায়িত 'ভাষা' ছিল, সেটা বুঝতে কিছুটা সময় লেগেছে। এরপর যখন মুক্তিযোদ্ধাদের গলায় জুতার মালা পরিয়ে উল্লাস করল একশ্রেণির বর্বর, তখন পরিষ্কার হলো, দেশটার গতিপথ বদলে দেওয়ার সূক্ষ্ম কার্যাবলি শুরু হয়ে গেছে। তারপর মাজার ভাঙা, শিক্ষকদের অপমান, 'দোসর' নাম দিয়ে মানুষকে অপমান করার মাত্রা বাড়তে থাকলে বোঝা গেল, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। সেটা কতটা 'কালা', সে প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য আরও কিছুটা সময় দরকার।

মবের জয়জয়কার শুরু হয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকারের নীরবতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে। কেউ কেউ বলে থাকেন, এই অন্তর্বর্তী সরকারই মবকে লালন-পালন করেছে। সুদূর ফরাসি দেশ থেকে সসম্মানে বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল বিজয়ীকে নিয়ে এসে ক্ষমতার শিরোমণি করা হলো, তিনি কিছুদিনের মধ্যেই বুঝিয়ে দিলেন, দেশের গতিপথ কোন দিকে পরিবর্তিত হচ্ছে, তা তাঁর জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং নিজের ও নিজের প্রতিষ্ঠানের নামে যে মামলাগুলো হয়েছিল, সেগুলো থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে উঠলেন। বিচারকেরা তাঁর বিরুদ্ধে থাকা মামলা-বিষয়ে বিব্রত হতে থাকলেন। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় করার অনুমতি দেওয়া হলো। তাদের কর মওকুফ হয়ে গেল। তিনি নির্লজ্জভাবে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার কাজটি সম্পন্ন করলেন। অথচ যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসমৃদ্ধ ভাস্কর্যগুলো ভাঙা হলো, তা নিয়ে বলিষ্ঠ কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা গেল না। স্বাধীনতাবিরোধীদের সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ দেখা যেতে শুরু করল তখন থেকেই। সাদা জমিনে কালো অক্ষরে লেখা পতাকা হাতে মিছিলগুলোর কথা কি মনে আছে কারও?

স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত হেডমাস্টার আর অধ্যক্ষের পদগুলো পরিবর্তন করে কাদের সেসব পদে বসানো হলো, সে কথা কি এখন কেউ মনে করতে পারছে? আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দলীয়করণের যে অভিযোগ ছিল, সে অভিযোগগুলো এখন কাদের বিরুদ্ধে শোনা যাচ্ছে? সে অভিযোগ থেকে কি বিএনপি বা জামায়াত মুক্ত হতে পারবে? তাহলে পরিবর্তন বলতে কি কিছু হয়েছে? যেটা হয়েছে, সেটা হলো ক্ষমতায় থাকা বা না থাকা অন্যায়কারী হিসেবে দলের নামেরই পরিবর্তন হয়েছে শুধু। আগে একদল লোক মধু খেত, এখন তারা খেতে পায় না, এখন খায়

এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

তাসনিম জারা, তাসনুভা জাবিন এর উদাহরণ। অর্থাৎ এনসিপি এখন একটি নির্দিষ্ট বলয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে, সেটাও নজরে পড়ছে অনেকের। ফলে যে স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাবে বলে দেশের আপামর জনগণ আশা করেছিল, সেই লক্ষ্য অধরাই রয়ে গেছে। যেকোনো পরিসংখ্যানই বলে দেবে, চব্বিশের চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে এতটাই ফারাক যে, সে স্বপ্নের মৃত্যু হয়েছে বলা হলে খুব একটা ভুল বলা হবে না। রাজনৈতিক দলগুলোর অন্যায় ও অনাচারের শিকার হয়ে জনগণ বারবার আন্দোলন করে কিন্তু আন্দোলনের নেতারা ক্ষমতায় যাওয়ার পর আগের সরকারের মতোই রাজনৈতিক নাট্যমঞ্চে অভিনয় করতে থাকেন। একই নাটক, শুধু অভিনয়শিল্পীর পরিবর্তন হয়। এই ট্র্যাডিশনই চলছে

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন

স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০

- ওমরাহ প্যাকেজ
- ওমরাহ ভিসা
- মোয়াল্লেম
- হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট

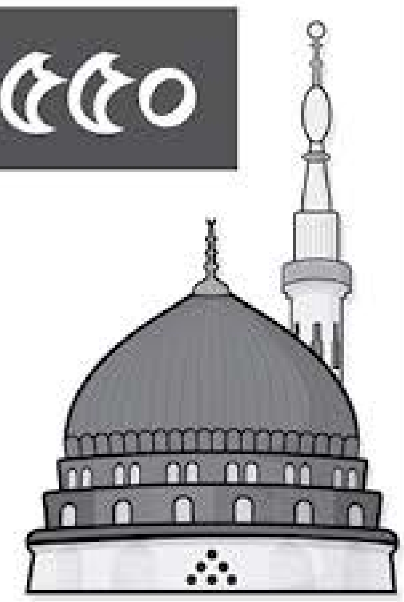

বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং করা হয়

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

৭৪৯
JFK-Dhaka-JFK Return

আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC অনুমোদিত

DELTA AIR LINES
Biman BANGLADESH AIRLINES
AmericanAirlines
ETIHAD AIRWAYS
QATAR AIRWAYS
Emirates
KUWAIT AIRWAYS

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।

আবু তাহের খান, ট্রাভেল কনসালটেন্ট
কাঞ্চন, ট্রাভেল কনসালটেন্ট
জামান রঞ্জু, ট্রাভেল কনসালটেন্ট
কে.এম. শহিদ, ট্রাভেল কনসালটেন্ট
মাহির, ট্রাভেল কনসালটেন্ট
জাহাঙ্গীর, ট্রাভেল কনসালটেন্ট
নিলয়, ট্রাভেল কনসালটেন্ট

NEW YORK OFFICE
73-05 37th Road,
Jackson Heights
NY 11372

ATLANTA OFFICE
4229 1st Ave, Suite B,
Tucker, GA 30084
Tel: 404-704-7753

DHAKA OFFICE
Floor #03, House #09
Road # 17, Block-E,
Banani, Dhaka-1213
+88 01711256872

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

নীতিবাগীশরা যখন সুবিধাবাদী হয়

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে শুধু একটি ক্ষমতার পরিবর্তন ছিল না; এটি ছিল মূলত একটি গভীর আদর্শিক ও নৈতিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা। দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময় ধরে চলা রাজনৈতিক পতন, লাগামহীন দুর্নীতি আর ক্ষমতার চরম অপব্যবহারের অবসান ঘটিয়ে দেশের মানুষ একটি 'নতুন বাংলাদেশ'-এর স্বপ্ন দেখেছিল। নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে যখন অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়, তখন সাধারণ মানুষের আশার পারদ ছিল আকাশচুম্বী। এই সরকারের সবচেয়ে বড় পুঁজি বা শক্তি কোনো সামরিক বলয় বা রাজনৈতিক দলের ভোটব্যাংক ছিল না-এর একমাত্র বড় শক্তি ছিল নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা। সমাজে যারা এতকাল সৎ, মিতব্যয়ী, জনস্বার্থে নিবেদিত এবং ব্যক্তিগত লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে বলে পরিচিত ছিলেন, তাদের কাঁধেই ন্যস্ত হয়েছিল রাষ্ট্র সংস্কারের গুরুদায়িত্ব। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের মাথায় এসে সেই বিশ্বাসের দেয়ালে ফাটল ধরতে শুরু করেছে। যখন খবর আসে যে, অন্তর্বর্তী সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টা বিদেশে চিকিৎসার জন্য সরকারি কোষাগার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করেছেন, তখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক: যারা ক্ষমতার বাইরে থেকে নীতি কথা বলতেন, ক্ষমতায় গিয়ে কি তাদের আচরণও পূর্বসূরিদের মতোই হয়ে যাচ্ছে?

আইনি বৈধতা বনাম নৈতিকতার লড়াই

কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সাবেক ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন প্রায় ৮২ লাখ টাকা এবং অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ প্রায় ৭৯ লাখ টাকা বিদেশে চিকিৎসার জন্য সরকারি তহবিল থেকে নিয়েছেন। অন্য কয়েকজন উপদেষ্টার ক্ষেত্রেও একই ধরনের ব্যয় নির্বাহের খবর এসেছে।

খুব স্বাভাবিকভাবেই সরকারের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হতে পারে যে, এটি বেআইনি নয়। আসলে এটি বেআইনিও নয়। রাষ্ট্রীয় বিধিমালা অনুযায়ী চিকিৎসা-সংক্রান্ত নথিপত্র এবং বিল-ভাউচার দাখিল করে এই অর্থ নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, কাগজে-কলমে এটি সম্পূর্ণ 'বৈধ'। কিন্তু এখানেই একটি বড় গুরুত্বের ফাঁকি রয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার মূল ভিত্তি কি কেবলই আইন, নাকি তার চেয়েও বড় কিছু?

'সব আইনি বিষয়ই নৈতিক নয়, আবার সব অনৈতিক বিষয়ই বেআইনি নয়।'

যারা দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রীয় অপচয়, ভিআইপি কালচার এবং জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় সরকারি কর্মকর্তাদের বিলাসী জীবনের তীব্র সমালোচনা করে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন, ক্ষমতার আসনে বসে তারা যখন নিজেই সেই ব্যবস্থার সুবিধাভোগী হন, তখন তাকে আর যাই হোক, 'নৈতিক' বলা যায় না।

নীতিবাগীশদের দ্বিমুখী নীতি: জনমনে যে বার্তা যায়

বিদেশে উন্নত চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার যে কোনো নাগরিকের রয়েছে, যদি তিনি তা নিজের উপার্জিত অর্থে করাতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই ব্যক্তিরা যদি আজ সরকারের উপদেষ্টা না হতেন, তবে কি তারা সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে এই কোটি টাকার চিকিৎসা করাতে পারতেন বা করাতেন? হয়তো কেউ পারতেন, কেউ পারতেন না। কিন্তু রাষ্ট্রের চালকের আসনে বসার পর জনগণের ট্যাক্সের টাকার ওপর এমন নির্ভরশীলতা জনমনে অত্যন্ত নেতিবাচক বার্তা দেয়।

এ ঘটনাগুলো সাধারণ মানুষের মনে কিছু মৌলিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে:

বিলাসিতা ও সংযমের অভাব: যে দেশের সাধারণ মানুষ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে দিশেহারা, যেখানে আন্দোলনে আহত তরুণরা এখনো টাকার অভাবে সঠিক চিকিৎসা পাচ্ছে না, সেখানে উপদেষ্টাদের ৮২ বা ৭৯ লাখ টাকার চিকিৎসা ব্যয় কোনোভাবেই মানানসই নয়।

স্বচ্ছতার অভাব: যদি এ ব্যয় একান্তই অপরিহার্য হতো, তবে তা শুরুতেই জনগণের সামনে কেন স্পষ্ট করা হলো না? তথ্য গোপন রেখে পরে যখন গণমাধ্যমে তা ফাঁস হয়, তখন সরকারের সততা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে।

কথার সঙ্গে কাজের অমিল: ক্ষমতার বাইরে থেকে যে ব্যবস্থাকে 'লুটপাট' বলা হতো, ক্ষমতার ভেতরে এসে তাকেই 'বিধি মোতাবেক প্রাপ্ত সুবিধা' বলে চালিয়ে দেওয়া এক ধরনের রাজনৈতিক ভণ্ডামি বা দ্বিমুখী নীতি।

দেশের স্বাস্থ্য খাতের ওপর অবিশ্বাস

এ ঘটনার আরেকটি অন্ধকার দিক হলো দেশের চিকিৎসাব্যবস্থার ওপর নীতিনির্ধারকদের চরম আস্থার সংকট। অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি খাতের সংস্কার করা, যার মধ্যে স্বাস্থ্য খাত অন্যতম।

এখন দেশের সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলতেই পারে, যাদের হাত ধরে দেশের স্বাস্থ্য খাতের আমূল পরিবর্তন হওয়ার কথা, তারা নিজেরাই যদি সাধারণ সর্দি-কাশি বা নিয়মিত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক বা লন্ডনে ছুটে যান, তবে সাধারণ মানুষ কেন এ দেশের হাসপাতালের ওপর ভরসা রাখবে? উপদেষ্টাদের এই 'বিদেশমুখী' প্রবণতা প্রমাণ করে যে, তারা নিজেরাও বিশ্বাস করেন না যে, এ দেশের চিকিৎসাব্যবস্থা নিরাপদ। এটি প্রকারান্তরে দেশের পুরো চিকিৎসাব্যবস্থাকেই বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর শামিল।

জবাবদিহি ও জনআস্থার সংকট

দুর্নীতির আন্তর্জাতিক ধারণা সূচকে দেশের অবনতির খবর যখন এমনিতেই মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে, তার ওপর উপদেষ্টাদের এই বিপুল অর্থ গ্রহণের খবর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো কাজ করছে। অন্তর্বর্তী সরকারের মনে রাখা উচিত, তাদের কোনো আইনি ↘ এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

> দুর্নীতির আন্তর্জাতিক ধারণা সূচকে দেশের অবনতির খবর যখন এমনিতেই মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে, তার ওপর উপদেষ্টাদের এই বিপুল অর্থ গ্রহণের খবর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো কাজ করছে। অন্তর্বর্তী সরকারের মনে রাখা উচিত, তাদের কোনো আইনি 'ইমিউনিটি' বা চিরস্থায়ী লাইসেন্স ছিল না। তাদের মূল শক্তিই ছিল জনগণের 'ন্যায্যতা' ও 'বিশ্বাস'। গণতন্ত্রে বা একটি জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রে শুধু 'আইনগতভাবে বৈধ' হওয়াই যথেষ্ট নয়, যে কোনো সিদ্ধান্তকে জনগণের চোখেও 'ন্যায্য ও যৌক্তিক' হতে হবে। যদি নৈতিকতার মানদণ্ডে সরকার ব্যর্থ হয়, তবে দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত গণঅভ্যুত্থানের পুরো উদ্দেশ্যই ভেস্তে যাবে

শরিফ ওসমান হাদী: ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রচিন্তা ও নতুন প্রজন্মের রাজনীতির পথরেখা

ড. মাহরুফ চৌধুরী

> এই ঐক্য কোনো কৃত্রিম স্লোগাননির্ভর সমাবেশ নয়; এটি হবে দেশ ও মানুষের কল্যাণে গড়ে ওঠা দায় ও দরদের ভিত্তিতে দেশ ও দশের কল্যাণে নির্মিত এক নৈতিক সংহতি। মানুষের সামষ্টিক কল্যাণে ভিন্নমতকে দমন নয়, বরং সম্মানের সঙ্গে সহাবস্থানের এবং বিকাশের সুযোগ দেওয়াই হতে হবে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি। শরীফ ওসমান হাদীর দেখানো পথে ন্যায়, মানবিকতা ও নাগরিক অধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই সংহতি নির্ভর জাতীয় ঐক্যই পারে একটি স্বৈরাচারমুক্ত, বৈষম্যহীন এবং গণমুখী বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তব রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপান্তরিত করতে। আর সেটা করা গেলেই গণমানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ন্যায় ও ইনসাফের রাষ্ট্রের স্বপ্নে শরীফ ওসমান হাদীর এই আত্মত্যাগ অর্থবহ হয়ে উঠবে

শহীদ শরীফ ওসমান হাদীর (১৯৯৩-২০২৫) চিন্তাজগতকে একরৈখিক বা সংকীর্ণ রাজনৈতিক ব্যাখ্যার গণ্ডিতে আবদ্ধ করার সুযোগ নেই। বরং তাঁর চেতনা ও চিন্তার জগত ছিল বহুমাত্রিক, সমন্বয়বাদী এবং গভীরভাবে বাস্তবতানিষ্ঠ। তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন কিছু প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি হিসেবে দেখেননি; বরং ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ভাষা, শিক্ষা, শিল্পকলা ও নৈতিকতাকে একটি বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত উপাদান হিসেবে উপলব্ধি ও বিবেচনা করেছিলেন। তাঁর মতে, বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় পরিসরে একটি ক্ষেত্রের সংকট কখনো এককভাবে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা ধীরে ধীরে অন্য ক্ষেত্রগুলোতেও প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষা ব্যবস্থার অবক্ষয় যেমন রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে দুর্বল করে, তেমনি রাজনৈতিক অনৈতিকতা সামাজিক মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং সাংস্কৃতিক বিকাশকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে রাষ্ট্রসংস্কারকে তিনি কখনো কেবল সরকার পরিবর্তন বা প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের প্রশ্ন হিসেবে দেখেননি; বরং এটি ছিল তাঁর কাছে সামগ্রিক সামাজিক রূপান্তরের একটি বহুমুখী প্রকল্প। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে রাষ্ট্র কেবল আইন, সংবিধান ও প্রশাসনের যান্ত্রিক কাঠামো নয়; এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবন, ক্ষমতার বণ্টন, সাংস্কৃতিক চর্চা, সামাজিক সম্পর্ক এবং নৈতিক বোধের সমষ্টিগত প্রকাশ। রাষ্ট্রের প্রকৃতি বোঝার জন্য তাই কেবল ক্ষমতার কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করলেই যথেষ্ট নয়; বরং মানুষের জীবনযাপন, ভাষা, চিন্তা ও সামাজিক আচার-আচরণের ভেতরেও রাষ্ট্রের প্রতিফলন খুঁজতে হয়। শরীফ ওসমান হাদীর সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণে এই বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতি স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়।

এদিক থেকে শরীফ ওসমান হাদীর চিন্তার ধারা ইতালীয় দার্শনিক ও রাজনৈতিক তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামসির (১৮৯১-১৯৩৭) সমালোচনামূলক চেতনার সঙ্গে এক ধরনের বৌদ্ধিক সাযুজ্য বহন করে। গ্রামসি দেখিয়েছিলেন যে, ক্ষমতা কেবল রাষ্ট্রযন্ত্র, আইন কিংবা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে পরিচালিত হয় না; বরং সংস্কৃতি, শিক্ষা, ভাষা ও সামাজিক সম্মতির মধ্য দিয়েও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। হাদীও অনুধাবন করেছিলেন যে বৈষম্য, স্বৈরতন্ত্র কিংবা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয় না। এর জন্য প্রয়োজন চিন্তার জগতে, সংস্কৃতিতে এবং সামাজিক মূল্যবোধে পরিবর্তন আনা। তাঁর কাছে রাষ্ট্র মানে কেবল প্রশাসন নয়; বরং ক্ষমতা, সংস্কৃতি ও নাগরিক জীবনের জটিল আন্তঃসম্পর্কের একটি গতিশীল ক্ষেত্র। জীবনের জটিলতাকে বুঝতে এই সমন্বিত পাঠই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তাকে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছে। ফলে তিনি তত্ত্বকে মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন হিসেবে দেখেননি। বরং মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা, বঞ্চনা, আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামের আলোকে রাষ্ট্রকে বুঝতে এবং পরিবর্তনের পথ খুঁজতে চেয়েছেন। এ কারণেই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার কেন্দ্রে ছিল না ক্ষমতার কোন রাজনৈতিক অলিন্দ; ছিল সাধারণ মানুষ যাঁদের অধিকার, মর্যাদা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাকেই তিনি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রধান উদ্দেশ্য এবং কল্যাণমুখী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপায় বলে মনে করতেন।

রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলনের কর্মী হিসেবে শরীফ ওসমান হাদীর বক্তৃতা ছিল আবেগনির্ভর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার বাইরে এক সুস্পষ্ট বোধ, বিশ্লেষণ ও নৈতিক অবস্থানের প্রকাশ। তিনি জনসমাগমে কেবল ক্ষোভ প্রকাশ করেননি; বরং চেষ্টা করেছেন সংকটের উৎস, তার কাঠামোগত কারণ এবং সম্ভাব্য সমাধানের দিকগুলো সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে। ফলে তাঁর বক্তব্যে প্রতিবাদ যেমন ছিল, তেমনি ছিল রাজনৈতিক শিক্ষার উপাদান; সমালোচনা যেমন ছিল, তেমনি ছিল রাষ্ট্র ও সমাজকে নতুনভাবে কল্পনা করার আহ্বান; সমস্যার মূল কারণের প্রতি যেমন ইঙ্গিত ছিল, তেমনি ছিল সমাধানের নানা দিক নির্দেশণা। এই বৈশিষ্ট্য তাঁকে কেবল একজন সাধারণ আন্দোলন তৈরির কর্মী নয়, বরং এক ধরনের প্রজ্ঞাপ্রসূত বাস্তবতাবাদী জনবুদ্ধিজীবী চরিত্রে উন্নীত করেছিল, যিনি জনমানুষের ভাষায় জটিল রাজনৈতিক বাস্তবতা ও ভবিষ্যতের রূপরেখাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, প্রশাসনিক অদক্ষতা, দুর্নীতি ও জবাবদিহিহীনতার বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনা ছিল তীক্ষ্ণ ও তীব্র, কিন্তু কখনো উদ্দেশ্যহীন বা ধ্বংসাত্মক নয়; বরং গঠনমূলক। তিনি মনে করতেন, কোনো রাষ্ট্রের সমস্যা কেবল ব্যক্তি বা গোষ্ঠির পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাধান করা যায় না, যদি সেই সমস্যার জন্মদাতা বা উৎসগত কাঠামো অক্ষত থাকে। তাই ক্ষমতার অপব্যবহার, পেশিশক্তিনির্ভর রাজনীতি, দলীয় আনুগত্যভিত্তিক প্রশাসন এবং গোষ্ঠীগত স্বার্থকেন্দ্রিক রাষ্ট্রচর্চাকে তিনি বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা হিসেবে দেখেননি; বরং এগুলোকে রাষ্ট্র ও সমাজের গভীরে প্রোথিত কাঠামোগত ব্যাধি হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, এসব ব্যাধি শুধু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকেই দুর্বল করে না; ধীরে ধীরে মানুষের ন্যায়বোধ, আস্থা এবং সামাজিক সংহতিকেও ক্ষয় করে দেয়।

শরীফ ওসমান হাদী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে কাঠামোগত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রশ্ন না তুললে ব্যক্তিগত নৈতিকতা শেষ পর্যন্ত আত্মকেন্দ্রিকতা অথবা বৈরাগ্যবাদ কিংবা ব্যক্তিগত পুণ্যচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে ↘ এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্ক, ইনক্
Yellow Society New York Inc.

Estd. 1994

বার্ষিক বনভোজন ২০২৬

তারিখ : 19 July 2026 Sunday

স্থান : Heckscher State Park
Long Island, New York
Taylor Pavilion

নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক
রিটার্ন টিকিট
(১২০০ ডলার)
টিভি, ল্যাপটপ, এয়ারকন্ডিশন
সহ আরো ১৬টি
আকর্ষণীয় পুরস্কার

সম্মানিত সুধী,
উত্তর আমেরিকার অন্যতম পেশাজীবি সংগঠন ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্ক ইনক এর ৩২তম বার্ষিক বনভোজন Heckscher State Park, এর মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত বনভোজনে আপনারা সপরিবারে আমন্ত্রিত।

সংগীত পরিবেশনায়
রোকসানা মির্জা
অমিত কুমার দে ও তানজীর শাহীন
সাংস্কৃতিক পর্ব পরিচালনায়: মো: আরিফ হোসেন

চাঁদার পরিমাণঃ
- পরিবার ঃ ১৬০ ডলার
- একক ঃ ৮০ ডলার

আমন্ত্রণে:

মোহাম্মদ মামুন খান-আহবায়ক, ৯১৭-৩০২-৬৩০৬

যুগ্ম আহবায়ক:

মো: এমদাদুল হক মিজান ৩৪৭ ২৭৯ ৮৭৩৪	মো: আজিজুল হক ৩৪৭ ৮৫১ ০১৭৯	মো: আবুল বাসার খান ৩৪৭ ২৭৯ ৮২১৫
মো: হোসেন আহমেদ ভূইয়া ৬৪৬ ২৫৫ ৪৮৭২	মো: জাহাঙ্গীর আলম ৩৪৭ ৭০৭ ৪২৫৪	রবুউল নূর রানা ৩৪৭ ৫০২ ৩৮৩৪

অর্থ বিভাগ
মো: আল মমিনুর রশীদ, ৩৪৭-৯৪৯-৯১০৮
শেখ সেকান্দর আলী, ৩৪৭-৪৩১-৫৮৮০
সাইফুল্লাহ আল সুমন ভূইয়া, ৯২৯-২৬১-৯৭১৪
হাবিবুর রহমান তুহিন, ৩৪৭ ৬৫৬ ৫২০৭

খাদ্য বিভাগ
সালমান জাহিদ জুয়েল
মাহবুব হোসেন
জহির উদ্দিন
মো: সিদ্দিকুর রহমান
মোহাম্মদ সেলিম ভূইয়া

ম্যাগাজিন/ স্মরনিকা
সাইফুল্লাহ আল সুমন ভূইয়া

গ্রোসারী কেনাকাটা
গোলাম মহিউদ্দিন
আলতাফ হোসেন
মাহবুবুল বারী ফেরদৌস
জহির উদ্দিন
হাসেন আলী
মো: আল মমিনুর রশিদ
কেএম মুক্তাদের হোসেন শামীম
মো: নিজার হোসেন
মো: মুবারক
মো: বিপুল মিয়া

খেলাধুলায়
মো: ইকবাল হোসেন চৌধুরী
মো: আবু তাহের
মোর্শেদ খান শিবলী
কেএম মুক্তাদের হোসেন শামীম
শামীম চৌধুরী

রাফেল ড্র
আব্দুল আউয়াল ভূইয়া
কেলাল সিকদার
শামীম গফুর

ঝালমুড়ি/আইসক্রিম
আবওয়াবুল চৌধুরী আরবাব
অসেব চন্দ্র হালদার
শামীম চৌধুরী

বিজ্ঞাপন
আলী আক্কাস
গোলাম মহিউদ্দিন
আলতাফ হোসেন
মো: সাখাওয়াত বিশ্বাস

চা/পান পর্ব
মো: মঞ্জুর আলম
টি হোসেন তোফা
রেজাউল ইসলাম রুমি

সাংস্কৃতিক পর্ব
মো: আরিফ হোসেন
অমিত কুমার দে
একেএম এম রশিদ
মো: মনিরুজ্জামান
তানজীর শাহীন

অভ্যর্থনা/আপ্যায়ন
মোহাম্মদ হোসেন ফরিদ, আনোয়ার হোসেন লিপু, এম রহমান টিটু, ফয়েজ খান, মো: ওমর ফারুক মিথা, মাহবুব হোসেন, আবিদ চৌধুরী আকাশ, মোর্শেদ খান শিবলী, মাহবুবুল বারী ফেরদৌস, সুভাস কে সাহা, নাসির ইউ মালিক, টিপু খান, আনিস রহমান ফরিদ, মো: হারুন রশীদ, মোর্শেদ জামিল, মো: শামসুদ্দুউল্যা, মো: এ ওয়াহাব, ফিরোজ আহমেদ, মো: ফরহাদ উদ্দিন ফরহাদ, দেলোয়ার হোসাইন ভূইয়া লিপু, সানজারি করিম খান শাওন, মোহাম্মাদ এম রহমান, মোহাম্মদ মোবারক, মো: মাসিউর রহমান, মো: ইছহাক মোল্লা, শীষ রবিন।

সহযোগিতায়
মো শাহ আলম, তালুকদার আহমেদ সানু, আব্দুল আউয়াল ভূইয়া, শহীদুল্লাহ খান মানিক, রুলু মিয়া, রাশেদ মামুন, গোলাম মহিউদ্দিন, আফলাতুর রহমান আপন, জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, মো: আব্দুস সালাম, মো: জহিরুল ইসলাম, আলী আক্কাস, আলতাফ হোসেন, সালমান জাহিদ জুয়েল, শেখ ইলিয়াস হাবিব, মো: মাসুদ রানা।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে- কার্যকরী কমিটি ২০২৬ ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্ক ইনক

শুভেচ্ছান্তে

মাসুদ চৌধুরী
সভাপতি, ৬৪৬-৭৩২-৫৪০৯

শাহেদুল হক (রওশন)
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৮৮৫-৫৪৭১

প্রচার সম্পাদক মো: নিজার হোসেন কর্তৃক প্রচারিত

এরশাদের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকীতে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির দোয়া

৬২ পৃষ্ঠার পর

সহ-সভাপতি এস এম ইকবাল, যুগ্ম সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সদস্য আলতাফ হোসেন, কেন্দ্রীয় সদস্য গোলাম মোহাম্মদ কাদের, হবিগঞ্জ জেলা জাতীয় পার্টির অন্যতম নেতা ও প্রাক্তন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহ আবদাল, দপ্তর সম্পাদক শক্তি গুপ্তা, সমন্বয় সম্পাদক রুবেল আহমেদ প্রমুখ।

জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারের খতিব মৌলানা সাদেক প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদের জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজের স্মৃতি চারণ করে তার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। একই সঙ্গে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের দীর্ঘায়ু এবং জাতীয় যুব সংহতি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি আব্দুল কাদির লিপুর দ্রুত সুস্থতা কামনা করে। এ সময় বাংলাদেশের সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

লেখকের অঙ্গনের ২৭তম গ্রন্থালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

৬২ পৃষ্ঠার পর

অনন্য পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন। তাঁর উদ্যোগে নবীন ও প্রবীণ লেখকদের মধ্যে বইপাঠ, গ্রন্থালোচনা ও সাহিত্যবিষয়ক মুক্ত মতবিনিময়ের মাধ্যমে একটি সৃজনশীল সেতুবন্ধন তৈরি হয়েছে, যা বাংলা সাহিত্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে কবি ও সাবেক ব্যাংকার, মোহাম্মদ মজিবুর রহমান হুমায়ূন আহমেদের 'শঙ্খনীল' নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, হুমায়ূন আহমেদের গল্পে সাধারণ মানুষের জীবন, সুখ-দুঃখ, প্রেম, সম্পর্ক ও মানসিক অনুভূতি অসাধারণ মমত্ববোধে উঠে এসেছে। তাঁর সহজ অথচ শক্তিশালী ভাষাশৈলী এবং প্রাণবন্ত চরিত্র নির্মাণ পাঠককে গল্পের গভীরে নিয়ে যায়। তিনি আরও বলেন, মানবজীবনের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব ও বাস্তবতাকে শিল্পিতভাবে উপস্থাপনের মধ্য দিয়েই হুমায়ূন আহমেদ বাংলা কথাসাহিত্যে এক অনন্য স্থান অধিকার করেছেন।

এরপর কবি ও সাহিত্যিক, এ. বি. এম. সালেহউদ্দিন সিরাজুল হকের 'বেদনার তিমিরে' গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বইটি গভীর জীবনবোধ, মানবিক অনুভূতি ও আত্মঅনুসন্ধানের এক অনন্য সাহিত্যকর্ম। লেখকের সংবেদনশীল ভাষা, আবেগঘন উপস্থাপনা এবং বাস্তবজীবনের প্রতিফলন পাঠককে নিবিড়ভাবে ভাবনার জগতে আবিষ্ট রাখে।

কবি ও লেখক, সুব্রীত বড়ুয়া সাদাত হাসান মান্টোর 'কালো সীমানা' নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, মান্টোর সাহসী ও আপসহীন লেখনী সমাজবাস্তবতার নির্মম সত্যকে নির্ভীকভাবে তুলে ধরেছে। দেশভাগ, সহিংসতা, সাম্প্রদায়িকতা ও মানবিক বিপর্যয়ের চিত্রায়ণে মান্টো তাঁর অসাধারণ সাহিত্যিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক, হাসান ফেরদৌস আব্দুল্লাহ জাহিদের 'আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বইটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বজনীনতা এবং আমেরিকায় তাঁর সাহিত্য, দর্শন ও চিন্তার প্রভাবকে গবেষণাভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছে। তথ্যসমৃদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত এ গ্রন্থ রবীন্দ্রগবেষণায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। লেখক ও সাহিত্যিক, ওবায়দুল্লাহ মামুন বেবী হালদারের 'আলো আঁধারি' নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এটি সংগ্রাম, আত্মমর্যাদা, বঞ্চনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার এক মর্মস্পর্শী জীবনকথা। লেখিকার অকপট লেখনি সমাজের বৈষম্য ও নারীর জীবনসংগ্রামের কঠিন বাস্তবতাকে পাঠকের সামনে উন্মোচন করে।

সবশেষে লেখক ও গবেষক, আহমাদ মাযহার 'আব্দুল হক জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ' (সম্পাদক: সৈয়দ আজিজুল হক ও মোবারক হোসেন) নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক আব্দুল হকের জীবন, কর্ম, চিন্তা ও অবদানকে ধারণ করে গ্রন্থটি একটি মূল্যবান প্রামাণ্য সংকলনে পরিণত হয়েছে।

বিভিন্ন গবেষক ও লেখকের প্রবন্ধে তাঁর বহুমাত্রিক কর্মজীবন ও সাহিত্যভাবনা গভীরভাবে উঠে এসেছে।

অনুষ্ঠানে লেখিকা রানু ফেরদৌস, শৈবালসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। শেষে সঞ্চালক নীরা কাদরী কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি ম্যানেজার শাহ্র পেক্সসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আপনার ঘর বা ব্যবসার জন্য
সিকিউরিটি ক্যামেরা ও ভিডিও ডোরবেল দরকার?
রেসিডেনসিয়াল ও বিজনেসের জন্য ইনডোর ও আউটডোর ইনস্টলেশন।
প্রফেশনাল সার্ভিস ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
929-365-1935

বিএসপির বার্ষিক পিকনিক অনুষ্ঠিত

৬২ পৃষ্ঠার পর

প্রজন্ম ও পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বিএসপির ঐক্য, সম্প্রীতি ও পেশাগত সহযোগিতার লক্ষ্যকে আরও শক্তিশালী করেছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সোমা সৈয়দ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মিজানুর চৌধুরী, শাহেদা চৌধুরী, মামুন আলী, শফিক আকবর, ইয়াসির ইয়াজদান, ডা. আব্দুল মোহাইমিন সাইমন, রাহাত আলম, মিজানুর রহমান, দিদার আলম, শাহ জাকেরীন, শায়েক চৌধুরী, আব্দুল মতিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিএসপির প্রধান উপদেষ্টা শাহেদ ইসলাম, উপদেষ্টা মোহাম্মদ জামান, নিশাদ হক, বিএসপির প্রতিষ্ঠাতা ইমতিয়াজ চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট মোস্তাফিজুর চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট তানভীর রহমান, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য দেলোয়ার হোসাইন, ঈশান ফাইরুজ, মমতা জামান, দীপঙ্কর দাস, আহমদ জামান রনি এবং মো. সোহেল রানা।

বিএসপি ভবিষ্যতেও বাংলাদেশি-আমেরিকান পেশাজীবীদের মধ্যে নেটওয়ার্কিং, নেতৃত্বের বিকাশ, পেশাগত সহযোগিতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং পারিবারিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে জানায় সংগঠনের নেতারা।

নরসিংদী জেলা সমিতির বনভোজন অনুষ্ঠিত

৬২ পৃষ্ঠার পর

সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। বনভোজন উপলক্ষে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি উপ কমিটি গঠন করা হয় পাঁচ শতাধিক লোকের সমাগমের মাধ্যমে এই উপ-কমিটি একটি সফল সার্থক মহা মিলন মেলায় পরিণত করেছেন। বনভোজনে প্রধান অতিথী ছিলেন কুইন্স সোশ্যাল এডাল্ট ডে কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হক। উদ্বোধক আই ডি পি এস এর প্রেসিডেন্ট আবুল কালাম খান, গেষ্ট অব অনার নরসিংদী জেলা সমিতির সাবেক সভাপতি আহসান হাবিব, বিশেষ অতিথির মধ্যে ছিলেন রুপালী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সভাপতি মো. মাহফুজুর রহমান, কুইন্স সোশ্যাল এডাল্ট ডে কেয়ারের কর্মকর্তা তানিয়া চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী আকরাম খান, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ এর প্রেসিডেন্ট শামিম হাসান, আমন্ত্রিত অতিথীবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে শিল্প ব্যাংকের সাবেক জি এম সাদেকুর রহমান ভূইয়া, শিবপুর শহিদ আসাদ কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সেলিনা বেগম, ডিজিটাল গ্রাফিক্সের প্রেসিডেন্ট মো. মনিরুল ইসলাম, ব্যাংক কর্মকর্তা মো. সাবিদ আহমেদ, বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী মো. সামছুল হক, রিয়েল এস্টেট ব্যাবসায়ী মো. সেলিম রেজা, প্রধান পৃষ্ঠপোষক মো. জাহিদুল হক খান অরুন, উপদেষ্টা পরিষদের

সদস্য মোল্লা মনিরুজ্জামান মনির, মো. আসাদুজ্জামান আসাদ, মো. সাখাওয়াত হোসেন, প্রধান নির্বাচন কমিশন মো. নুরুল আক্কাস, কমিশনার মনিরা বেগম, মো. এনামুল করিম রাসেল, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মো. মানিক মিয়া, মো. ফজলুল করিম, মো. মতিন ভূইয়া। সকাল ১০ ঘটিকায় সংগঠনের সভাপতি মো. হারুন অর রশীদ, সাধারন সম্পাদক মো. গোলাম কিবরিয়া, সিনিয়র সহ সভাপতি মো. তরিকুল ইসলাম তুহিন, বনভোজন উপ কমিটির আহবায়ক আলহাজ্ব সজল ভূঁইয়া, সদস্য সচিব মো. কামরুজ্জামান ভূঁইয়া, প্রধান সমন্বয়কারী মো. বেলাল হোসেন সহ আমন্ত্রিত সকল অতিথ বৃন্দ, উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্যবৃন্দ সংগঠনের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে বনভোজনটি শুভ উদ্বোধন করা হয়। সকাল ৯টা থেকে বনভোজনে আগত সবাইকে সকালের নাস্তা পরিবেশন করা হয়, রকমারি নাস্তার মধ্যে ছিল ক্রোসেন্ট, কলা, মিষ্টি জুস, সিঙ্গারা, পুরি, চা, তরমুজ সহ অন্যান্য খাবার। দুপুর ১২টায় ছোট-বড় সকলের জন্য ছিল খেলাধুলা বড়দের জন্য ফুটবল প্রতিযোগিতা বনভোজনে আগত সকল বাচ্চাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খেলনা সামগ্রী বিতরন করা হয়। জোহরের নামাজের বিরতির পর বাচ্চাদের বিনোদনের জন্য বিশেষ আকর্ষন ছিল ব্রাউন কেইস আর্ট, টাট্টু আকা, কটন ক্যান্ডি, বেলুন এনিমেল। বনভোজনে সংগীত পরিবেশন করেন, প্রবাসের অন্যতম জনপ্রিয় ক্লোজ আপ ওয়ানের শিল্পি শশী, শিল্পি রোজী আজাদ, কে এম কবিরসহ সংগঠনের শিল্পিবৃন্দ। ২টায় দুপুরের রকমারি খাবার পরিবেশন করা হয়। দুপুরের খাবারের পর মহিলাদের জন্য আকর্ষনীয় পিলো খেলা অনুষ্ঠিত হয়। পিলো খেলাতে প্রায় দুই শতাধিক মহিলা অংশগ্রহণ করেন। পিলো খেলায় অংশগ্রহণকারী সবাইকে সান্তনা পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং বিজয়ীদের মধ্যে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বনভোজনে র‍্যাফেল ইভেন্টে ১০টি আকর্ষনীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। বনভোজনে র‍্যাফেল ড্র লটারীতে প্রথম পুরস্কার ছিল নগদ এক হাজার ডলার। ১ম পুরস্কার জিতেছেন বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী মো. সামছুল হক, দ্বিতীয় পুরস্কার ছিল আইফোন ১৪, তৃতীয় পুরস্কার ছিল ৬৫" এলইডি টেলিভিশন, বিজয়ী হয়েছেন অনুষ্ঠানের গেষ্ট অব অনার আহসান হাবীব। এছাড়াও আরও ৭টি সহ সর্বমোট ১০টি পুরস্কার ছিল। দুপুরের খাবার পর সবার জন্য জিলাপি, মিষ্টি, চা, পান সুপারী পরিবেশন করা হয়। একই সংগে ছিল স্পট ভাজা সিঙ্গারা এবং পুরি, তরমুজ, ইত্যাদি। বিকাল ৫টায় সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ ১২ জনকে ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। বনভোজন উপলক্ষে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও একটি স্মরনিকা 'সোনাইছুড়ি টেক-৩', নামে প্রকাশ করা হয়। স্মরনিকাটি সম্পাদনা করেন সম্পাদক মো. ওবায়েদুর রহমান ভূঁইয়া ইমন, উপ-সম্পাদক মো. কামাল হোসেন। বনভোজন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি বাবু সন্তোষ সাহা, মো. তাজুল ইসলাম কামাল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ হাবিবুর রহমান হাবিব, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আসাদ উজ জামান বাবু, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মো. মোকাম্মেল হোসেন কাজী বাবুল, সমাজ কল্যান সম্পাদক মো. আশরাফুল আজিজ সুজান, দপ্তর সম্পাদক মো. মামুন ভূঁইয়া, প্রচার সম্পাদক মোঃ ফারুক মিয়া, মহিলা বিষয়ক সম্পাদীকা আয়েশা বেগম, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট মোঃ আমিনুল হক, মোঃ নুরুল হক, সংগঠনের আজীবন সদস্য নিপুন রশীদ, পাপড়ী খান, জিনিয়া ভূঁইয়া, তাসমিয়া সুলতানা সুরভী, সদস্য রাশিদা রহমান, নাইমা সুলতানা, সরকার কামরুন নাহার রেখা, ফাতিমা ইয়াসমিন, আফরোজা জামান, মনিকা নাসরিন, মিনু বেগম, শিখা সাহা, শাম্মি আকতার, মোঃ সালাম সহ বিপুল সংখ্যক নারি পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। বিকাল ৬:০০ ঘটিকায় মোঃ তরিকুল ইসলাম তুহিনের সঞ্চালনায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের অতিথীবৃন্দ ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। ৬:৩০ মিঃ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন খেলাধুলার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরন করা হয়। বিকাল ৭:০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয় এবং সাথে সাথে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরন করা হয়। পুরস্কার বিতরণের পর সংগঠনের সভাপতি মোঃ হারুন অর রশীদ উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বনভোজনটি সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এষ্টোরিয়ায় বাংলাদেশী মালিকানাধীন বিশ্বস্থ অটো রিপেয়ার শপ
Open 24 Hours
UA REPAIR
Body Work
Computerized wheel Alignment
Complete Mechanical Work
Rebuild Transmission
Tires & Wheel Balancing
N.Y.S. Inspection
Low Price & Fully Guaranteed
United
Auto Repair & Body Shop, Inc.
Contact: Azam Tel: 718-786-6677
Cell: 917-567-3637, Email: unitedautony@gmail.com
১০০% গ্যারান্টি সহ যাবতীয় রিপেয়ার
দক্ষ মেকানিকের দ্বারা ত্রুটি নির্ণয়
সুলভ মূল্যে ফুল অটো রিপেয়ার
নতুন ও রিবিল্ড ট্রান্সমিশন স্থাপন
31 Street
38 Avenue
ইউনাইটেড অটো রিপেয়ার
ইয়েলো ক্যাব, লিমোজিন ও লিভারীর জন্য বিশেষ ছাড়
38-06 31st Street (Betn. 38th & 39th Ave.), Astoria, NY 11101

তিন কবির গুচ্ছ কবিতা

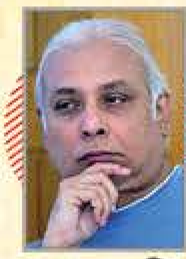

কাকন রেজা

বেহাত বিপ্লব

কী লিখি বলো তো, কার কথা লিখি
তোমাকে হারিয়েছি রাজপথে,
তারপর থেকে নেমেছি পদব্রজে
বলতে পারো পাবার শপথে।

স্লোগানে মুঠিবদ্ধ হাত যখন ওঠে
নিশ্চিত বিনাশ ডেকে যায়,
জানি তো, কৃষ্ণচূড়ার লালিত ইচ্ছা
খোদ পথও নিশানা হারায়।

মিছিলে নেমেছি বিদ্রোহে বিক্ষোভে
শহিদের ক্ষুব্ধ লাশ ডাকে,
নপুংসক জীবনে কী লাভ বলো
কেউ যদি মীরজাফর নামে ডাকে।
চলো আবার শুরু হোক রাজপথে
ফেরাই পথে বেহাত বিপ্লব,
অতঃপর আজাদি সম্পন্ন হলে
জশনে-জুলুস, হোক উৎসব।

ফিরছি পুরানো পথেই
ফিরছি পুরানো পথেই
অথচ কথা ছিল অন্যরকম
নতুন বোতলে মদিরার নাম বদলে যায়
কিন্তু নেশাটা থাকে আগের জনমের।

পুনর্জন্ম নিলো অভিশাপ
ধারণাটি বিস্ময়কর, আত্মা ও শরীর
মৃত্যুর পরও আত্মা টিকে থাকে
যেমন থাকে ফ্যাসিবাদ পতনের পরেও।

জন্মান্তরবাদ বলা যায় নিঃসন্দেহে
নয়া শরীরে পুরানো আত্মার প্রতিস্থাপন
নতুন বোতলে যেমন পচে যাওয়া মদিরা।

পচনের নেশা বড় ভয়ংকর
অতএব ফিরছি পুরানো পথেই
অথচ কথা ছিল অন্যরকম।

দু'হাত তুলে রাখি

ডাক্তার সে কতকিছু লুকায়, আমি লুকাই তাকে
সুখের অসুখ বুকের ভেতর থাকে...
মাবুদ, সারিয়ে দাও আমার সকল ব্যাধি
শুধু সে থাক, আমৃত্যুনিরবধি...

দু'হাত তুলে রাখি, বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষায়
ধর্ম মানি বলে জানি, স্বর্গ আছে...
ঈশ্বর, আমাকেও দাও স্বর্গ-উদ্যান, হুর থাক
সব ফিকে, অপ্রতুল তার কাছে...

জানি এই শয্যায় অসুখ শুয়ে থাকে পাশাপাশি
খোদা বলি, তাকে দাও ব্যাধি করে...
কিংবা সাদা চাদর, হাসপাতাল, কবরস্থান, চিতা
সকল যাত্রায় থাক সরে-অবসরে...

মৃত্যুর বিপরীতে

অনেকগুলো শব্দ মনে পড়ছে না, বিস্মৃতি বলতে পারো
ভুলে যেতে চাই আরো:
ভুলে যাওয়া ভালো, নতুন জন্ম হয় ভুলে যাবার পর
ভুলে যাওয়া মানে অবসর।

কিছু শব্দের মানে ভুলে গেছি, এবং ভাগ্যবান আমি
মনে রেখে ভুলে যাওয়া মূলত ভণ্ডামি;
সত্যিই ভুলে গেছি, পুনর্বার নিয়েছি জন্ম এই ভুলে
জানি না কে বাড়ছে কোন গোকুলে।

হন্তারক কোথাও রাখছে ছুরি কোঁচড়ে, নিঃশব্দ প্রস্থান
আয়ুর্বেদ জানে তো সকল অনুপান;
কতটা করলে আঘাত, কতটুকু বিঁধলে মৃত্যু নিশ্চিত
দেখো আমি দাঁড়িয়ে আছি মৃত্যুর বিপরীত।

জিয়া হক

নাটকের মঞ্চ

স্মৃতির পাতায় মাখা বেদনার ছাপ
বেদনার রঙ চেনা জানা বড় টাক
নীলে নীলকণ্ঠের বিষাক্ত ফণা
পৃথিবীর বুক জুড়ে হীন আলোচনা।

মনের বাবুই পাখি বনে-জঙ্গলে-
যাযাবরি হালতের মেঘতাঁজ খোলে
হাহাকারে আহাকারে ঘুমহীন রাখে
ডালপালা বাড়ে রোজ 'নাই নাই'-শাখে।

মসলিন কাপড়ের ফাঁক গলে চাঁদ
উঁকি-ঝুঁকি করে কেন লোভের আবাদ
মিলনের মোহনায় বেদনার গান
না পাওয়ার তাল-লয় চির অম্লান।

আমার শূন্যতা ঠাঁই নাই নাই
পারদের পাঁপড়িতে সবই অযথাই
হিসেবের ইতিহাসে বিথী হাসে আর-
নাটকের মঞ্চেই মহা সংসার।

পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে

'পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে'
তুমি শুধু তোলপাড় বেদনায় পোড়া দেহ-মনে
হয়তোবা আমাদের দেখা হবে আর কোনো দিন
চিরচেনা তরতাজা ঘাসফুল বেদনা মলিন।

'পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে'
পৃথিবীর সব ফুল ফুটে আছে না পাওয়ার মনে
না পাওয়াই জীবনের সব পাওয়া সবহারা যেন
সব পাখি সব নদী আমাকেই ডাকিতেছে কেন?

'পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে'
ব্যর্থ প্রেমের কথা গল্প কি কেউ তুলে শোনে
মিলনের মোহনায় চাঁদ নামে- জোসনার গান
কারো কারো জীবনের সমস্ত মিছে অভিমান।

'পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে'
হারানো চিঠির পাতা খুঁজে পায় কোনো একজনে
বিচ্ছেদে চিরদিন ঝরে পড়ে গোলাপের স্বাদ
সব আছে, আমি নেই- এইসব কোনো সংবাদ!

সেইসব দিন

ব্যস্ত ভীষণ- সময় মোটেও নাই
তোমার পাশে বসার কথা
মন বলে তাই তাই।

জানলা ধরে আকাশ দেখি নীল
গানে গানেই ফুরোয় বেলা
রোদেলা ঝিলমিল।

আকাশছোঁয়া অট্টালিকার ভিড়ে
এক রুটিনে সকাল-দুপুর
আসছে ফিরে ফিরে।

তোমার চোখে কোটি টাকার খেলা
ক্যাম্পাসে দিন গড়াগড়ি
এখন অবহেলা।

মনে পড়ে বকুলতলার স্মৃতি (?)
কেমন করে ভুলেই গেলে
হাতধরা সম্প্রীতি!

বাসনা

তোমার জন্য বহু রাত জেগে আছি
তুমি আছো পাখি, হৃদয়ের কাছাকাছি
চাঁদ-তারাহীন আকাশ অন্ধকার
মেঘে মেঘে বাড়ে বিরহের সংসার।

তুল তুল ঠোঁটে পানের চিপটি লাল
লুকোচুরি খেলা সবকিছু বেসামাল
রাতজাগা পাখি ইশারায় কথা কয়
বাসর রাতেই বেদনার সঞ্চয়।

শিল্পী জোসনা মেহেনারা কই আজ
খুলে গেছে স্মৃতি মায়া-মমতার ভাঁজ
তোমার মায়ার ছিঁটেফোঁটা যদি পাই
তোমার চোখের মায়া আজকাল নাই।

মায়াভরা পথে ফোটানো বিরহ-কাঁটা
কাঁটায় কাঁটায় নুন মিশে তাজা ঘা-টা
জীবনের এত বিরহ-বেদনা ধুর
সব ফেলে চলো ছুটে যাই প্রেমপুর।

সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

মেঘের কন্যা

মেঘের কন্যা কেমন হাসে
ভাসে দেশ কী যে,
মেঘের ছোঁয়া চাষির গায়
মেঘে আহা ভিজে!
বানের জলে ফসল নাশে
নেয় সুখ কাড়ি,
অথই জলে ডুবছে দেশ
ডুবে বাড়ি- হাড়ি।
বাজার ডুবে আষাঢ় মাসে
ডুবে বান জলে,
জলের মাঝে জীবন আহা!
কত দুখে চলে।
বানের জলে পাগলা হাসি
নেয় তো সব নাশে,
দুর্গতি বাড়ে দেশটা জুড়ে
বাড়ে জুয়া তাসে।
মেঘের কন্যা আলতা পায়
ঝুম নাচে তালে,
ঝাড়ছে ডানা রঙিন পাখি
ভিজে মেঘে ডালে।

মায়ের চিঠি

মায়ের চিঠি পড়ছে খোকা
দু'চোখ জলে ভিজে,
আদর মাখা মায়ের চিঠি
যত্নে রাখে কী যে।
প্রবাসে তার কষ্টের মাঝে
মাকে মনে পড়ে,
উঠে আসে মায়ের ছবি
স্মৃতির হাতটি ধরে।
কেমন আছে খোকাটি তাঁর
চিন্তা মায়ের মনে,
ছেলের স্মৃতি দোলায় তারে
ভাসায় ক্ষণে ক্ষণে।
খোকার কথা ভাবেন তিনি
বসে দিনে রাতে,
সোনার খোকা ফিরবে ঘরে
সেই আশাতেই মাতে।
মা মানে তো লক্ষ্মী সবার
আলো হাসে বাড়ি,
মাকে ছাড়া তো শূণ্য বাড়ি
মনে আহাজারি।

খোকন সোনা

পড়ার ঘরে খোকন সোনা
মনটা দিয়ে পড়ে,
পুষি বিড়াল দুলিয়ে লেজ
খুশিতে খেলা করে।
বর্ণের বই নিয়েই খোকা
মায়ের কাছে শিখে,
কাঁচা হাতেই বর্ণের মেলা
খোকন সুখে লিখে।
খুশির হাসি চাঁদের হাসি
খোকার মুখ জুড়ে,
দূরের ওই বাঁশের ঝাড়ে
ডাকছে পাখি সুরে।
লাল মোরগ উঠোন জুড়ে
করছে ডাকাডাকি,
খোকন সোনা রঙ তুলিতে
করছে আঁকাআঁকি।
সবুজ ঘেরা সোনার গাঁয়ে
অমনি দিন যায়,
খোকার মন ইলিক ঝিলিক
সুখে কত রাঙায়।

এই সপ্তাহের কবিতা

অভিশপ্ত জয়ধ্বনি
আসাদুজ্জামান খান মুকুল

সেই ঝিমধরা দুপুর।
টেবিলের কোণে পড়ে থাকা খাতাগুলো আজ বড় বেশি ম্লান।
শিক্ষকের চশমাটি পড়ে আছে টেবিলের ওপর,
অফিসের বাতাসে জমে আছে বিষাদের এক স্তূপ।
যিনি হাতে কলম তুলে দিয়েছিলেন,
তাঁর গায়ে আঘাতের চিহ্ন,শিরটি আজ অবনত।
তথাপি পৈশাচিক উল্লাসে ফেটে পড়ছে কিছু বিকৃত কণ্ঠ।
শাসন মানেই যে শিকল নয়, এ বোধ নেই ওদের।
দোষ কি দেব সেই কিশোরীর?
সে তো কেবল অকৃতজ্ঞের তূরুপ।
যে সমাজ গুরুর চোখে জল দেখে জয়ধ্বনি দেয়,
সে সমাজ আসলে নিজের কফিনে নিজেই পেরেক ঠুকছে।
রুদ্রের তেজ একদিন ফুরিয়ে যাবে,
কিন্তু এই অপমানের দীর্ঘশ্বাস মোছার নয়।
সময়ের পাল্টা আঘাত আসবেই ওর ওপর,
নিভৃতে, বড্ড নিষ্ঠুরভাবে-
ঠিক তারই প্রজন্মের হাত ধরে।

সাহায্যের হাত বাড়াই
ডাক্তার এইচ এম ফখরুল ইসলাম

বন্যার কবলে মানুষ পড়িলে ,
বড়োই দুঃখ লাগে মনে ,
ত্রাণের খাবারগুলি চাই যথারীতি তাঁদের কাছে শীঘ্রই পৌঁছাতে,
যে যাহা পারি চলো সাহায্যের হাত বাড়াই একসাথে,
অমৃত স্বাদ যেন পাই হৃদয়ে।

সত্যিকারের মানুষ যারাই আছি সকলে চাই ,
তাদের মুখে হাসি ফোঁটাতে ,
চলো যাই আমরা বানবাসীদের ,
সাহায্য সহযোগিতা করিতে।

হিংসা বিদ্বেষ ধর্ম বর্ণ ভুলে যাই ,
আমরা মানুষ জাতি স্বার্থপরতা নাই,
সংকটময় কালে থাকি সর্বদা দুঃখী মানুষেদের পাশে ,
কষ্ট আসে দুঃখ আসে বিপদ আসে।

সকল ধর্মের মানুষ চায় বাঁচতে,
মায়ায় ভরা হৃদয় খানা নিয়ে ,
চলে আসো জগতের মানুষ জাতি ,
দাঁড়াই তাদের পাশে সুখ দুঃখ ভাগাভাগি করে।

চলো যাই নিরাময় ও কষ্টের সংসারটাকে চাই ,
মানুষের ভালোবাসা পূর্ণ মায়াবী ভরা সকলের
মনজয় করে ভালোবাসা ,
আদর সোহাগ দিয়ে বিলিয়ে দিতে চাই ,
সব আরাম আয়েসে তাদের জন্য বিলিয়ে দিয়ে ,
দুঃখীদের দুঃখ চাই না দেখতে।

আজও অপেক্ষমাণ
সোহরাব হোসেন

কেমন আছো তুমি? আছি মোটামুটি।
মনে হয় কি আমায়? হুম, তোমার মনে হয় না?
হবে না কেন? একই সুতায় ছিলাম তো দুজন।
ভুলতে পেরেছ কি? ভুলতেই তো চেয়েছিলাম,
অনেক ভেবেছি, অনেক কেঁদেছি, পারিনি -
ঠিক তোমার চিন্তা দূর করতে, দূর হয়নি।

তোমাকে ভুলে যাব, ভুলে থাকবো,
কিন্তু আজও ভুলতে পারি নাই ---
মনে হয় এই হৃদয়ে আজও বাজে তোমার সুর
তোমার তালে তাল মিলিয়ে চলে দুই-পা।
সত্যটা যেন গভীর প্রেমলয়ের স্মৃতি চিহ্ন
তোমার উপস্থিতি তোমার মৃদুস্বরের ডাক
এ-যেনো এখনো সুর তোলে আমার দোতারায়।

সময় হারিয়ে গেছে, সাক্ষাৎ ফুরায়ে গেছে,
কথাবার্তা নেই, প্রেম নদী শুকিয়ে গেছে --
কেন জানি অনুভূতিগুলো অদ্ভুত নাড়াদেয়
আর বারংবার স্মরণ করে দেয় ----
কেউ আমার জন্য-আজও অপেক্ষমাণ!

শ্রাবণ বিরহ
রাহেলা আক্তার

শ্রাবণের আকাশ বেদনার জলে নীলাভ-
বুকের পাঁজর কেটে কপোল বেয়ে অশ্রু ঝরে,
তুলতুলে কাশফুলের সফেদ বিছানায় খুঁজে হারানো প্রণয়।
যোজন পথ মাড়ানো ক্লান্ত মেঘেরা বৃষ্টিতে ভেজা,
কদম-কেয়ার ন্যায় লুকোচুরি খেলে
"আবার ফিরব" বলে চুপিচুপি
বেদনার বালুচরের অন্তঃগহ্বরে মুখ লুকায়।

বুকের ভেতর জমে থাকা সব অভিমান
ক্ষণিকের তরে মেঘ হয়ে উড়ে যায় অজানা আকাশে।
অস্তাচল সূর্যের ঝড়ো বিকেলে জানালার পাশে
হঠাৎ আলো-ছায়ার খেলা;
মেঘের ফাঁকে বিদ্যুতের ক্ষণিক হাসি-
যেন স্মৃতি রেখে যায় অপ্রস্তুত এই অবেলায়।

নদীর বুক চিরে ভিজে ওঠে স্মৃতি, পুরোনো কিছু দিন,
বৃষ্টিভেজা সেই পথ ধরে শ্রাবণের মেঘের মতোই
তুমিও এলে ক্ষণিক, থামলে না এক মুহূর্ত-
তবু শ্রাবণের ভেজা হাওয়ায় আজও বাজে
তোমার সংগীতের নীরব সুর।

জুলাই স্মৃতি
শাকেরা বেগম শিমু

জুলাই গিয়েছে রেখে
ব্যথাভরা স্মৃতি,
জুলাই বীরের তরে
আছে প্রেম ও প্রীতি।

জুলাই শিখিয়ে গেছে
প্রতিবাদী ভাষা,
স্বদেশের প্রতি
অফুরান ভালোবাসা।

জুলাই এক বিপ্লব
যাবে না তা মুছে,
জুলাই আসবে ফিরে
বীরেদের খুঁজে।

আমার আকাশ
মাহনূর রহমান

মেঘলা আকাশ, ঠান্ডা বাতাস
রঙিন এই শহরে
অপেক্ষা কেবল তার আসার।

স্বপ্নের আলোয় মাখা
নতুন ভোরের কোলে, আমার আকাশ
সাজিয়েছি আমি কল্পনার ভিড়ে।

ঝিমঝিম বৃষ্টি, নুপুর পায়ে
শ্রাবণের মৌসুমের ময়ূরি আমি
অবিচল হাওয়ায়
ছোট্ট আমি হয়ে নৃত্যে মেতে।

আকাশের ভিড়ে মেঘের ফাঁকে
খুঁজেছি তোমায় মেঘবালিকা হয়ে,
সাগরের তিরে, কল্পনা ঘিরে
আকাশিনী আমি আমার আকাশে
আকাশিনী আমি আমার আকাশে।

পাষাণ
সাইদুল ইসলাম সাইদ

হঠাৎ করে আসলে চলে
ডুবিয়ে দিলে সব
কান্নাকাটির ঝড় উঠেছে
হচ্ছে কলরব।

গরু ছাগল হাঁস মুরগী আর
বেঁচে থাকার অন্ন
সবই ফেলে যাচ্ছি চলে
তুমি আসার জন্য।

বাড়ির পাশে আল্লাহ থাকেন
কষ্ট পেলেই ডাকি
কবে ফিরব তার ঘরে আর
তাই খবর রোজ রাখি।

এমন করে ভাসিয়ে যাবে
আর কতকাল কও?
তারচেয়ে ভালো প্রাণপাখিটি
আগেই মোদের লও।

রক্তমৃত্তিকা
এম. সোহেল রানা

মহাগ্রন্থ পবিত্র আল-কুরআনের বাণী-
আপনি বলুনঃ 'আমার নামাজ আমার
কোরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ
বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।'
(আল-আন'আম-১৬২)

অধিকাংশ লোকের অর্জিত রিজিক
হালাল পথে উপার্জিত না বলেই,
হইতো সৃষ্টিকর্তা আমাদের করা
কোন প্রার্থনাই কবুল করছেন না।

লোভ লালসা হিংসা বিদ্বেষে ভরা
কূট চালের সে পাপিষ্ঠ মহাজন,
লোক দেখানো সমাজপতি সাজে
গুপ্ত দালালি কম দেয় মাপে ওজন।

তার চালচলনে যায় না বোঝা চরিত্রটা
শেষ কোথায় যে হয় তার শুরু কোনটা,
দুর্নীতিবাজ অতি গোপনে যা বলেনা
প্রতিশ্রুতি প্রকাশ্যে দেয় তা করেনা।

একক কিংবা যৌথ পাপে হয়েছি পাপী
পাপী ও তাপী চাই যে সবে মিলে ক্ষমা,
জানি আপন কর্মফলে হয়েছি কলঙ্কিত
বোঝেনা রক্তমৃত্তিকা চাঁদমুখ দেহখানা।

অশ্লীল ভাষা
সুজন দাশ

রুচিটাই যদি না দিল শিক্ষা
কেন সে শিক্ষা তবে,
সমাজের যারা আজকের মাথা
ভাববে এ কথা কবে?

অশ্লীল ভাষা প্রয়োগে যাদের
এতটুকু নেই দ্বিধা,
ওদের সঙ্গে বাস করাটাই
পদে পদে অসুবিধা।

সভ্য সমাজ বলে আর কিছু
থাকবে না আগে পরে,
দূষিত বাতাস গিলবে সবারে
সভ্যতা যাবে মরে।

যারা সমাজের সুশীল সভ্য
তারা যদি রয় চুপে,
প্রজন্ম বলে থাকবে না কিছু
পচবে আঁধার কূপে!

কম কিছু নেই রাষ্ট্রের দায়
না টানলে মুখে রাশ,
সমূহ বিপদ আসবে এগিয়ে
ঘটাবে সর্বনাশ!

আমার দেশটা
মাসুদ রানা

আমার দেশটা ভীষণ সুন্দর
গাছে গাছে ভরা,
বাড়ির পাশে পদ্মা নদী
জলের বয়ছে ধারা।

মাঠের বুকে সর্ষের হাসি
সবুজ শ্যামল ছায়া,
পাখির সুরে গান ধরেছে
শুনতে ভীষণ মায়া।

নতুন ধানের পাতায় পাতায়
কৃষক স্বপ্ন বুনে,
ফুলের ঘ্রাণে উঠান ভরা
সুবাস ক্ষণে ক্ষণে।

নদী-নালা খালে-বিলে
শাপলা ফুলে ফোটে,
সূর্য মামা জাগার আগে
পাখি জেগে ওঠে।

লতা পাতায় ফুলে-ফলে
প্রজাপতি বসে,
মধু নিতে মনের সুখে
ভ্রমর এসে নাচে।

স্মৃতি কথা
ফেরদৌস জামান খোকন

বৃষ্টি পড়ে টিনের চালে
হাসি দেখি প্রিয়ার গালে
লাগে মনে সুখ,
আকাশ জুড়ে মেঘের ভেলা
দিবস জুড়ে করছে খেলা
নেই কো মনে দুখ।

আমায় জানি ভালোবাসে
থাকে যদি বসে পাশে
পাশে তাকে চাই,
সুখের দিনে দুখের দিনে
মন বসে না প্রিয়া বিনে
দুখের গীতি গাই।

অনেক কথা অনেক স্মৃতি
বুকে জমা নিয়ে প্রীতি
পড়ছে মনে খুব,
অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ে
প্রিয়া ছাড়া একলা ঘরে
আঁধারে দেই ডুব।

বৃষ্টি যখন জোরে নামে
মন বসে না কোন কামে
অতীত মনে হয়,
এখন আমি একলা থাকি
প্রিয়া কেন দিলে ফাঁকি
মনে নাহি সয়।

UK police arrest 12 after “extreme right-wing” threat at Islamic event

Ajkal Desk

British police said on Monday they had arrested 12 people after a suspected threat directed towards an Islamic event at the weekend, as part of an investigation which they described as "extreme right-wing terrorism-related".
Police said they had made the arrests on Sunday and Monday at addresses across England after becoming aware of a "potential serious threat" towards the religious event.
Get a look at the day ahead in European and global markets with the Morning Bid Europe newsletter. Sign up here.
The event, attended by about 15,000 people, was held at a country house in Suffolk, eastern England, from July 9 to 12 and mostly went ahead as expected, apart from closing earlier than planned on Sunday.
Interior minister Shabana Mahmood said she knew the news would be concerning for British Muslims.
"We must stand against hatred and we must unite around our shared belief in a country that is open, generous and tolerant to all our communities," she said in a post on X.
Britain raised its national terrorism threat level to "severe" in April, signalling that a terrorist attack was considered highly likely, and counter-terrorism police head Helen Flanagan said the arrests on Monday were a "stark reminder" of that threat level.
Eight men remain in police custody having been detained under the Terrorism Act, the statement said, while three other men were arrested on suspicion of conspiracy to murder, and a woman was arrested on suspicion of assisting an offender.
Those arrested were aged between 27 and 60 years old. A number of addresses in London and the surrounding areas, and in eastern England and near Manchester are being searched. (Reuters)

Trump: Iran blockade reinstated, US to charge 20 percent on Strait of Hormuz cargo

Ajkal Desk

President Donald Trump said on Monday that the United States was reinstating a naval blockade on Iran and would be reimbursed 20 percent on all cargo shipped through the Strait of Hormuz after Tehran claimed it had closed the vital waterway.
"The Hormuz Strait is OPEN, and will remain OPEN, with or without Iran. We are reinstating THE IRANIAN BLOCKADE," Trump said on Truth Social. "The USA... will be reimbursed, at the rate of 20 percent on all cargo shipped, for any and all costs necessary to do the job of providing safety and security to this very volatile section of the World," he said. He said the process would begin immediately, but did not elaborate.
'Guardian Angel Of The Strait' : The US president Continued on page 26

Queens community boards continue to diversify

Shah Nawaz

Queens' 14 community boards are continuing to diversify with more people of color and young people joining the all-volunteer boards when compared to previous years, a new demographic report from the Queens borough president's office shows. Of the 115 new CB members who joined the boards this spring, 39 percent identify as Hispanic, up 10 percent from last year. And African American representation is up six percent from last year. More than half of the new members are under 40 years old and 20 percent are younger than 30. Prior to Queens Borough President Donovan Richards' tenure, less than a fourth of a percent of community board members were younger than 45 years old.
Richards, who appoints members to the boards, has made a point during his administration to make the first rung of city government in the World's Borough reflect the diversity it is known for.
"For generations, our community boards did not look or feel like the neighborhoods they represented," he said this week. "That's why for the past six years, my office has worked relentlessly to remedy historic disparities on our community boards and Continued on page 26

Samanzar Sayeed crowned Miss World Bangladesh 2026

Ajkal Desk

Samanzar Sayeed has been crowned Miss World Bangladesh 2026 at the grand finale held last evening at the Mallika Hall of Radisson Blu Dhaka Water Garden.
The newly crowned winner will represent Bangladesh at the 75th Miss World Festival, which is scheduled to take place in Ho Chi Minh City, Vietnam. The festival will begin on August 9, with the grand finale set for September 5.
Swagata Saha Oishi was named the first runner-up, while Labiba Manzur finished as the second runner-up.
Opening the event, Azra Mahmood, founder of Azra Mahmood Talent Camp and National Director of Miss World Bangladesh, reflected on the organisation's journey.
"Our journey began with the vision of empowering Continued on page 26

Mamdani has already started fundraising for his 2029 reelection run

Ajkal Desk

Most major political players in New York are focused on this month's congressional primaries. Mayor Zohran Mamdani is already looking well beyond them.

In a text message blast sent Thursday, Mamdani asked supporters to donate "any amount" they can to his 2029 reelection campaign, telling them he needs to start fundraising now because his opposition will "be better funded, better organized and ready to spend earlier than before."

"Their fundraising is constant and prolific," he wrote in the text obtained by POLITICO. "In closed-door meetings, wealthy donors and insider operatives consider how to influence our politics year-round. That's how our opponents secured the resources to spend $83 million against our movement last year. ... That's why we're making investments in our movement starting right now."

Mamdani's missive did not identify the individuals behind the opposition he described.

But a group called NYC Common Sense, spearheaded by former mayoral candidate Jim Walden and political consultant Phil Singer, launched last month with a stated goal of fighting Mamdani's agenda with ads, policy papers and lawsuits. The group, whose formation was first reported by The New York Times, has already raised $1 million from as-of-yet unidentified donors.

No serious candidates have filed to run against Mamdani in New York City's 2029 Democratic mayoral primary yet. But the formation of NYC Common Sense — along with consternation from the city's business communities over some of Mamdani's hard-left policies — is a sign he may face a challenge from a more centrist Democrat three years from now.

Meanwhile, Mamdani's pivot to 2029 fundraising indicates he's taking the nascent opposition to his democratic socialist project seriously.

Trip Yang, a longtime Democratic strategist, acknowledged it's relatively early to fundraise for 2029. Still, he described it as a smart move.

"A strong early fundraising number is important to show the reelection is well-positioned," Yang said. "Zohran walks on water with many Democratic primary voters, but Continued on page 26

Shakira is set to co-headline the World Cup final's halftime

Ajkal Desk

Shakira and Nigerian artist Burna Boy released the "Dai Dai" music video on May 23, featuring cameos from Mbappe, Lionel Messi, Erling Haaland, Bukayo Saka and other stars gearing up for the tournament.

The song, written in five languages, is the official anthem of the 2026 World Cup and has topped Billboard's Global chart outside the US for two consecutive weeks.

France went on to beat Morocco to reach the semi-finals, with Mbappe among the scorers.

The Real Madrid forward had a penalty saved by Morocco goalkeeper Continued on page 26

Trump recommends Lindsey Graham's sister fill his Senate seat

Ajkal Desk

President Donald Trump said Monday he wants South Carolina Gov. Henry McMaster to appoint Lindsey Graham's sister, Darline Graham Nordone, to serve the remainder of the late senator's term.

One Republican familiar with McMaster's plans said the governor intends to appoint Nordone to serve in the Senate for the rest of the year. This person was granted anonymity to discuss the decision.

McMaster is expected to announce his decision about who will replace Graham during a press conference later Monday afternoon.

"I recommended, to Governor Henry McMaster, Lindsey Graham's wonderful sister, Darline, to serve as interim Senator from the Great State of South Carolina," Trump said in a post on social media. "This would be a fabulous tribute to Lindsey, who loved her dearly!"

Even if she's appointed, it's unclear if Nordone would Continued on page 26

'Love alone isn't enough': Tony and Priya Dias celebrate 25 years of marriage

Anik Raj

For audiences who grew up watching Bangladeshi television in the 1990s, Tony Dias remains a familiar and much-loved face. At the height of his career, he starred in numerous television dramas, earning widespread popularity, and appeared in several films. His artistic journey, however, began with recitation rather than acting.

For many years now, Tony has been living in the United States with his wife, renowned dancer Priya Dias, and their only daughter, Ahona. Although they now call New York home, the couple have never drifted away from their roots. Instead, they continue to celebrate their passion for culture, frequently performing together at various events across the US. This year marks a special milestone for Tony and Priya as they celebrate 25 years of marriage. To commemorate the occasion, they recently hosted a gathering in New York attended by close friends and fellow artistes, including Tauquir Ahmed, Bipasha Hayat and several other prominent figures from Bangladesh's entertainment industry.

Speaking to The Daily Star, Continued on page 26

মর্নিং ব্রেথ দূর হোক অস্বস্তি

ডা. মো. ফারুক হোসেন

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠার পর প্রিয়জনকে মর্নিং বা শুভমর্নিং বলার সঙ্গে যদি আপনার মুখে বা নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ অনুভব করেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনার ভালো লাগবে না। অনেক মানুষ মুখে দুর্গন্ধের সমস্যায় ভোগেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে তো বটেই, সারাদিনই অনেকের মুখে দুর্গন্ধ হয়। শরীরের জন্য প্রত্যক্ষভাবে এটি ক্ষতিকারক কিছু নয়, কিন্তু শরীরের অন্যান্য সমস্যার লক্ষণ হতে পারে। কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলে মুখের দুর্গন্ধ অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এখানে আমরা শুধু মর্নিং ব্রেথ বা সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখে দুর্গন্ধের বিষয়ে আলোচনা করব।

লালার উৎপাদন এবং প্রবাহ কমে যাওয়ার কারণে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার জন্ম এবং বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে। মর্নিং ব্রেথের কারণ এবং প্রতিকার সম্পর্কে জানতে হলে লালার উৎপাদন এবং প্রবাহ কেন কমে যায় তা অবশ্যই জানতে হবে। রাতের বেলায় দীর্ঘ সময় আমরা ঘুমন্ত অবস্থায় মুখ বন্ধ করে থাকি। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই লালার প্রবাহ কমে যায় এবং মুখ শুষ্ক হয়ে যায়।

ঘরে বা নৈশ পার্টিতে অ্যালকোহল সেবন করলে: অ্যালকোহল তরল পদার্থ হলেও তা শুষ্ক মুখের সৃষ্টি করে থাকে। অ্যালকোহল সেবনের ফলে লালার নিঃসরণ কমে যায়। লালার নিঃসরণ কমে গেলে শুষ্ক মুখের সৃষ্টি হয়। তখন ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে বিধায় সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে মুখে দুর্গন্ধ বা মর্নিং ব্রেথ হয়।

করণীয়: রাতের বেলায় পার্টি থাকলে বা এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

ফুসফুসের ক্যানসার নাকি যক্ষ্মা

সহকারী অধ্যাপক ডা. আ ন ম মঈনুল ইসলাম

ফুসফুস ক্যানসার সচেতনতার মাস নভেম্বর। সারা বিশ্বে পুরুষদের ক্যানসারে মৃত্যুর এক নম্বর কারণ ফুসফুস ক্যানসার। শতকরা ৮০ ভাগ ফুসফুস ক্যানসার শনাক্ত হয় দেরিতে তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ে, যখন নিরাময় প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ফুসফুস ক্যানসারের লক্ষণের সঙ্গে অন্য অনেক রোগের লক্ষণের মিল থাকায় প্রথমে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আরেকটি বড় সমস্যা হলো ফুসফুস ক্যানসার অনেক সময় যক্ষা হিসেবে উপস্থাপিত হয়ে ভুল পথে চিকিৎসার আশঙ্কা তৈরি করে। তবে লক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যক্ষা ও ক্যানসার পৃথক করা যায়।

যক্ষা বনাম ফুসফুস ক্যানসার

যক্ষা যেকোনো বয়সে হতে পারে, ক্যানসার সাধারণত বেশি বয়সে হয়। যক্ষায় ধূমপানের ইতিহাস নাও থাকতে পারে, ক্যানসারে ৮০-৮৫ ভাগ ক্ষেত্রে ধূমপানের ইতিহাস থাকে।

যক্ষার ক্ষেত্রে রোগীর সন্ধ্যাকালীন জ্বর থাকে, যা ক্যানসারে দেখা যায় না।

যক্ষায় রোগীর ওজন কমে ধীরে, ক্যানসারে বেশ দ্রুত।

যক্ষায় সাধারণত বুকে ব্যথা হয় না, ক্যানসারে তীব্র ব্যথা হতে এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

কোলোরেক্টাল ক্যানসার শনাক্তে স্ক্রিনিং কেন গুরুত্বপূর্ণ

ডা. ইসমাত জাহান

দেশে ও বিদেশে কোলোরেক্টাল তথা বৃহদন্ত্র ও মলাশয়ের ক্যানসারের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে; যা উদ্বেগজনক। তবে এ ক্যানসার প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম ও সঠিক জীবনধারা দিয়ে এ রোগের ঝুঁকি কমানো যায়। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম ও সঠিক জীবনধারা দিয়ে এ রোগের ঝুঁকি কমানো যায়।

স্ক্রিনিং কেন জরুরি

স্ক্রিনিং এমন একটি প্রক্রিয়া, যা লক্ষণ প্রকাশের আগেই ক্যানসার শনাক্তে সাহায্য করে। কোলোরেক্টাল ক্যানসার সাধারণত ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। প্রায়ই সাধারণ পলিপ (অতিরিক্ত মাংসপিণ্ড) দিয়ে শুরু হয়, যা সময়ের সঙ্গে ক্যানসারে রূপ নিতে পারে। নিয়মিত স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে পলিপগুলো আগেই শনাক্ত ও অপসারণ করা সম্ভব।

কারা স্ক্রিনিংয়ের আওতায় আসবেন

যাঁদের পরিবারে কোলোরেক্টাল ক্যানসারের ইতিহাস রয়েছে। যাঁদের আগে কখনো পলিপ ধরা পড়েছে। যাঁদের বংশগত রোগ, যেমন ফ্যামিলিয়াল এডিনোসিস পলিপ বা লিঞ্চ সিনড্রোম রয়েছে।

সতর্কতামূলক চিহ্ন: অকারণে ওজন কমে যাওয়া। মলদ্বার থেকে রক্তপাত। কারণ ছাড়া রক্তস্বল্পতা (অ্যানিমিয়া)। মলত্যাগের অভ্যাসে হঠাৎ পরিবর্তন। এই লক্ষণ দেখা দিলে দেরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি বা যাঁদের লক্ষণ রয়েছে, তাঁদের জন্য দ্রুত স্ক্রিনিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্ক্রিনিং কীভাবে করা হয়

প্রাথমিক পরীক্ষা: রক্ত পরীক্ষা-হিমোগোবিন, টিউমার মার্কার সিইএ। মল পরীক্ষা-লুকানো রক্ত শনাক্ত করার জন্য।

পরবর্তী ধাপ: যদি প্রাথমিক পরীক্ষায় সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়, তাহলে কোলনোস্কোপি করা হয়। এতে একটি ক্যামেরাযুক্ত নমনীয় নলের মাধ্যমে পুরো বৃহদন্ত্র দেখা যায় এবং প্রয়োজনে পলিপ অপসারণ করা যায়।

কিছু সাধারণ প্রশ্ন

কত দিন পরপর স্ক্রিনিং করা উচিত: গড় ঝুঁকির এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

পুরুষদের কেন ফুসফুসের ক্যানসার বেশি হয়

ডা. মো. জাকির হোসেন সরকার

শরীরের কোষগুলোর অস্বাভাবিক ও লাগামহীন বৃদ্ধিই ক্যানসার। ফুসফুসের ক্যানসারে ফুসফুসের টিস্যুতে অস্বাভাবিক কোষগুলো অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পায় এবং টিউমার তৈরি করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) তথ্যমতে, ফুসফুসের ক্যানসার বিশ্বব্যাপী ক্যানসারজনিত মৃত্যুর প্রধান কারণ।

পুরুষের ক্যানসারের মধ্যে ফুসফুসের ক্যানসারই অন্যতম। নারীদের তুলনায় পুরুষদের এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার ও মৃত্যুঝুঁকি বেশি। বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর এই ক্যানসারের প্রায় ২৫ লাখ নতুন রোগী শনাক্ত হন, প্রাণ হারান প্রায় ১৮ লাখ মানুষ। বাংলাদেশে বিভিন্ন জরিপ অনুযায়ী, ক্যানসারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় ১৭-১৮ শতাংশই ফুসফুসের ক্যানসারে ভুগছেন।

কারণ কী

ফুসফুসের ক্যানসারের সবচেয়ে বড় কারণ সিগারেট, বিড়ি বা তামাক সেবন।

ধূমপান না করেও যাঁরা নিয়মিত ধূমপায়ীদের ধোঁয়ার সংস্পর্শে আসেন, তাঁদেরও ঝুঁকি থাকে।

বায়ুদূষণ, রেডন গ্যাস, অ্যাসবেস্টসের সংস্পর্শে আসা।

বংশগত কারণেও ফুসফুসের ক্যানসার হতে পারে।

ফুসফুস ক্যানসারের উপসর্গ কী

প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণত কোনো উপসর্গ দেখা যায় না। পরে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে-

* একটানা কাশি, যা সহজে ভালো হয় না এবং দিন দিন বাড়তে থাকে।
* কাশির সঙ্গে রক্ত বা কফ পড়া।
* শ্বাসকষ্ট বা বুকে শোঁ শোঁ শব্দ।
* বুক, পিঠ বা কাঁধে ব্যথা।
* ঘন ঘন বুকে ইনফেকশন (নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিস) হওয়া।
* কোনো কারণ ছাড়াই দ্রুত ওজন কমে যাওয়া।
* প্রচণ্ড ক্লান্তি ও দুর্বলতা।

ফুসফুস ক্যানসারের ধরন

দুই প্রকারের ফুসফুস ক্যানসার দেখা যায়।

নন স্মল সেল: প্রায় ৮৫ ভাগ ক্ষেত্রে রোগীর নন স্মল সেলই দেখা যায়। এই প্রকারের ক্যানসার তুলনামূলক ধীরে বৃদ্ধি এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

চর্মরোগ সোরিয়াসিস

ডা. জাহেদ পারভেজ

সোরিয়াসিস ছোঁয়াচে রোগ নয়। এটা স্পর্শ বা একত্র বসবাসের মাধ্যমে ছড়ায় না। তবে পরিবারে সোরিয়াসিসের ইতিহাস থাকলে ঝুঁকি থাকে। সোরিয়াসিস কে বলা হয় শীতের চর্মরোগ। যাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে তাঁদের মূলত এই রোগটি হয়। সোরিয়াসিস ত্বকের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা যাতে ত্বকের কোষগুলোর জীবনচক্র দ্রুত শেষ হতে থাকে। এর ফলে ত্বকের ওপর বাড়তি কোষের স্তর জমে ওঠে। ত্বকের স্থানে স্থানে খসখসে, লাল বা সাদাটে হয়ে পড়ে, ফেটে যায়।

কারণগুলো

জিনগত বা বংশগত কারণে এ রোগ হতে পারে। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমলে সোরিয়াসিস রোগে প্রভাব ফেলে। স্থূলতার কারণেও এমনটা হতে পারে। যত স্থূল হবে, সোরিয়াসিস তত বাড়বে। যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনায় ত্বক ছিলে গেলে, পুড়লে বা ব্যথা পেল এটা হতে পারে। আবার রোদে ত্বক পুড়েও এমনটা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। খুব বেশি মানসিক চাপে থাকলেও এ রোগ হয়। এছাড়াও ধূমপান, মদ্যপান সোরিয়াসিস বাড়ায়। অনেক ধরনের ওষুধ খাওয়ার ফলেও সোরিয়াসিস বাড়ে। যেমন- উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ, ম্যালেরিয়ার ওষুধ, লিথি এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

KARNAFULLY
TRAVEL INC.

বিশেষ সুবিধা:
মহিলাদের জন্য আলাদা
মহিলা গাইডের
সুব্যবস্থা রয়েছে।

এক্সক্লুসিভ ওমরাহ প্যাকেজ
নভেম্বর ২০২৬

ভ্রমণ তারিখ

জেএফকে - জেদ্দা	মদিনা - জেএফকে	মোট দিন
৪ নভেম্বর	১৪ নভেম্বর	৯ দিন (২টি জুম্মা - মক্কা ও মদিনায়)

প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত:

- বিমান টিকিট (যাতায়াত)
- ভিসা
- ৫-তারকা হোটেল হারাম শরীফের কাছে (ক্লক টাওয়ারে) ভিআইপি নাস্তার ব্যবস্থা।
- লাক্সারি বাসে সম্পূর্ণ স্থল পরিবহন (বিমানবন্দর থেকে বিমানবন্দর)
- গাইডের সাথে উমরাহ পালন
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থান ভ্রমণ (গাইড সহ)।
- মক্কা তায়েফ এবং মদিনা ওয়াদি-ই-জ্বিন অতিরিক্ত ভ্রমণ।
- মহিলাদের জন্য আলাদা মহিলা গাইডের সুব্যবস্থা আছে।
- রাওদার পারমিট পেতে সহায়তা করা হয়।

প্রতি রুমে ৪ জন

KARNAFULLY TRAVEL INC.
37-16 73rd St. Suite #201 FR, Jackson Heights, NY 11372
Karnafully Hajj & Umrah service
Office : 718-205-6050
Celll & WhatsUp : 917 691 7721
Celll & WhatsUp : 646 724 5933 (MINU)
karnafullytravel@yahoo.com | www.karnafullytravel.com

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of

FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE	L1A VISA
	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.

Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590

Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

রেনোভেশন/রিপিয়ার/কনস্ট্রাকশন

আপনি কি বাসা-বাড়ির কাজের জন্য লোক খুঁজছেন? আমরা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি।

আমরা Binghamton এ কাজ করে থাকি

আমাদের কাজসমূহঃ

* গরম পানির ট্যাঙ্ক ইনস্টলেশন/ মেরামত
* যে কোন প্রকার পাম্বিলিংয়ের কাজ/বাথরুম/কিচেন/অন্যান্য
* যে কোন প্রকার টাইলসের কাজ/নতুন ইনস্টলেশন/রিপ্লেস/ রেনোভেশন
* নতুন বাথরুম ইনস্টলেশন/রিপিয়ার
* কার্পেটিং/নতুন রুম/এক্সটেনশন
* ড্রাই ওয়াল/পেইন্ট/রি-পেইন্ট
* ব্যাকইয়ার্ড/ডক/বারান্দা/ছাদ
* উড ফ্লোর/পলিশ/নতুন ইনস্টলেশন/ক্লিনিং
* অয়েল হিটিং সিস্টেম পুরনোটি রিপ্লেস এবং নতুন থার্মাল ইনস্টলেশন।

Free ইস্টিমেট করা হয়ে থাকে

যোগাযোগঃ

WOVENA CONSTRUCTION INC

172-11, 93 Ave, Jamaica, NY 114333

Phone: 347-822-9052, 716-828-6677

wovenatexusa@gmail.com

শরিফ ওসমান হাদী: ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রচিন্তা ও নতুন প্রজন্মের রাজনীতির পথরেখা

১২ পৃষ্ঠার পর

পড়ে। একজন ব্যক্তি যতই সৎ হোন না কেন, যদি তিনি অন্যায়ের উৎসমূল বিশেষ কোন সামাজিক, প্রশাসনিক কিংবা রাজনৈতিক কাঠামোকে প্রশ্ন না করেন, তবে তাঁর সততা বৃহত্তর সামষ্টিক কল্যাণে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় না। সমাজতাত্ত্বিক ভাষায় বলতে গেলে, তিনি ব্যক্তি ও কাঠামোর দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে মানুষ যেমন সমাজকে প্রভাবিত করে, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামোও মানুষের চিন্তা, আচরণ ও সম্ভাবনাকে নির্ধারণ করে। ফলে ব্যক্তিক পরিবর্তন, সামষ্টিক রূপান্তর এবং কাঠামোগত সংস্কার- এতিনটিকে তিনি পরস্পরের পরিপূরক ও সম্পূরক হিসেবে দেখেছেন। এদিক থেকে তাঁর চিন্তার সঙ্গে ব্রাজিলীয় শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরির (১৯২১-১৯৯৭) মুক্তিমুখী শিক্ষাভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ফ্রেইরি তাঁর বিখ্যাত 'অত্যাচারিতের শিক্ষা' (পেডাগোজি অব দ্য অপ্রেসড) গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন যে, নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুক্তি অর্জনের প্রথম শর্ত হলো সমালোচনামূলক সচেতনতা (ক্রিটিক্যাল কনশিয়াসনেস) অর্থাৎ মানুষকে এমনভাবে শিক্ষিত হতে হবে যাতে সে নিজের অবস্থা, অবস্থান, বিদ্যমান নিপীড়নের কাঠামো এবং মনোজাগতিক চিন্তাভাবনার পরিবর্তনের মাধ্যমে রূপান্তরের সম্ভাবনাকে বুঝতে পারে। হাদীর কাছেও সচেতনতা মানে কেবল তথ্য জানা বা ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত থাকা নয়; বরং অন্যায়ের কাঠামোকে শনাক্ত করা, তার কার্যপদ্ধতি বোঝা এবং তার বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা। তাঁর বক্তৃতা ও আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল এই সচেতনতার বিস্তার যাতে নাগরিকরা কেবল শাসিত জনগোষ্ঠী হিসেবে নয়, বরং পরিবর্তনের সক্রিয় অংশীদার হিসেবে নিজেদের পুনরাবিষ্কার করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণ করে।

এই উপলব্ধিই শরীফ ওসমান হাদীকে কেবল নীতিবাদী বক্তা কিংবা প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের সীমারেখায় আবদ্ধ রাখেনি; বরং তাঁকে ন্যায়ভিত্তিক সামাজিক রূপান্তরের একজন চিন্তাশীল প্রজ্ঞাবান কর্মীতে পরিণত করেছিল। তাঁর মধ্যে চিন্তা ও কর্মের বাস্তববাদী যে সৃজনশীল সমন্বয় দেখা যায়, সেটিই তাঁকে সমসাময়িক অনেক রাজনৈতিক কর্মীর তুলনায় আলাদা করে চিহ্নিত করে। তাঁর প্রতিবাদ ছিল না চিন্তাশূন্য উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ, কিংবা তাঁর চিন্তা ছিল না বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো নিষ্ক্রিয় দার্শনিক অনুশীলনও। তিনি বিশ্বাস করতেন, যে চিন্তা মানুষের জীবন ও সমাজকে স্পর্শ করে না, তা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতায় পরিণত হয়; আর যে আন্দোলনের পেছনে সুস্পষ্ট চিন্তার ভিত্তি নেই, তা দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারে না। ফলে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান ছিল বোধ ও কর্মের এক অবিচ্ছিন্ন সংলাপ, যেখানে ধারণা বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিবর্তনের শক্তিতে রূপ নেয়। এই কারণেই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা ও সাংস্কৃতিক ভাবনা কেবল তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তা রূপ নিয়েছিল একটি ন্যায়ভিত্তিক, জবাবদিহিমূলক ও গণমুখী রাষ্ট্রব্যবস্থার বাস্তব অনুসন্ধানে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে রাষ্ট্রসংস্কার কোনো একদিনের ঘটনা নয়; এটি নাগরিক সচেতনতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং নৈতিক নেতৃত্বের দীর্ঘমেয়াদি সমন্বয়ের ফল। তাই তাঁর বক্তৃতা ও কর্মকাণ্ডে বারবার প্রধান হয়ে ফিরে এসেছে সচেতন নাগরিক গড়ে তোলার প্রশ্ন। কারণ তিনি মনে করতেন যে ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রের ভিত্তি শেষ পর্যন্ত জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যেই নিহিত। মানুষের অমিত সম্ভাবনায় বিশ্বাসী হাদীর নতুন প্রজন্মের তরুণদের প্রতি আস্থা ছিল গভীর ও সুদূরপ্রসারী। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইতিহাসের প্রতিটি গঠনমূলক পরিবর্তনের প্রকৃত বাহক তরুণরাই। সমাজ যখন স্থবির হয়ে পড়ে, প্রতিষ্ঠিত কাঠামো যখন পরিবর্তনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন নতুন চিন্তা, নতুন সাহস এবং নতুন কল্পনাশক্তি নিয়ে তরুণরাই সামনে এগিয়ে আসে। বাংলাদেশের নানা অর্জনের ইতিহাসই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। ঔপনিবেশিক জিঞ্জির থেকে মুক্তির আন্দোলন থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ উত্তর সকল আন্দোলন কিংবা বিশ্বের বিভিন্ন বিপ্লব, গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকারভিত্তিক আন্দোলনের দিকে তাকালেও দেখা যায় যে, পরিবর্তনের অগ্রভাগে সবসময়ই ছিল তরুণ সমাজ। শরীফ ওসমান হাদী এই ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন বলেই তরুণদের কেবল রাজনৈতিক সমর্থক নয়, বরং রাষ্ট্রবিনির্মাণের সক্রিয় অংশীদার হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন।

তাঁর দৃষ্টিতে তরুণদের শক্তি কেবল বয়স, উদ্যম বা সংখ্যাধিক্যে নয়; বরং নিজেদের অধিকার আদায়ে প্রশ্নে সমালোচনামুখরতা, নৈতিক দৃঢ়তা এবং সত্য অনুসন্ধানের সাহসে। তিনি মনে করতেন, প্রশ্নহীন আনুগত্য কোনো সমাজকে এগিয়ে নিতে পারে না। বরং তিনি বিশ্বাস করতেন, সচেতন প্রশ্নই সমাজকে আত্মসমালোচনা ও আত্মসংশোধনের পথে নিয়ে যায়। তাই তিনি তরুণদের আহ্বান জানিয়েছেন, তারা যেন প্রচলিত ধারণাকে অন্ধভাবে গ্রহণ না করে, বরং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ের সক্ষমতা অর্জন করে বিচার-বিশ্লেষণ, যুক্তি-তর্ক ও দলিল-প্রমাণের আলোকে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, যে তরুণ প্রশ্ন করতে ও ভাবতে শেখে, তথ্য-উপাত্ত ও প্রচারণার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে শেখে এবং ন্যায়-অন্যায়ের নৈতিক ভিত্তি অনুধাবন করতে পারে, সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কখনো কুণ্ঠিত হবে না। এই অবস্থান নাগরিক সচেতনতার এক আধুনিক ও গণতান্ত্রিক রূপকে সামনে আনে। এখানে রাজনীতি কেবল নির্বাচন, দলীয় পরিচয় বা ভোটদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সেটা প্রতিদিনের জীবনে ন্যায় ও অন্যায়ের প্রশ্নে আপোষহীন অবস্থান নেওয়ার নাম। নাগরিকত্ব এখানে একটি সক্রিয় নৈতিক চর্চা যেখানে মানুষ রাষ্ট্রের কেবল প্রজাস্বরূপ নয়, বরং জবাবদিহি দাবি করতে সক্ষম সচেতন অংশীদার। শরীফ ওসমান হাদী নতুন প্রজন্মের কাছে এই বার্তাই পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন যে, একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে তখনই, যখন নাগরিকেরা নিজেদের ভাগ্যের দর্শক না হয়ে পরিবর্তনের প্রকৌশলী ও নির্মাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ভোগবাদী, প্রতিযোগিতামুখী এবং ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজবাস্তবতায় দাঁড়িয়ে শরীফ ওসমান হাদী তরুণদের প্রতি একটি মৌলিক আহ্বান জানিয়েছিলেন ব্যক্তিগত উন্নতি ও সামাজিক দায়বদ্ধতাকে কখনো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে না দেখার জন্য। তাঁর মতে, ব্যক্তিমানুষের জন্য শিক্ষা, পেশাগত সাফল্য কিংবা অর্থনৈতিক উন্নতি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমাদের সেই অর্জন যদি বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ, ন্যায়বিচার ও মানবিক দায়িত্ববোধের সঙ্গে যুক্ত না হয়, তবে তা শেষ পর্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক সাফল্যে পরিণত হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, একজন মানুষের প্রকৃত সাফল্য কেবল সে কত দূর এগিয়েছে তার মধ্যে নয়; বরং তার অগ্রযাত্রা কতজন মানুষের পথকে আলোকিত করেছে, তার মধ্যেও নিহিত। এই চিন্তার পেছনে ছিল মানুষের সামষ্টিক তথা সামাজিক অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর উপলব্ধি। শরীফ ওসমান হাদী বিশ্বাস করতেন, মানুষ কখনো একা বড় হতে পারে না। পরিবার, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রীয় সুযোগ এবং অসংখ্য মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান একজন ব্যক্তির বিকাশকে সম্ভব করে তোলে। ফলে ব্যক্তি ও সমাজকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং পরস্পরনির্ভর বাস্তবতা হিসেবে দেখাই ছিল তাঁর চিন্তার মৌলিক ভিত্তি। রাজনৈতিক দর্শনের ভাষায় এটি সামাজিক সংহতি ও নাগরিক দায়িত্ববোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন একটি ন্যায়ভিত্তিক, বৈষম্যহীন ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের বীজ।

তাঁর চোখে তরুণরা কেবল একটি দেশের ভবিষ্যতের নাগরিকই নয়; বরং বর্তমানের দায়িত্বশীল প্রকৌশলী ও নির্মাতাও বটে। তিনি মনে করতেন, ভবিষ্যৎ কোনো দূরবর্তী সময়ের নাম নয়; ভবিষ্যৎ নির্মিত হয় বর্তমানের চিন্তা, সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। তাই তরুণদের প্রতি তাঁর আহ্বান ছিল তারা যেন নিজেদের কেবল কর্মসংস্থান বা ব্যক্তিগত উন্নতির অনুসারী হিসেবে না দেখে, বরং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নৈতিক পুনর্গঠনের অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলে। কারণ একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় তার তরুণদের নৈতিক বোধ, সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার মানদণ্ডে। আজকের বাস্তবতায়, যখন ব্যক্তিক স্বার্থে আপস, গোষ্ঠীগত স্বার্থে সুবিধাবাদ এবং দলীয় স্বার্থে নীরবতার সংস্কৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে, তখন শরীফ ওসমান হাদীর মতো কণ্ঠস্বর কেবল একটি রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে না; বরং জাতীয় বিবেক ও সামাজিক ঐক্যের প্রতীকে রূপ নেয়। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন যে নীরবতা সবসময় নিরপেক্ষতা নয়। অনেক ক্ষেত্রে নীরবতা অন্যায়ের প্রতি নীরব সম্মতি, আর অন্যায়ের সামনে নিরপেক্ষতার দাবি প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালীর পক্ষেই অবস্থান তৈরি করে। নির্দ্বিধায় বলা চলে, এই উপলব্ধি তাঁর রাজনৈতিক ও নৈতিক দর্শনের অন্যতম কেন্দ্রীয় ভিত্তি ছিল।

শরীফ ওসমান হাদীকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে তাঁর ওপর সংঘটিত হামলা আমাদের সামনে একটি কঠিন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সত্য উন্মোচন করেছে। সেই সত্য হলো ন্যায়ের পক্ষে কথা বলা আজও ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রাণসংহারী, কিন্তু একই সঙ্গে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজগুলোর একটি। ইতিহাসের প্রতিটি যুগেই দেখা গেছে, যারা প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা কাঠামোর অন্যায় ও অবিচারকে চ্যালেঞ্জ করে, সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাদের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ইতিহাস এটাও প্রমাণ করে যে, ব্যক্তি আক্রান্ত হতে পারেন, মানুষকে হত্যা করা যেতে পারে, কিন্তু মানুষের ন্যায়ভিত্তিক আদর্শ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে চিরতরে হত্যা করা যায় না। এই অর্থে শরীফ ওসমান হাদীর জীবন ও আত্মত্যাগ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে নৈতিক সাহসের মূল্য যেমন আছে, তেমনি তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য জনজীবনে আরও গভীর ও সুদূরপ্রসারী। এই বাস্তবতায় ঐক্য মানে কেবল আবেগঘন সমাবেশ, আনুষ্ঠানিক সংহতি বা ক্ষণস্থায়ী প্রতিক্রিয়া নয়। ঐক্য মানে সংগঠিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সক্ষমতা, সচেতন নাগরিকতার বিকাশ, সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশগ্রহণের সুযোগ এবং নৈতিক সাহসের সম্মিলিত চর্চা। ঐক্য মানে এমন একটি সামাজিক শক্তি, যা ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও মতের পার্থক্য অতিক্রম করে ন্যায়, মানবিক মর্যাদা এবং রাষ্ট্রের কল্যাণকর ভবিষ্যৎকে কেন্দ্র করে একত্রিত হতে পারে। শরীফ ওসমান হাদীর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উত্তরাধিকার আমাদের সামনে সেই ঐক্যেরই এক গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা রেখে গেছে।

শরিফ ওসমান হাদী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, দেশ কেবল কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড কিংবা আবেগঘন স্লোগান নয়; দেশ মানে মানুষের অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এক অবিচ্ছেদ্য নৈতিক ও সামাজিক দায়। রাষ্ট্র কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তিকেন্দ্র নয়, কিংবা নাগরিকের ঊর্ধ্বে অবস্থানকারী কর্তৃত্বও নয়; রাষ্ট্র মূলত নাগরিকেরই সেবক। বিশেষ করে তাঁদের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য গঠিত এবং স্বীকৃত একটি নৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। এই নাগরিকবোধেরই ছিল তাঁর জীবনদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক শাসক ও শাসিতের নয়, বরং দায়িত্ব ও অধিকারের পারস্পরিক অঙ্গীকার ও তা বাস্তবায়নের চুক্তি। এই কারণেই ব্যক্তি শরীফ ওসমান হাদী আজ আর কেবল একজন দেশপ্রেমিক শহীদ হিসেবে পরিচিত নন; তিনি দেশের মানুষের ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় রূপান্তরিত একটি নৈতিক প্রতিষ্ঠান। তাঁর জীবন, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ একদিকে যেমন ব্যক্তিগত ইতিহাসের অংশ, অন্যদিকে মানুষের আজাদী ও দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে তেমনি তা সমষ্টিগত নৈতিক চেতনার প্রতীক হয়ে উঠেছে। দুর্বৃত্তের গুলিতে তাঁর আহত হওয়া এবং পরবর্তীতে শাহাদাত বরণ আমাদের গভীরভাবে শোকাহত করেছিল, কাঁদিয়েছিল এ দেশের লক্ষ কোটি মানুষকে। কিন্তু গণমানুষের সামষ্টিক স্মৃতিতে সেই শোক নিছক মানবিক আবেগে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তা ধীরে ধীরে রূপ নেয় সচেতনতা, প্রশ্ন এবং দায়বদ্ধতার অনুভূতিতে। আর সেটাই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হবে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও গণমানুষের মুক্তির শিক্ষা নির্মাণের শক্তি হিসেবে।

দেশের গণমানুষের জন্য একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রগঠনের সংগ্রামে তাঁর আদর্শ আগামী দিনগুলোতে আমাদের নিরন্তর দু'টো মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রাখবে। আর সেগুলো হলো: রাষ্ট্রের সর্বময় ন্যায়, জবাবদিহিতা ও মানবিকতার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? আমরা কি সেই রাষ্ট্র গঠনের পথে অগ্রসর হচ্ছি, যেখানে নাগরিকের মর্যাদা সর্বোচ্চ, নাকি আমরা আবারও ক্ষমতা, স্বার্থ ও নীরবতার পুরোনো কাঠামোর মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছি? হাদীর জীবন ও চিন্তা তাই কেবল স্মরণের বিষয় নয়; তা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য এক চলমান আত্মসমালোচনার আহ্বান, যা আমাদের প্রতিনিয়ত নিজের অবস্থান ও দায়িত্বকে নতুন করে যাচাই এবং পুনর্নির্ধারণ করতে বাধ্য করে। ইতিহাস আমাদের বলে, চিহ্নিত আততায়ীর বুলেটে শরীফ ওসমান হাদীর শরীর ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়েছে এবং পরিণতিতে তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন; কিন্তু তাঁর আদর্শ ও চেতনা কোনোভাবেই নিঃশেষিত হয়নি। কারণ ইতিহাসের একটি নির্মম সত্য হলো মানুষকে হত্যা করা যায়, কিন্তু তার আদর্শ তথা সত্য, ন্যায় ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে গুলি করে ধ্বংস করা যায় না। আদর্শের মৃত্যু নেই; বরং তা অনেক সময় ব্যক্তির জীবনের সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর সমাজচেতনায় আরও গভীরভাবে প্রোথিত হয়।

শরীফ ওসমান হাদীর সংগ্রাম আমাদের শেখায় যে, জাতীয় জীবনের সংকটময় মুহূর্তে আশার আলো আসে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার বা ক্ষমতার পুনর্বণ্টন থেকে নয়। বরং তা মানুষের নৈতিক সাহস, স্পষ্ট অবস্থান এবং ঐক্যবদ্ধ সামাজিক চেতনা থেকেই আসে। যখন ব্যক্তি নিজের সুবিধা বা স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সামষ্টিক কল্যাণে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ায়, এবং যখন মানবিকতার প্রশ্নে সমাজ ভয় ও নীরবতার সংস্কৃতি ভেঙে একত্রিত হতে শেখে, তখনই পরিবর্তনের সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ নেয়। স্বৈরাচারহীন কল্যাণমুখী রাষ্ট্রগঠনে এই শিক্ষাই তাঁর সবচেয়ে বড় উত্তরাধিকার যা কোনো দল, ব্যক্তি বা সময়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়।

আজ চলমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে শহীদ শরীফ ওসমান হাদীর স্মরণ কেবল আনুষ্ঠানিক স্লোগান, বক্তৃতা-বিবৃতি, আলাপ-আলোচনা বা আবেগঘন শ্রদ্ধার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়; বরং তা হতে হবে তাঁর আদর্শ ও চেতনাকে ধারণ করে কর্মে রূপায়নের এক ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম তিনি সামনে নিয়ে এসেছিলেন, তা এগিয়ে নেওয়ার দায় এখন সমাজের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের ওপর বর্তায়। তাঁকে কেবল মানবিক সহানুভূতির প্রতীক হিসেবে নয়, বরং জাতীয় ঐক্যের এক নৈতিক প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব। এই ঐক্য কোনো কৃত্রিম স্লোগাননির্ভর সমাবেশ নয়; এটি হবে দেশ ও মানুষের কল্যাণে গড়ে ওঠা দায় ও দরদের ভিত্তিতে দেশ ও দশের কল্যাণে নির্মিত এক নৈতিক সংহতি। মানুষের সামষ্টিক কল্যাণে ভিন্নমতকে দমন নয়, বরং সম্মানের সঙ্গে সহাবস্থানের এবং বিকাশের সুযোগ দেওয়াই হতে হবে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি। শরীফ ওসমান হাদীর দেখানো পথে ন্যায়, মানবিকতা ও নাগরিক অধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই সংহতি নির্ভর জাতীয় ঐক্যই পারে একটি স্বৈরাচারমুক্ত, বৈষম্যহীন এবং গণমুখী বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তব রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপান্তরিত করতে। আর সেটা করা গেলেই গণমানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ন্যায় ও ইনসাফের রাষ্ট্রের স্বপ্নে শরীফ ওসমান হাদীর এই আত্মত্যাগ অর্থবহ হয়ে উঠবে।

লেখক: ড. মাহফুজ চৌধুরী, ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য।

একটি স্বপ্নের মৃত্যু

১০ পৃষ্ঠার পর

অন্য দলের লোক। মধু খাওয়া তাতে থামছে না।

এই সরকারের আমলে নির্বাচন কেমন হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। সুপ্রিম কোর্টে বার কাউন্সিলের নির্বাচনের আদলে যদি স্থানীয় সরকার নির্বাচন হয়, তাহলে তাতে কারা নির্বাচিত হবেন, তা নির্ধারিতই হয়ে থাকবে। স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয় লেবাসে হয় না। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত-এনসিপি মিলে এমন কোনো রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে, যাতে তাদের বাইরের কেউ যেন নির্বাচনে প্রার্থী হতে না পারে।

মব করে যে কাউকে যে কারও 'দোসর' নাম দেওয়ার যে সংস্কৃতি চালু হয়েছে, তা যদি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও চালু থাকে, তাহলে এই সরকার কিংবা চব্বিশের সুবিধা ভোগকারী রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপারেও আওয়ামী লীগের মতো 'আমরা আর মামুরা'র নির্বাচনের অভিযোগ উঠবে।

এ রকম বাজে ব্যাপার ঘটার আশঙ্কা আছে। নির্বাচনের মাঠটাকে দলীয় ক্যারিশমা প্রয়োগের জায়গা ভাবলে তা কারও জন্য স্বাস্থ্যকর হবে না। সেটাও হবে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা হাতিয়ে নেওয়ার অনুশীলন। সরকার যেন সেই 'আমরা আর মামুরা' নির্বাচনের পথে না হাঁটে, সেই পরামর্শ দেওয়ার মতো অভিজ্ঞ পরামর্শক কি বিএনপিতে নেই? আওয়ামী লীগে সে রকম পরামর্শক কেউ ছিল না, আওয়ামী লীগ তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করছে। একই ভুল বিভিন্ন দল করতে থাকলে, তারাও একই ফল ভোগ করবে না-এ রকম গ্যারান্টি কে দেবে?

এনসিপি নামের নতুন রাজনৈতিক দলটি নিয়ে এখনই শেষ কথা বলে দেওয়ার সময় আসেনি। কিন্তু দল গঠনের আগে ছাত্রদের দল নিয়ে যে আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়েছিল, তা যে সেভাবে টিকে নেই, সেটা খালি চোখেই দেখা যায়। এনসিপির মূল নেতৃত্বের একটি বড় অংশ জামায়াত বা শিবিরের রাজনীতির অনুগত, সেটা তাঁদের অনেকেই নিজেরা প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ ছাত্রলীগে 'গুপ্ত' অবস্থায় ছিলেন। কেউ কেউ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অসাধারণ বাক্য নিচয় রচনা করেছেন, বক্তৃতা করে অনেকের তারিফ পেয়েছেন, পরিবর্তনের পর তাঁরাই বঙ্গবন্ধুকে অবমাননা করেছেন।

ছাত্রদের দলের প্রতি দেশের শিক্ষার্থীদের কতটা সমর্থন আছে, সেটা এই দলের সভা-সমাবেশ হলেই বোঝা যায়। জামায়াতের সঙ্গে এক হয়ে নির্বাচন করায় তাদের আদর্শিক জায়গাটা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এরা মুক্তিযুদ্ধকে কী চোখে দেখে, তা নিয়ে সাধারণ জনগণের সংশয় কাটেনি।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, এনসিপিতে যারা একবুক স্বপ্ন নিয়ে হাজির হয়েছিল, কিন্তু জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে একাত্মতা মানতে পারেনি, তাদের অনেকেই দলটি থেকে বের হয়ে গেছে। তাসনিম জারা, তাসনুভা জাবিন এর উদাহরণ। অর্থাৎ এনসিপি এখন একটি নির্দিষ্ট বলয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে, সেটাও নজরে পড়ছে অনেকের।

ফলে যে স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাবে বলে দেশের আপামর জনগণ আশা করেছিল, সেই লক্ষ্য অধরাই রয়ে গেছে। যেকোনো পরিসংখ্যানই বলে দেবে, চব্বিশের চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে এতটাই ফারাক যে, সে স্বপ্নের মৃত্যু হয়েছে বলা হলে খুব একটা ভুল বলা হবে না।

রাজনৈতিক দলগুলোর অন্যায় ও অনাচারের শিকার হয়ে জনগণ বারবার আন্দোলন করে কিন্তু আন্দোলনের নেতারা ক্ষমতায় যাওয়ার পর আগের সরকারের মতোই রাজনৈতিক নাটমঞ্চে অভিনয় করতে থাকেন। একই নাটক, শুধু অভিনয়শিল্পীর পরিবর্তন হয়। এই ট্র্যাডিশনই চলছে।

দুর্যোগ, মব এবং ভেঙে পড়া নাগরিক সংহতি

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই বয়ান একটি জটিল জল ও প্রশাসনিক সংকটকে সহজ নৈতিক গল্পে পরিণত করেছিল: "তারা" আমাদের ক্ষতি করছে, তাই "আমাদের" এক হতে হবে।

এটি শত্রু-নির্ভর সংহতি। এর ভিত্তি পুরোপুরি কল্পিত নয়। বাংলাদেশ ভাটির দেশ; আন্তঃসীমান্ত নদী, আগাম তথ্য, পানিবণ্টন এবং উজান-ভাটির ক্ষমতার অসমতা বাস্তব। কিন্তু বহিঃশত্রুকে সব ব্যর্থতার একমাত্র ব্যাখ্যা বানালে নিজেদের খাল দখল, দুর্বল বাঁধ, অপরিকল্পিত উন্নয়ন, দুর্নীতি ও প্রস্তুতির ঘাটতি আড়ালে যায়। আরও গভীর প্রশ্ন হলো: কোনো দৃশ্যমান শত্রু না থাকলে আমরা কি একই তীব্রতায় এক হতে পারি?

চট্টগ্রাম ও বান্দরবানের সাম্প্রতিক বন্যা ও ভূমিধস এই প্রশ্নের কঠিন পরীক্ষা। এটি শুধু বান্দরবানের জাতিগত জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ নয়; চট্টগ্রাম মহানগরের জলাবদ্ধতা, দক্ষিণ চট্টগ্রামের গ্রামীণ বন্যা, পাহাড়ঘেঁষা দরিদ্র বসতির ভূমিধস-ঝুঁকি, বান্দরবানের বিচ্ছিন্ন পাড়া এবং কক্সবাজারের বিপন্ন জনগোষ্ঠী-সব মিলিয়ে একটি দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় দুর্যোগ।

তবু একই দুর্যোগে দৃশ্যমানতা সমান নয়। চট্টগ্রাম অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে দ্রুত সংবাদ হয়, আবার তার পুনরাবৃত্ত জলাবদ্ধতা এত পরিচিত যে তা অনেক সময় "স্বাভাবিক দুর্যোগ" হিসেবে অবমূল্যায়িত হয়। বান্দরবান জাতীয় কল্পনায় দূরবর্তী প্রান্ত বলে তার বহু জনপদ মনোযোগে পৌঁছানোর আগেই অদৃশ্য হয়ে যায়। একটি অঞ্চল অতিরিক্ত পরিচিত বলে অবমূল্যায়িত; অন্যটি অপরিচিত বলে অদৃশ্য। আমাদের রাষ্ট্রীয় মানচিত্র আছে, কিন্তু সমান নৈতিক মানচিত্র নেই।

এই বৈষম্য এখন প্রযুক্তির মাধ্যমেও তৈরি হয়। আমাদের বদ্বীপ শুধু নদী ও পলির নয়; তথ্য, মোবাইল ব্যাংকিং এবং অ্যালগরিদমেরও বদ্বীপ। ফেনীর সময় সামাজিক মাধ্যম আটকে পড়া মানুষের অবস্থান জানানো, নৌকা সংগ্রহ, অর্থ তোলা ও স্বেচ্ছাসেবক সমন্বয়ের অসাধারণ অবকাঠামো হয়েছিল। একই প্রযুক্তি যাচাইহীন তথ্য, রাজনৈতিক সন্দেহ ও বহিঃশত্রুর সহজ বয়ানও ছড়িয়েছে। প্রযুক্তি নিজে সংহতি তৈরি করে না; আমাদের আবেগের সবচেয়ে তীব্র অংশটিকেই বহুগুণ বাড়ায়। যে দুর্যোগ অ্যালগরিদমে দৃশ্যমান নয়, তা জাতীয় বিবেকেও সহজে প্রবেশ করে না।

এর সঙ্গে ভেঙে পড়েছে আমাদের যৌথ আর্থিক পরিচয়। শুধু টাকার অভাব নয়, আস্থার অভাবও মানুষকে হাত গুটাতে শেখায়। অর্থ কার হাতে যাবে, হিসাব প্রকাশিত হবে কি না, দলীয় প্রচারে ব্যবহৃত হবে কি না-এই সন্দেহ জাতীয় পকেটকে আবার অসংখ্য ব্যক্তিগত পকেটে ভেঙে দেয়। ফলে সহায়তা নাগরিক দায়িত্বের বদলে পছন্দের পরিচয়ের প্রতি নির্বাচিত দানে পরিণত হয়।

আমরা তাই গড়ে তুলেছি ঘটনাভিত্তিক নাগরিকত্ব: বড় আবেগে জেগে উঠি, অর্থ দিই, পোস্ট করি, কয়েক দিন কাজ করি; তারপর নেটওয়ার্ক, দক্ষতা ও বিশ্বাস ছড়িয়ে যায়। ফেনীতে তৈরি জনআস্থা, স্বেচ্ছাসেবক, পরিবহন ও স্থানীয় যোগাযোগকে স্থায়ী দুর্যোগ অবকাঠামোয় রূপ দেওয়া হয়নি। স্মৃতি প্রতিষ্ঠান না হলে একসময় নস্টালজিয়া হয়ে যায়।

এই ভাঙন শুধু বন্যার সময় আমাদের নিষ্ক্রিয়তায় ধরা পড়ে না। মাজারে হামলা, ভাঙচুর এবং মবের হাতে বিশ্বাস ও সংস্কৃতির স্থান ধ্বংস হওয়ার মধ্যেও একই সামাজিক ব্যাকরণ কাজ করে। মাজারের ধর্মতাত্ত্বিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মতভেদ থাকতেই পারে। কিন্তু কোনো মব যখন নিজেকে সত্যের একমাত্র মালিক ঘোষণা করে অন্যের বিশ্বাসের স্থান ভেঙে দেয়, তখন সে শুধু একটি স্থাপনা ধ্বংস করে না; আইন, নাগরিক অধিকার এবং পাশাপাশি বসবাসের নীতিকেও অস্বীকার করে।

বাংলাদেশের লোকায়ত জীবন বহুদিন ধরে মত, বিশ্বাস, আচার ও পরিচয়ের ভিন্নতা নিয়ে পাশাপাশি থাকার অনুশীলন তৈরি করেছে। মাজার, মেলা, গান, মানত, দান এবং স্থানীয় আচার সেই সহাবস্থানের অংশ। মব এই লোকায়ত সহাবস্থানের বিপরীত দর্শন। তার ভাষা হলো: আমার মতো না হলে তুমি "তারা"। একই বর্জনের ব্যাকরণে কখনো পাহাড়ের মানুষ দূরের হয়ে যায়, কখনো মাজারের অনুসারী "অশুদ্ধ", কখনো ভিন্নমতের নাগরিক "শত্রু"।

সব দায় সরকারের-এই ধারণাও অসম্পূর্ণ। আগাম সতর্কতা, উদ্ধার, আশ্রয়, বাঁধ, নিরাপদ ভূমি ও পুনর্বাসন রাষ্ট্রের দায়িত্ব; নাগরিক উদ্যোগ দিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা ঢাকা যায় না। আবার সরকারই সব করবে বলে নাগরিক নিজেকে দর্শকে পরিণত করলেও গণতন্ত্র ক্ষীণ হয়। রাষ্ট্রকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনা এবং নিজের অর্থ, সময়, দক্ষতা ও মনোযোগ দিয়ে যৌথ দায়িত্ব নেওয়া-দুটিই নাগরিকতার অংশ।

বাংলাদেশের প্রয়োজন তাই বদ্বীপীয় নাগরিকত্ব: এমন এক নাগরিক কল্পনা, যার ভিত্তি অভিন্ন শত্রু নয়, অভিন্ন নির্ভরতা; যার অর্থনীতি শুধু ব্যক্তিগত আয় নয়, সামাজিক আস্থা; যার প্রযুক্তি শুধু ভাইরাল কোড নয়, যাচাইকৃত তথ্য ও দ্রুত সহযোগিতা; যার "আমরা" কোনো দল, ধর্ম, জাতিগোষ্ঠী বা অঞ্চলের সীমানায় শেষ হয় না।

১৯৭০ দেখিয়েছিল দুর্যোগে রাষ্ট্রের নৈতিক চরিত্র প্রকাশিত হয়। ফেনী দেখিয়েছিল আমরা শ্রম, অর্থ ও প্রযুক্তি একত্র করে অসাধারণ একটি "আমরা" তৈরি করতে পারি। চট্টগ্রাম-বান্দরবান এবং মাজারে হামলা এখন জিজ্ঞেস করছে-কোনো বহিঃশত্রু, স্লোগান বা শুদ্ধতার দাবি ছাড়াই আমরা কি ভিন্ন মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সেই "আমরা" হয়ে থাকতে পারি?

একটি ডেল্টা শুধু কংক্রিটের বাঁধে টিকে থাকে না। এটি টিকে থাকে আস্থার বাঁধে, আইনের বাঁধে, স্মৃতির বাঁধে এবং পার্থক্যসহ পাশাপাশি থাকার লোকায়ত অভ্যাসে।

আজ মব যে মাজারটি ভাঙে, কাল সে ভাঙতে আসে আমাদের যৌথ "আমরা"-কে।

আর সেই "আমরা" ভেঙে গেলে পাহাড়ে, শহরে, চরে, উপকূলে কিংবা শিবিরে বিপদে থাকা মানুষটিকে আর নিজের মানুষ বলে চিনতে পারি না।

সে তখন "তারা" হয়ে যায়।

একটি বদ্বীপের টিকে থাকার জন্য তাকে আবার "আমরা" করে তোলাই এখন আমাদের সবচেয়ে জরুরি নাগরিক কাজ।

লেখক: কবি ও নৃবিজ্ঞানী।

মানবজীবনে খোদাপ্রেম

মুসা আল হাফিজ

আমাকে কে হত্যা করতে পারে প্রেম ছাড়া? কিন্তু প্রেমের হাতে নিহত হলে আমি তো নিহত হই না। জীবনের নতুন অর্থে প্রবেশ করি। মৃত্যু আমাকে মারতে পারে না, এটা তো চূড়ান্ত। মরণের মারণে মরে না মানুষ। সে স্থানান্তরিত হয় মাত্র। এক জগত থেকে আরেক জগতে যায়। কিন্তু যে জগতেই যাক, মানুষের আত্মা খুঁজে বেড়াচ্ছে পরম মোক্ষ, সে নিহিত আছে প্রেমে।

বিচার-বুদ্ধি, যুক্তি ও প্রজ্ঞার সব বয়ান আমরা শুনি। তারা আমাদের পথ দেখায়। মশালের মতো। প্রদীপের মতো। তারা বলে এই দেখো, সত্য এবং এগিয়ে যাও। কিন্তু সত্যের যে পথ, তার মর্মমূলে নিহিত আছে প্রেম।

সুফিরা বলেন প্রেম দুই রকম-

১. বাহ্যিক বা দৈহিক প্রেম : এর মানে হচ্ছে যা কিছু দৃশ্যত ও বাহ্যত আকর্ষণীয়, সুন্দর তার প্রতি মুগ্ধ টান, আকর্ষণ।

২. অভ্যন্তরীণ বা প্রকৃত প্রেম : যেহেতু যা কিছু সুন্দর তাই আল্লাহতায়ালার জামাল ও কামালের (সৌন্দর্য ও পূর্ণতার) তাজাল্লি (বিকীরণ), সেহেতু বাহ্যিক প্রেম অতিক্রম করে প্রকৃত প্রেমের স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব।

প্রেম হচ্ছে আধ্যাত্মিক তৎপরতার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সত্তাকে বিশোধনের একটি পদ্ধতি। হৃদয় বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার পর আল্লাহতায়ালার নুর বা আলো গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত হয়। হৃদয় যখন এমন একটি আয়নায় পরিণত হয়, যাতে আল্লাহতায়ালার কুদরতের বহিঃপ্রকাশসমূহ প্রতিফলিত হয়, তখন তাতে প্রকৃত বাস্তবতা তথা সত্য মুদ্রিত হয়ে যায় এবং তাতে সুস্পষ্ট হাকিকতে প্রবেশ করে মানুষ। সে নিজের মধ্যে আল্লাহর রহস্যসমূহকে আবিষ্কার করে এবং তার সঙ্গে সম্পর্কসূত্রকে জীবন্ত করে। এই সম্পর্কসূত্র হচ্ছে মানবেসত্তার চিরায়ত আমানত।

মহাকবি হাফিজ বলেছিলেন, 'যে আমানতের বোঝা আসমান বহন করতে পারেনি তার ব্যাপারে ভাগ্য এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

মহানবীর (সা.) ওপর দরুদ পড়ার গুরুত্ব

রায়হান রাশেদ

দরুদ ফারসি শব্দ। অর্থ হলো- শুভকামনা, কল্যাণ প্রার্থনা। দরুদ শব্দের আরবি হলো 'সলাত'। সলাত শব্দের মূল চারটি অর্থ- দরুদ বা শুভকামনা, তাসবিহ বা গুণকীর্তন, রহমত বা দয়া করুণা ও ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা। পরিভাষায় দরুদ বলতে 'আস সলাত আলান নাবি', অর্থাৎ নবীজির প্রতি দরুদ পাঠ বা তাঁর জন্য শুভকামনা, তাঁর গুণকীর্তন, তাঁর প্রতি আল্লাহর দয়া করুণা প্রার্থনা বোঝায়।

ইসলামি পরিভাষা মতে, 'সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির প্রতি আল্লাহতায়ালার দয়া ও শান্তিবর্ষণের জন্য প্রার্থনা করে যে বাক্য পাঠ করা হয়, তাকেই দরুদ বা সালাত বলা হয়।' (স্যালুটেশনস অন আওয়ার ডিয়ার প্রফেট, খাজা মোহাম্মাদ জুবায়ের, খালিজ টাইমস, ০১ জুন ২০১৭)।

জগতের অধিপতি আল্লাহ আমাদের মালিক। আমরা তার গোলাম। আমরা তাঁর ইবাদত করি। তাঁর গুণকীর্তন গাই। তাঁর নামে তাসবিহ জপি। শুধু আমরা কেন- জগতের সব সৃষ্টিই তাঁর ইবাদত করে। তাঁর নামে আমল করে। তিনি কোনো আমল করেন না। তাঁর আমলের প্রয়োজনও নেই। তবুও তিনি একটি মাত্র আমল করেন। একজনের জন্য ভালোবাসার বার্তা পাঠান। আল্লাহতায়ালা প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করেন। এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

শিক্ষা ও সম্প্রীতি প্রসারে মুসলমানদের অবদান

মুনশি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

মধ্যযুগে মুসলিম সভ্যতা সারা বিশ্বের জ্ঞানের জগতে বিরাট অবদান রেখেছিল। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর মুসলমানরা প্রথম বিভিন্ন দেশ জয়ের লক্ষ্যে অভিযান শুরু করেন। পরে তারা বুদ্ধিবৃত্তিচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। শতবর্ষব্যাপী তারা একান্ত বিনয়ের সঙ্গে প্রাচীন গ্রিকদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন। এভাবে নিজেদের সমৃদ্ধ করে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তারা স্বাধীন ও মৌলিক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী আরবদের জ্ঞানচর্চা চলছিল পাঁচশত বছর ধরে। এ সময়ই ছিল ইউরোপের ইতিহাসের অন্ধকারতম যুগ।

ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের মতে, মধ্যযুগের ইউরোপে বর্বরতা, পশ্চাৎপদতা, বুদ্ধিবৃত্তির স্থবিরতা এমনভাবে গ্রাস করেছিল, তা বর্ণনাতীত। মধ্যযুগ সম্পর্কে স্ট্যানলি লেনপুল বলেন, 'বহু শতক ধরে মুসলিম মুর শাসিত স্পেনে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার বিরাট ধারা অব্যাহত দেখা গিয়েছিল। শিল্পকলা ও বিজ্ঞান সাধনার জন্য বিরাট কেন্দ্র ছিল। মধ্যযুগে ইউরোপের অন্য কোনো দেশ তখন মুরদের জ্ঞানপিপাসার সমকক্ষ হতে পারেনি।' হিট্টি লিখেছেন, 'মধ্যযুগে কর্ডোভা, সেভিল, মালাগা ও গ্রানাডার মতো সুবৃহৎ নগরীতে মুরদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপের গির্জা, মঠকেন্দ্রিক শিক্ষাঙ্গন সৃষ্টির বহু আগে আরব সাম্রাজ্যের সব বড় বড় শহরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তরুণ ও প্রতিভাবান মুসলিম শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করত। সেখানে সুকুমার বৃত্তি ও জ্ঞানার্জনের প্রকৃত পরিবেশ ছিল।'

মুসলিম শাসিত স্পেনের শিক্ষানীতি : মুসলিম শাসিত স্পেনের শিক্ষানীতি ছিল উদার। এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

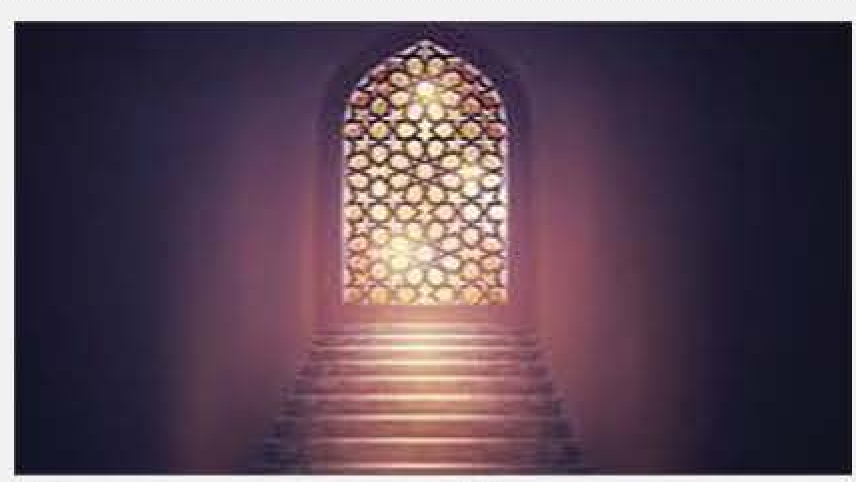

ঈমান ধ্বংসকারী সাত কাজ

আবরার নাঈম

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা সাত প্রকার সর্বনাশী কাজ থেকে দূরে থাক। লোকেরা বলল, সেগুলো কী কী হে আল্লাহর রাসুল! তিনি বললেন, এক. আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা, দুই. জাদু করা, তিন. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, চার. সুদ খাওয়া, পাঁচ. এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ, ছয়. যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো এবং সাত. মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। (রিয়াদুস সালেহিন : ১৮০২)।

আল্লাহর সঙ্গে শিরক বা অংশীদার সাব্যস্ত করা : শিরক এমন গোনাহ যা তওবা ছাড়া মাফ হয় না। আল্লাহ শিরক ছাড়া অন্য যেকোনো গোনাহ চাইলে মাফ করে দেন। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরিক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্যান্য গোনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন। যে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করল, সে এক মহা অপবাদ আরোপ করল।' (সুরা নিসা : ৪৮)।

জাদু করা : জাদুবিদ্যা শিক্ষা এবং তা বাস্তবায়ন করা গোনাহের কাজ। এ প্রসঙ্গে কোরআনে বর্ণিত ঘোষণা সুস্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বাবেল শহরে হারুত ও মারুত নামক দুজন ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিখতে নিরুৎসাহিত এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

দুর্যোগে আল্লাহর আশ্রয় কাম্য

ইলিয়াস মশহুদ

প্রকৃতির ভালো-মন্দসহ সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা আল্লাহর অধীনে। এসব কিছু শুধু তাঁর আদেশেই হয়। তাঁর হুকুম ও আদেশের বাইরে গাছের একটি পাতাও নড়ে না। নদীর এক ফোঁটা পানিও বয়ে যায় না। ঠিক তেমনি বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, টর্নেডো ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এতে মানুষের কোনো হাত নেই। এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে কোনো দেশে এবং যে কোনো শহরে যে কোনো মুহূর্তে হানা দিতে পারে। ঘূর্ণিঝড় 'মোখা'ও আমাদের জন্য একটি বড় পরীক্ষা। এ সময় প্রয়োজনীয় সুরক্ষা-ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ হতে হবে। ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা নয়, বরং এর ক্ষতি থেকে বাঁচতে আল্লাহর কাছে করুণা চাইতে হবে। কেননা, আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী এরূপ পরীক্ষা ও বিপদাপদ আসে মানুষের গোনাহের কারণে। পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'জলে-স্থলে বিপর্যয় মানুষের কৃতকর্মের ফল।' (সুরা রুম : ৪১)। তাই যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে হতাশ না হয়ে নিজের গোনাহের জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করা ও বেশি বেশি তাকে স্মরণ করা চাই।

দুর্যোগ-বিপর্যয় পাপের ফল : পবিত্র কোরআনে দুর্যোগের বিষয়ে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জানমাল ও ফলফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও; যারা নিজেদের বিপদাপদমসিবতের সময় বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের ওপর রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত। আর তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।' (সুরা বাকারা : ১৫৫-১৫৭)।

অন্য আয়াতে এসেছে, 'তোমাদের ওপর যেসব বিপদাপদ আসে, তা তোমাদেরই কর্মফল। এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

নামাজের সময় সূচি

Prayer Times For New York City — জুলাই ২০২৬

তারিখ	ফজর	সূর্য	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
17	4:05	5:39	1:02	6:11	8:25	9:59
18	4:06	5:40	1:02	6:11	8:24	9:58
19	4:07	5:41	1:02	6:11	8:23	9:57
20	4:08	5:42	1:02	6:10	8:23	9:56
21	4:10	5:43	1:02	6:10	8:22	9:55
22	4:11	5:44	1:03	6:09	8:21	9:54
23	4:12	5:44	1:03	6:09	8:20	9:52

source: salahtimes.com

Trump recommends Lindsey Graham's sister fill his Senate seat

Continued from page 19

want to run for the full term. A number of South Carolina Republicans have already expressed interest in taking over Graham's seat since his death Sunday, including Reps. Nancy Mace and Ralph Norman (R-S.C.).

Trump's word carries significant weight in deeply conservative South Carolina, and his preference for a caretaker appointment triggers a wide-open primary to take Graham's place as the Republican nominee for Senate.

State law stipulates that Republicans will have to run in a snap primary election on Aug. 11 — but the significantly truncated runway ahead of the election benefits candidates who have recently run statewide campaigns, including Lt. Gov. Pamela Evette and Norman who both ran unsuccessfully for governor this cycle.

'Love alone isn't enough': Tony and Priya Dias celebrate 25 years of marriage

Continued from page 19

Tony reflected on his life, marriage and the journey that has brought them this far. Asked how life has been in America, Tony smiled, saying, "We're doing very well. Priya, Ahona and I are living a happy life together. We feel blessed and grateful to the Almighty. We had a wonderful life in Bangladesh, and we've also been fortunate to receive immense love from people here."

When asked what has kept their marriage strong for a quarter of a century, Tony answered without hesitation. "It's love," he said. "But love alone isn't enough. There's also deep respect for one another. We travel a lot—not only across America but to many parts of the world. We make time for each other, share everything and celebrate life together because you only get one life."

He believes that keeping life simple has also played a significant role. "We've always wanted to live a simple life. We've never chased extravagance or wanted too much. Whatever God has given us has been enough. We've received so much love from people throughout our lives, and that is something we're truly grateful for."

Reflecting on what he considers his greatest achievement, Tony said that the affection of people is among life's biggest blessings. "We both love travelling. We love to laugh and create memories together. I especially enjoy driving, so we often take long road trips. Those journeys have given us countless beautiful memories."

Although the couple's wedding anniversary is on February 14, they chose to celebrate the milestone a little later.

"We got married 25 years ago on Valentine's Day," Tony said. "Recently, we organised a celebration in New York with many of our close friends. It was a wonderful evening filled with stories, laughter and memories. We wanted to make the occasion truly memorable."

One of the defining features of their relationship has been Tony's unwavering encouragement of Priya's artistic career. "Many women give up their artistic pursuits after marriage," he said. "I never wanted Priya to stop dancing. I'm happy that she has continued. We've performed together on many stages in America. I still recite poetry; we create videos together and preserve these moments. Our relationship is built not only on understanding but also on mutual respect. I deeply respect her passion for dance."

Trump: Iran blockade reinstated, US to charge 20 percent on Strait of Hormuz cargo

Continued from page 18

floated the idea earlier in a phone interview on Fox News' "Fox & Friends" programme, saying the US would probably take over the strait and should be reimbursed.

"We're going to keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that," he told the "Fox & Friends" programme.

Control of the Strait of Hormuz, a vital route for global oil supplies, has become one of the main battlegrounds of the conflict. Iran's effective blockade of the strait has pushed up energy prices and increased concerns about inflation globally.

"We're going to be reimbursed, because the other nations are very wealthy. They're on our side, and we can't be expected to do that for nothing," he said.

After announcing the waterway's closure on Saturday following what it described as an unauthorised transit, Tehran said on Sunday that passage remained suspended and that permits would be issued once "stability and calm" were restored.

"We had a deal. It was a done deal, and then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people, and so we're just going to hit them very hard," Trump said.

Iran's Revolutionary Guards said in a statement on Monday that the only way to restore regular shipping traffic through the strait was to end US military interventions in the waterway, and warned that "continued interference could lead to greater incidents in the global oil and gas sector."

US and Iranian forces exchanged heavy missile and drone attacks over the weekend and into Monday, with Tehran saying it had struck US military facilities across the Gulf and kept the Strait of Hormuz closed, driving oil prices higher.

The latest exchanges mark a sharp escalation in both the pace and geographic reach of attacks over the past week, casting doubt on an interim US-Iranian agreement signed last month to reopen the strait and halt hostilities while the sides pursued a further 60 days of negotiations.

Queens community boards continue to diversify

Continued from page 18

uplift entire demographics that have been grossly underrepresented.

The BP's office released the 25-page report on Thursday detailing the full breakdown of the borough's community boards.

This year, the BP's office received 962 total applications from Queens residents hoping to join their local boards. A little more than 360 total appointees were selected across all 14 boards. Of the 367 appointees, 115 were new to the boards.

A dozen of the new members were appointed to help fill the two boards with the highest number of vacancies – the Long Island City focused CB2, and CB14, which encompasses the Rockaways and Broad Channel.

Northern Queens' CB7, which includes areas from Whitestone down to Willets Point, and CB13 in Southeast Queens each had the fewest vacancies with four.

The BP's office said the diversification and increase in the number of younger members is a result of their effort to modernize the application process by putting it online, and of the institution of term limits citywide in 2018 to promote regular turn over.

However, the boards' demographics don't entirely align with the make up of the borough.

Around 37 percent of board members identify as white or European, a demographic that only makes up 23 percent of Queens.

Only around 20 percent of board members are Hispanic, while 28 percent of the borough is Hispanic. Queens is known for its significant foreign-born population, with nearly half of the borough coming from somewhere else. But only around 17 percent of community board members are foreign born. Board members also continue to skew older, despite the infusion of young members.

Between CB1 and CB2, which make up the increasingly progressive communities of Western Queens, only five members are younger than 30.

Only six of the 50 members of CB7 are younger than 40.

While he has celebrated diversifying the boards, Richards has long said there is still more work to be done. "There is more work ahead, however, and I look forward to appointing yet another diverse class of community board members next spring," he said. (Source-Queens Eagle. By Ryan Schwach)

Samanzar Sayeed crowned Miss World Bangladesh 2026

Continued from page 18

young people through modelling and presenting. Over time, we have continued to grow. We have already completed ten batches of modelling training, and many of our graduates are now building successful careers in the industry," she said at the event.

The judging panel featured Shirin Akhter Sheela, Miss Universe Bangladesh 2019; Rafah Nanjeba Torsa, Miss World Bangladesh 2019; Sheikh Saifur Rahman, consultant at Half Fashion and a heritage textile specialist; Mehrin Afroze Chowdhury, Editor, Star Lifestyle at The Daily Star; and Efa Tabassum, Miss International Bangladesh 2024.

Mamdani has already started fundraising for his 2029 reelection run

Continued from page 19

he has his skeptics and some Democrats jealous of his success. An impressive start can head off the more serious potential challengers."

It wasn't immediately clear if Mamdani has an initial fundraising goal. A spokesperson for his political operation didn't immediately return a request for comment.

While unusual, it's not unheard of for a New York City mayor to start fundraising for reelection this early in a first term. Former Mayor Eric Adams, who was a prolific fundraiser before his administration became engulfed in corruption scandals, started soliciting cash for his 2025 reelection effort just one month after taking office in January 2022. Adams dumped his bid for reelection in September 2025 amid fallout from his federal corruption indictment.

Shakira is set to co-headline the World Cup final's halftime

Continued from page 19

Yassine Bounou in the first half, keeping the match goalless, before making up for it with a goal in the 59th minute that drew him level with Messi as the tournament's joint-top scorer on eight goals.

Shakira was among those watching from the stands, spotted alongside her two sons.

The singer, whose 2010 hit "Waka Waka" remains one of football's most recognisable World Cup anthems, has attended several matches this tournament, including Argentina's clash with Austria at AT&T Stadium, where Messi's side also took the field.

Shakira is set to co-headline the World Cup final's halftime show alongside Madonna and BTS on Jul 19 at New York New Jersey Stadium.

রক্তস্নাত জুলাই: কায়েমি স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং ইতিহাসের অমোঘ পুনরাবৃত্তি

৬ পৃষ্ঠার পর

সুসংগঠিত এবং সুবিধাবাদী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো বিপ্লবের ফসল সুকৌশলে নিজেদের গোলায় তুলে নেয়। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ায় যখন জারতন্ত্রের পতন ঘটে, তখন সেটি ছিল সাধারণ কৃষক ও শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণ। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানেই সুসংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বলশেভিকরা সেই বিপ্লবের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেয়। তারা আপামর জনগণকে সাম্যের স্বপ্ন দেখালেও ধীরে ধীরে ক্ষমতাকে চরমভাবে কেন্দ্রীভূত করে নতুন ধরনের একনায়কতন্ত্রের জন্ম দেয়। স্বৈরাচারের পতনের পর বাংলাদেশেও সামগ্রিক সংস্কারের বদলে বিবদমান গোষ্ঠীগুলোর এই ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ সেই ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডিরই করুণ প্রতিধ্বনি।

একইভাবে আমরা যদি ২০১১ সালের আরব বসন্তের দিকে ফিরে তাকাই, তবে সেখানেও আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির ভয়ংকর প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মিসরের তাহরির স্কয়ারে স্বৈরশাসক হোসনি মোবারকের পতনের পর তরুণ প্রজন্ম যখন এক নতুন ও আধুনিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন বুনছিল, ঠিক তখনই সুসংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হস্তগত করে। রাষ্ট্রকাঠামোর গুণগত সংস্কারের বদলে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান সুসংহত করতে গিয়ে তারা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যার সুযোগে পুরনো অগণতান্ত্রিক ও সামরিক শক্তি পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফরাসি বিপ্লবের প্রলয়ংকারী অধ্যায়ের পরও চরমপন্থীদের হাত ঘুরে ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছিল 'ডিরেক্টরি' নামক একটি দুর্বল, দুর্নীতিগ্রস্ত পর্ষদের হাতে। তারা বিপ্লবের সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে কেবল বিদ্যমান শোষণমূলক কাঠামো টিকিয়ে রাখতেই ব্রতী ছিল। আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক চালচিত্রও এই অমোঘ সত্যটিই প্রমাণ করে যে, কেবল শাসকের পরিবর্তন হলেই সমাজের মুক্তি আসে না, যদি না বিবদমান পক্ষগুলো নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে শাসনব্যবস্থার আমূল ও কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

ফ্যাসিবাদ কেবল কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা একটি দলের সমার্থক নয়; ফ্যাসিবাদ হলো একটি মজ্জাগত সিস্টেম বা নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা। বিগত স্বৈরাচারী সরকার যে নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রযন্ত্র তৈরি করেছিল, আজ দুই বছর পর নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেই দানবীয় যন্ত্রটিকে ভাঙতে তো পারেইনি, বরং জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতসারে সেই একই কাঠামোর ওপর নির্লজ্জভাবে নির্ভর করছে। যে পুলিশ বাহিনী জুলাই মাসে সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচারে প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছিল, সেই পুলিশ কাঠামোর কোনো মৌলিক বা গুণগত সংস্কার আজও অধরা। প্রশাসনযন্ত্র রাতারাতি নিজেদের খোলস পাল্টে নতুন রাজনৈতিক পক্ষের বন্দনায় লিপ্ত হয়েছে এবং নতুন বাস্তবতার সাথে অত্যন্ত সুচারুভাবে আপস করেছে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গড়ার যে বজ্রকঠিন দাবি ছিল, তা বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থের সংঘাতে ও আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে চিরতরে হারিয়ে গেছে। বিগত সরকারের আমলে দেশের অর্থনীতিকে অক্টোপাসের মতো পেঁচিয়ে ধরেছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন অলিগার্ক বা লুটেরা পুঁজিপতি। বিপ্লবের পর সাধারণ মানুষ বুকভরা আশা নিয়ে ভেবেছিল এই লুণ্ঠনতন্ত্রের চির অবসান ঘটবে। কিন্তু রূঢ় বাস্তবতায় দেখা গেল, পুরনো সিন্ডিকেটের হাতবদল হয়েছে মাত্র; বাজার থেকে এর বিষাক্ত প্রভাব বিন্দুমাত্র দূরীভূত হয়নি। রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদলের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সুবিধাবাদীদের কেবল মুখোশ পাল্টেছে, মূল চরিত্র রয়ে গেছে আগের মতোই। বিচারবিভাগ এবং নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও প্রভাবমুক্ত করার কোনো দৃশ্যমান, অকাট্য কাঠামো এই দুই বছরে দাঁড় করানো সম্ভব হয়নি, কারণ প্রতিটি বিবদমান পক্ষই প্রচ্ছন্নভাবে চেয়েছে এই প্রতিষ্ঠানগুলো যেন তাদের নিজস্ব ইশারায় ও অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত হয়।

ফ্যাসিবাদ পতনের সবচেয়ে বড় ও মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি হলো, সমাজ থেকে অসহিষ্ণুতার বিষবাষ্প দূর না হওয়া। প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিখ নিটশে যথার্থই বলেছিলেন, "যে দানবের সাথে লড়াই করে, তার খেয়াল রাখা উচিত সে যেন নিজেই দানবে পরিণত না হয়।" আজকের বাংলাদেশে আমরা এক নতুন সামাজিক অসহিষ্ণুতার লেলিহান শিখা প্রত্যক্ষ করছি। সমাজ চরমভাবে মেরুকৃত ও খণ্ডিত। কেউ সামান্য ভিন্নমত পোষণ করলেই তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করার বা বিভিন্ন নেতিবাচক ট্যাগ দেয়ার যে বিষাক্ত প্রবণতা, তা সমাজে এক ভীতিকর ও শ্বাসরুদ্ধকর নীরবতা তৈরি করেছে। পরমতঅসহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আকাল কেবল রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রেই নয়, বরং সমগ্র সমাজব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ক্যান্সারের মতো প্রবেশ করেছে। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, বহুত্ববাদী সমাজ গড়ার বদলে আমরা যেন নতুন করে নিজেদের অদৃশ্য দেয়াল তুলে দিচ্ছি। যে অকুতোভয় ছাত্র-জনতা বাকস্বাধীনতার জন্য লড়াই করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল, আজ তাদের অনেকেই হতাশায় জড়। কারণ, ক্ষমতাকেন্দ্রিক বিবদমান গোষ্ঠীগুলো তাদের মতাদর্শের বাইরের কোনো গঠনমূলক সমালোচনাকেও সহজে গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করছে।

আমাদের এই জাতীয় ছিন্নতার নেপথ্যের মূল কারণগুলো অত্যন্ত গভীর এবং কাঠামোগতভাবে প্রোথিত। প্রথমত, আমাদের সামগ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি চরমভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, স্তাবকতামূলক এবং ক্ষমতামুখী। রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে এবং বাইরে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক চর্চার যে নিদারুণ অভাব, তা গোটা ব্যবস্থাকেই কলুষিত করে রেখেছে। দ্বিতীয়ত, সুশীল সমাজের চরম মেরুকরণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াত্ব। যারা অন্ধকারের মাঝে সমাজকে পথ দেখাবে, সেই বুদ্ধিজীবীরাও আজ বিভক্ত হয়ে পড়েছেন নানা স্বার্থের সমীকরণে ও ক্ষমতার পদলেহনে। একটি নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ নির্মাণের জন্য যে অকুতোভয় বুদ্ধিবৃত্তিক সাহস ও সততা প্রয়োজন, তার বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তৃতীয়ত, আমাদের মজ্জাগত প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা। আমরা যুগ যুগ ধরে ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছি, মজবুত প্রতিষ্ঠান গড়ায় নয়। যতদিন না আমরা শক্তিশালী, স্বাধীন ও স্বয়ংক্রিয় প্রতিষ্ঠান গড়তে পারব এবং বিবদমান পক্ষগুলো নিজেদের সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হবে, ততদিন কোনো প্রক্রিয়াই প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক বা কল্যাণমুখী হতে পারবে না।

তবে আজ যে গুমোট রাজনৈতিক বাস্তবতা তৈরি হয়েছে, তা কোনোভাবেই চিরস্থায়ী নয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ কখনো নীরবে মরে যায় না, তা কেবল জমা হয় এবং একসময় আগ্নেয়গিরির মতো বিস্ফোরিত হয়। চব্বিশের জুলাই গণঅভ্যুত্থান আমাদের একটি ধ্রুব সত্য শিখিয়েছে-বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যায়, তখন তারা অসাধ্য সাধন করতে পারে। রাষ্ট্রকাঠামোর আমূল সংস্কার ছাড়া, জনগণের প্রকৃত ভোটাধিকার নিশ্চিত করার একটি বাধাহীন পরিবেশ তৈরি করা ছাড়া এবং সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সমাজ গঠন ছাড়া কোনো কৃত্রিম রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। বিপ্লব কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে শেষ হয়ে যায় না, এটি একটি প্রবহমান ও চলমান রেখা। চব্বিশের জুলাই হয়তো আজও তার কাঙ্ক্ষিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি, কিন্তু মানুষের অন্তরাত্মায় যে মুক্তির স্ফুলিঙ্গ একবার জ্বলে উঠেছে, তা সহজে নিভে যাওয়ার নয়। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এই রূঢ় সত্য অনুধাবন করতে হবে যে, পুরনো কায়দায়, পুরনো মানসিকতায় এবং কেবল নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলের মাধ্যমে একটি নতুন ও আধুনিক বাংলাদেশ পরিচালনা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। শহীদদের রক্তের দাগ কখনো মিথ্যা বলে না, আর কালস্রোত কখনো প্রতারকদের ক্ষমা করে না। আমাদের কেবল গভীর ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে হবে এবং নিজেদের শাণিত ও প্রস্তুত করতে হবে একটি সুদীর্ঘ বুদ্ধিবৃত্তিক ও কাঠামোগত লড়াইয়ের জন্য। কারণ, মুক্তির আসল সংগ্রাম ও কাঙ্ক্ষিত সংস্কার এখনো বাকি; হয়তো চব্বিশের জুলাই ছিল কেবলই সেই মহাকাব্যিক লড়াইয়ের এক অবিস্মরণীয় সূচনা।

লেখক: কবি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

মর্নিং ব্রেথ দূর হোক অস্বস্তি

২০ পৃষ্ঠার পর

বদ-অভ্যাসের কারণে অ্যালকোহল সেবন করবেন না। আবার রাতের খাবার গ্রহণে সতর্ক থাকতে হবে। যেসব খাবার লালার প্রবাহ কমিয়ে দিতে পারে সেগুলো খাওয়া ঠিক নয়। যেমন, কফি বা ক্যাফেইন সমৃদ্ধ পানীয় রাতের বেলায় পান করলে প্রস্রাব বেশি হবে এবং শরীর থেকে অতিরিক্ত পানি বের হয়ে যাবে। মৃদু ডিহাইড্রেশন সৃষ্টি হতে পারে। ফলে শুষ্ক মুখের সৃষ্টি হবে। আর তখনই মর্নিং ব্রেথ দেখা দেবে যা কারও কাম্য হতে পারে না।

সুগারের মাত্রা বেশি হলে : রাতের বেলায় আপনার রক্তে সুগারের মাত্রা বেশি হলে শুষ্ক মুখ দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত সুগারের ক্ষেত্রে কিডনি আর কাজ করতে পারে না। তাই অতিরিক্ত সুগার প্রস্রাবের সঙ্গে বের হয়ে যায়। ফলে ডিহাইড্রেশন হতে পারে। ডিহাইড্রেশন হলে শুষ্ক মুখ দেখা দেবে। শুষ্ক মুখের কারণে দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া বংশবৃদ্ধি করে। ফলে মর্নিং ব্রেথ দেখা দিতে পারে।

মুখ দিয়ে শ্বাস নিলে : রাতের বেলায় মুখ দিয়ে শ্বাস নিলেও মুখ শুষ্ক হয়ে যায়। নাকে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকলে অথবা মুখ খোলা রেখে ঘুমালে শুষ্ক মুখের সৃষ্টি হয়। ক্রমাগত দুশ্চিন্তা, ক্যান্সার চিকিৎসার সময় কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি গ্রহণ করলে শুষ্ক মুখ হতে পারে। আর শুষ্ক মুখ হলেই আপনার মর্নিং ব্রেথ দেখা দিতে পারে। এগুলো ছাড়া ক্রনিক সাইনোসাইটিস, এসিড রিফ্লাক্স বা এসিড উদ্গীরণ, পাকস্থলীর রোগ এবং অন্যান্য কিছু রোগের কারণে মর্নিং ব্রেথ হতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুধু মর্নিং ব্রেথ নয় বরং সারাদিনই মুখে দুর্গন্ধ হয় অনেকের।

যদি ব্রাশ এবং ফ্লস ঠিকভাবে না করা হয় এবং জিহ্বা পরিষ্কার না করলে মর্নিং ব্রেথ হতে পারে। মুখের স্বাস্থ্য অবশ্যই ভালো রাখতে হবে। মর্নিং ব্রেথ অনেক সময় পেরিওডন্টাল রোগের একটি লক্ষণ হিসাবে দেখা দেয়। তাই এক্ষেত্রে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে হবে। এছাড়া রাতে ঘুমানোর সময় এক থেকে দুই গ্লাস পানি পান করবেন। রাতে ঘুম থেকে জেগে ওয়াশরুমে গেলে পুনরায় শোয়ার সময় অবশ্যই এক গ্লাস পানি পান করবেন। তবে পাকস্থলীর কিছু রোগ এবং ওষুধের কারণে শুষ্ক মুখ হলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।

লেখক: মুখ ও দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ।

চর্মরোগ সোরিয়াসিস

২০ পৃষ্ঠার পর

ঘাম, কর্টিকোস্টেরয়েড ইত্যাদি। কারও কারও ট্যাটু বা অ্যালকোহলের কারণেও সোরিয়াসিস বাড়তে পারে। এসব পরিস্থিতিতে সোরিয়াসিস পুরো শরীরে ছড়িয়ে ইরাইথ্রোডার্মার মতো মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

আক্রান্তের স্থান : সোরিয়াসিস কেবল ত্বকে নয়, আক্রান্ত হতে পারে শরীরের অন্যান্য অঙ্গেও। সাধারণত কনুই, হাঁটু, মাথা, হাত ও পায়ের নখ আক্রান্ত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মাথার ত্বক আক্রান্ত হতে পারে এবং হাতের নখের রঙ নষ্ট হয়ে যায় এবং গর্ত হয়ে যায়। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা ছত্রাকজনিত সংক্রমণ (ইনফেকশন), টনসিলাইটিস বা মুখগহ্বরের সংক্রমণ।

চিকিৎসা কী : সোরিয়াসিস পুরোপুরি ভালো হয় না, নিয়ন্ত্রণে রেখে স্বাভাবিক জীবন যাপন করা যায়। সোরিয়াসিসের ধরন বুঝে নিয়মিত চিকিৎসা নিতে হয়। আক্রান্ত স্থানের ওপর বিভিন্ন ধরনের মলম ও ক্রিম লাগাতে হয়।

মুখে খাবার কিছু ওষুধও প্রয়োজনে খেতে হবে। অবশ্যই এসব ওষুধ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে খেতে হবে। সোরিয়াসিস যাতে না বাড়ে সে জন্য বেশি গোসল, সাবান থেকে বিরত থাকতে হবে। তৈলাক্ত জিনিস ঘন ঘন ব্যবহার করতে পারেন। নারকেল তেল, অলিভ অয়েল বা ভ্যাসলিন ব্যবহার করা। এছাড়া আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি দিয়েও চিকিৎসা করা হয়। অনেক রোগী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন তাই কাউন্সেলিংয়েরও দরকার হতে পারে।

জেনে রাখা ভালো : সরাসরি সূর্যালোক ও শুষ্ক ত্বক সোরিয়াসিস রোগীর জন্য ক্ষতিকর। তাই সরাসরি রোদে অনেকক্ষণ থাকা যাবে না। ত্বক আর্দ্র রাখতে হবে। শুরুতেই রোগটি শনাক্ত করে একজন ত্বক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা করলে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, ত্বক, চর্ম যৌন ও হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি বিভাগ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল।

ফুসফুসের ক্যানসার নাকি যক্ষ্মা

২০ পৃষ্ঠার পর

পারে।
যক্ষ্মায় প্রথম দিকেই কাশির সঙ্গে রক্ত যেতে পারে, ক্যানসারে এ লক্ষণ বেশ দেরিতে আসে।

পরীক্ষা

বুকের এক্সরে দেখে চিকিৎসক বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যক্ষ্মা নাকি ক্যানসার, তার ধারণা পান। তবে সন্দেহ হলে সিটি স্ক্যান ও ব্রঙ্কোসকোপির মাধ্যমে ক্যানসার শনাক্ত করা যায়।
যক্ষ্মা যেহেতু জীবাণুঘটিত রোগ, তাই কাশিতে এর জীবাণু শনাক্ত করা যায়। ক্যানসার নিশ্চিত করতে এফএনএসি বা সেরা বায়োপসির প্রয়োজন হতে পারে।
বুকে পানি জমলে তার ধরন দেখে ও তাতে ক্যানসার কোষের উপস্থিতি দেখেও ক্যানসার নিশ্চিত করা যায়।

ফুসফুস ক্যানসারের কারণ

ফুসফুস ক্যানসারের প্রধান কারণ ধূমপান। যাঁরা দৈনিক ২০টির বেশি সিগারেট খান, তাঁদের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ২০ গুণ বেশি। ধূমপায়ীর আশপাশের অধূমপায়ীও (প্যাসিভ স্মোকার) ক্যানসারে আক্রান্ত হতে পারেন।
অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, আর্সেনিক, অ্যাসবেসটস, র‍্যাডন প্রভৃতি পদার্থের অনিয়ন্ত্রিত সংস্পর্শ ও বায়ুদূষণ।
ফুসফুসের যে স্থানে যক্ষ্মা হয়, নিরাময়ের পর একই স্থানে ক্যানসার হওয়ারও ঝুঁকি থাকে।
ফুসফুস ক্যানসারের অন্যতম কারণ কাঠের চুলার ধোঁয়া ও রান্নার তেলের বাষ্প নিশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ।

করণীয়

ধূমপান ছাড়তেই হবে। মাস্ক ব্যবহারে বায়ুদূষণ থেকে অনেকটাই রেহাই পাওয়া সম্ভব। কারখানার কর্মীরা প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মেনে চলবেন। রান্নার ধোঁয়া প্রতিরোধেও ব্যবস্থা নিতে হবে।
দুই সপ্তাহের বেশি স্থায়ী কাশি বা ওজন হ্রাস, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, রক্তমিশ্রিত কাশি দেখা গেলে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করানো জরুরি।
যক্ষ্মার জীবাণু শনাক্ত করেই ওষুধ শুরু করা উচিত। বুকে পানি জমলেই যক্ষ্মা ধরে নেওয়া উচিত নয়। ক্যানসারের সন্দেহ দূর করতে পরীক্ষা করাতে হবে। যক্ষ্মা সেরে যাওয়ার পরও নিয়মিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে।
লেখক: বিভাগীয় প্রধান, রেডিওথেরাপি বিভাগ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল।

কোলোরেক্টাল ক্যানসার শনাক্তে স্ক্রিনিং কেন গুরুত্বপূর্ণ

২০ পৃষ্ঠার পর

ক্ষেত্রে সাধারণত প্রতি ১০ বছরে একবার কোলনোস্কোপি করা হয়। মল পরীক্ষা বছরে একবার করা যেতে পারে।
স্ক্রিনিংয়ে কি ঝুঁকি আছে: কোলনোস্কোপি সাধারণত নিরাপদ। তবে খুব কম ক্ষেত্রে রক্তপাত বা অন্ত্রে ক্ষত হতে পারে।
লেখক: ডা. ইসমাত জাহান, সহযোগী অধ্যাপক, কোলোরেক্টাল সার্জারি, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

পুরুষদের কেন ফুসফুসের ক্যানসার বেশি হয়

২০ পৃষ্ঠার পর

পায়।
স্মল সেল: এটি দ্রুত বাড়ে এবং সাধারণত ধূমপায়ীদের মধ্যে এই ফুসফুস ক্যানসার বেশি দেখা যায়।

ক্যানসার নির্ণয়

ক্যানসার সঠিকভাবে নির্ণয় করতে দরকার হয় রোগীর সম্পূর্ণ ইতিহাস এবং শারীরিক পরীক্ষা। কিছু ল্যাবরেটরি পরীক্ষার দরকার হয়। যেমন কফ পরীক্ষা, বুকের এক্সরে, বুকের সিটি স্ক্যান। বিশেষায়িত পরীক্ষার মধ্যে প্যাট স্ক্যান, ব্রঙ্কোসকপি, বায়োপসি, রক্তের টিউমার মার্কার ইত্যাদি করা হয়।

চিকিৎসা কী

বিকিরণ থেরাপি: সাধারণত একটি রৈখিক অ্যাক্সিলারেটরের মাধ্যমে ক্যানসার কোষকে লক্ষ্য করে উচ্চশক্তিসম্পন্ন বিকিরণ রশ্মি দেওয়া হয়।
কেমোথেরাপি: ক্যানসারের কোষকে ধ্বংস করার জন্য ক্যানসার প্রতিরোধী ওষুধের পরামর্শ দেওয়া হয়।
টার্গেট থেরাপি: রেডিওইমিউনোলজিক্যাল ফার্মাসিউটিক্যালের লক্ষ্যযুক্ত ডেলিভারি, যা ক্যানসার কোষের ওপর কাজ করে এবং বেছে বেছে তাদের ধ্বংস করে।
জৈবিক থেরাপি: ক্যানসার প্রতিরোধক টিকা, যা বেছে বেছে ক্যানসার কোষের বিরুদ্ধে কাজ করে।

প্রতিরোধ

প্রত্যক্ষ ধূমপান বর্জন এবং পরোক্ষ ধূমপান এড়িয়ে চলা।
বায়ুদূষণ এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক বা গ্যাস থেকে দূরে থাকা।
স্বাস্থ্যকর তথা পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ।
নিয়মিত ব্যায়াম।

শেষ কথা

ফুসফুসের ক্যানসার একটি জটিল রোগ। এর চিকিৎসা কঠিন ও ব্যয়বহুল। শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে শুধু ধূমপান এই রোগের ক্ষেত্রে দায়ী অর্থাৎ এটি প্রতিরোধযোগ্য। ধূমপান পরিহার করে, নিয়মিত পরীক্ষা (স্ক্রিনিং) করে, সন্দেহজনক কোনো উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার মাধ্যমেই আমরা এ রোগের অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারি।
লেখক: চিফ কনসালট্যান্ট, রেসপিরেটরি কেয়ার ইউনিট, ইউনিভার্সেল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং সভাপতি, বাংলাদেশ ইন্টারভেনশনাল পালমোনোলজি ক্রিটিক্যাল কেয়ার অ্যান্ড স্লিপ সোসাইটি (বিপস)।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।
Cell: 718-864-8882
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine
Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com
718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট
Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.
We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.
Dental Office
Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700
Mon-Tue-Thu-Fri (2Pm to 7 Pm)
Wednesday (12 Pm to 5 Pm)
Saturday (12pm to 5 Pm)

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

আর্জেন্টিনার ঐতিহাসিক ফিরে আসার গল্প

১ পৃষ্ঠার পর

তাই করলো। আর্জেন্টিনার সঙ্গে ২ গোলে এগিয়ে থেকেও তারা হেরেছিল ডিফেন্সিভ কৌশলের কারণে। কিন্তু আর্জেন্টিনার মতো টিমকে আটকানো কি এত সহজ! যেখানে মেসি রয়েছেন! মাঠ জুড়েই ছিলেন মেসি। ৫৫ মিনিটে ইংলিশ ফরওয়ার্ড অ্যান্থনি গর্ডন গোল করেন। এরপর থেকে তারা পুরোটাই ডিফেন্সিভ এবং অগোছালো হয়ে যায়। আর এর সুযোগ নেন লিওনেল মেসি। মেসি তো এমনই। এটা মেসির শেষ বিশ্বকাপ। তাকে জিততেই হতো। একার লড়াই আর নিজের জাদুতে মেসি আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে নিয়ে গেলেন। গোলের পর মেসি ফুঁসে ওঠেন। তিনি খেলায় একের পর আক্রমণ শানাতে থাকলেন। আর্জেন্টাইন হানায় একসময় ভেঙে পড়ে ইংলিশ রক্ষণভাগ। অবশ্য ইংলিশ গোলকিপার পিকফোর্ড নিশ্চিত তিনটি গোল রুখে দেন। ৫৮ মিনিটে আর্জেন্টিনা গোল পেয়েই যাচ্ছিল। ইংলিশ ডিফেন্ডার জেদ স্পেনস আর্জেন্টিনার একটা অবধারিত অ্যাটাক বানচাল করে দেন। স্পেনস অসাধারণ খেলেছেন। জেদ স্পেনস ইংল্যান্ডের প্রথম মুসলিম প্লেয়ার। নরওয়েকে হারানোর পর জেদ স্পেনস হাঁটু গেড়ে বসেন এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিশ্বকাপে স্পেনসের উত্থান চোখে পড়ার মতো। যাইহোক, খেলার শুরুটা ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। একের পর এক ফাউল করে আর্জেন্টিনা খেলছিল। প্রথমার্ধেই ১২টি ফাউল করে। ইংল্যান্ড করেছিল ৭টি। এই খেলায় ৪টা হলুদ কার্ড হয়েছে। শেষ কথা, ইংলিশদের ভাগ্য বদলায়নি। এবার সুযোগটা এসেছিল। বলা চলে, নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মারলো। বদলালো না ইতিহাস। যে ইতিহাস বদলানোর জন্য ৬০ বছর ধরে তারা লড়াই করছে।

শ্বাসরুদ্ধকর এই খেলা শেষে গ্যালারি জুড়ে উল্লাস। ওলে ওলে শব্দে মাঠ যেন কাঁপছিল। মেসির অন্তহীন আনন্দ। তিনি রীতিমতো কাঁপছিলেন। ফুটবলে ভাগ্য বলেও একটা কথা আছে। মেসি আসলেই ভাগ্যবান। ৩৯ বছর বয়সে তিনি যেভাবে এবার বিশ্বকাপ মাতালেন ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। ফাইনালে কী করেন দেখা যাক। নতুন কোনো ইতিহাস তৈরি হয় কিনা!

খেলা শেষে হ্যারি কেইন যা বললেন

বিবিসি ওয়ানের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেইন বলেন"ছেলেদের জন্য ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, দলের জন্য, কোচিং স্টাফের জন্য, সমর্থকদের জন্য। সবার জন্যই খুব খারাপ লাগছে।

ম্যাচের বেশিরভাগ সময় আমরা ভালো খেলেছি। ১-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর মনে হলো- আমরা শুধু সেই লিড ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই পর্যায়ের ফুটবলে সেটা যথেষ্ট নয়। তাই খুব হতাশ লাগছে। কারণ এখানে পৌঁছাতে আমরা কঠোর পরিশ্রম করেছি এবং ছেলেরা নিজেদের শেষ শক্তিটুকু উজাড় করে দিয়েছে-দৌড়, রক্ত, ঘাম, চোখের জল সবকিছু।

তাই এত কাছে এসেও লক্ষ্য পূরণ করতে না পারাটা সত্যিই হৃদয়বিদারক।" ১-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর কী সমস্যা হয়েছে, সে সম্পর্কে কেইন বলেন

"আমরা বলের ওপর চাপ তৈরি করতে হিমশিম খেয়েছি। বিশেষ করে প্রথমার্ধে এবং দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে। যদিও আমরা তাদের ভালোভাবে প্রেস করেছিলাম এবং মাঠের উঁচু এলাকায় অনেক চাপ সৃষ্টি করেছিলাম। এর ফলে আমরা বল পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি। কিছুটা ভালোভাবে খেলার নিয়ন্ত্রণও নিতে পেরেছি।"

গোলের পর কী ঘটেছিল, সে সম্পর্কে তার মন্তব্য, "গোল করার পর হয়তো তারা আরও বেশি খেলোয়াড় নিয়ে আক্রমণে উঠেছিল। অথবা আমরা ব্যক্তি-ব্যক্তি লড়াইয়ে তাদের সঙ্গে তাল মেলাতে পারিনি। ফলে একের পর এক আক্রমণের ঢেউ আমাদের ওপর এসে আছড়ে পড়ছিল।

ছেলেরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে শট ব্লক করছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটি যথেষ্ট ছিল না।"

এটি কি দলের জন্য এক ম্যাচ বেশি হয়ে গেল কিনা-এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,

"আমি জানি না। ছেলেরা সবসময় ম্যাচের যেকোনো মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত থাকে। আমরা এগিয়ে যাওয়ার পর বার্তা ছিল আবার আক্রমণে যাওয়া এবং আরেকটি গোল করার চেষ্টা করা।

কিন্তু তারা যখন তাদের দুটি গোল করে ফেলল, তখন আমরা ম্যাচে ফেরার জন্য কিছু একটা করার চেষ্টা করেছি। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা আর খেলার গতি ও নিয়ন্ত্রণ নিজেদের পক্ষে ফিরিয়ে আনতে পারিনি।"

সেমিফাইনালের জয় ম্যারাডোনাকে উৎসর্গ

১ পৃষ্ঠার পর

মেসি। ১৯৮৬ সালে ম্যারাডোনার বিশ্বকাপ জয়ের ৩৬ বছর পর আর্জেন্টিনাকে আবারও শিরোপা এনে দেন তিনি। ২০২২ সালে কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে যে ট্রফিতে চুম্বন করেছিলেন মেসি, চার বছর পর নিউইয়র্কে আবারও সেই স্বপ্ন ছোঁয়ার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে আর্জেন্টিনা। সেমিফাইনালে পিছিয়ে পড়েও দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখেছেন এনজো ফার্নান্দেজ ও লাউতারো মার্তিনেজরা। দুই গোলের পেছনেই ছিল মেসির অবদান, দুটি অ্যাসিস্টই এসেছে তার পা থেকে। আর এই স্মরণীয় জয়টি তিনি উৎসর্গ করেছেন প্রয়াত কিংবদন্তি দিয়েগো ম্যারাডোনাকে।

ম্যাচ শেষে টিওয়াইসি স্পোর্টসের এক প্রতিবেদক মেসির হাতে তুলে দেন ১৯৮৬ বিশ্বকাপে ম্যারাডোনার পরা আর্জেন্টিনার ঐতিহাসিক জার্সি। আবেগঘন সেই মুহূর্তে মেসি জানান, এই জয় ম্যারাডোনার জন্যও বিশেষ এক উপহার।

মেসি বলেন, 'আমি নিশ্চিত, দিয়েগো ওপর থেকে এই ম্যাচ উপভোগ করছেন। আজ তার জন্য খুবই বিশেষ একটি দিন। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, তাকে এই আনন্দ দিতে পেরেছি। এটাও তার জন্য একটি উপহার।'

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার এই জয় অনেকের মনেই ফিরিয়ে এনেছে ১৯৮৬ বিশ্বকাপের স্মৃতি। সেবার কোয়ার্টার ফাইনালে ম্যারাডোনা 'হ্যান্ড অব গড' ও 'গোল অব দ্য সেঞ্চুরি' খ্যাত দুটি গোল করে ইংল্যান্ডকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছিলেন। পরে তার নেতৃত্বেই বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পায় আর্জেন্টিনা।

চার দশক পর আবারও বিশ্বকাপের মঞ্চে একই প্রতিপক্ষকে একই ব্যবধানে হারাল আলবিসেলেস্তেরা। আর সেই জয়ের কেন্দ্রে ছিলেন লিওনেল মেসি। ম্যাচে শুরুতে পিছিয়ে পড়লেও তিনি ছিলেন শান্ত ও ধৈর্যশীল। মাঝমাঠে নেমে খেলার ছন্দ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি তৈরি করেছেন দুই গোলের সুযোগ।

প্রথমে এনজো ফার্নান্দেজকে নিখুঁত পাস দিয়ে সমতাসূচক গোলের পথ খুলে দেন। পরে লাউতারো মার্তিনেজের উদ্দেশে বাড়ানো ক্রস থেকে আসে জয়সূচক হেড। এখন শিরোপার পথে আর্জেন্টিনার সামনে শেষ বাধা স্পেন।

আগামী রোববার অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল। সেই ম্যাচে জয় পেলে ১৯৬২ সালের ব্রাজিলের পর প্রথম দল হিসেবে টানা দুইবার বিশ্বকাপ জয়ের কীর্তি গড়বে আর্জেন্টিনা।

তবে ফাইনালের আগে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এই ঐতিহাসিক জয়কে ম্যারাডোনার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবেই দেখছেন মেসি। তার বিশ্বাস, আর্জেন্টিনার প্রতিটি বড় অর্জনের সঙ্গে ম্যারাডোনার স্মৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকবে।

বিশ্বকাপে কে জিতবে? আর্জেন্টিনা নাকি স্পেন

১ পৃষ্ঠার পর

মাদ্রিদের মেট্রোপলিতানো স্টেডিয়ামে হওয়া সে প্রীতি ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে ৬-১ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছিল স্বাগতিকেরা। সে বছর রাশিয়াতে হওয়া বিশ্বকাপের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নেয় আর্জেন্টিনা।

বর্তমান আর্জেন্টিনা দলে থাকা জিওভানি লো সেলসো, নিকোলাস ওতামেন্দি, লাউতারো মার্তিনেস, লিয়ান্দ্রো পারেদেস ও নিকোলাস তালিয়াফিকো সেই ম্যাচে খেলেছিলেন। ডান পায়ের অ্যাডাক্টর পেশির চোটের কারণে মাঠে নামতে পারেননি আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি।

বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা ও স্পেনের সাক্ষাৎ হয়েছিল মাত্র একবার: ১৯৬৬ সালে। গ্রুপ পর্বের সেই ম্যাচে হুয়ান কার্লোস লরেঞ্জোর অধীনে ২-১ গোলে জয় তুলে নিয়েছিল লাতিন আমেরিকার দলটি। তাদের হয়ে দুটি গোলই করেন লুইস আরতিমে। সেই আসরে কোয়ার্টার ফাইনালে স্বাগতিক ইংল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিল আর্জেন্টিনা।

বিশ্বকাপ ফাইনাল ছাড়াও দুই দলের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ এখনো বাকি রয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আর্জেন্টিনা ও স্পেনের ফিনালিসিমায় মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। কাতারে গত ২৭ মার্চ ম্যাচটি আয়োজনের পরিকল্পনা থাকলেও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে সেটি স্থগিত করা হয়। এখনো নতুন সূচি ঘোষণা করা হয়নি।

একমাত্র ফিনালিসিমা হয়েছিল ২০২২ সালে। ওয়েম্বলিতে ইতালিকে হারিয়ে সেই শিরোপা জিতেছিল আর্জেন্টিনা। এমন বাস্তবতায় নিউইয়র্ক নিউজার্সির ফাইনাল শুধু বিশ্বকাপের শিরোপা নির্ধারণ করবে না, বরং আর্জেন্টিনা-স্পেন দ্বৈরথে ইতিহাসের পাল্লাও এক দলের দিকে ঝুঁকে যাবে।

এসডিজি বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সহযোগিতা চায় বাংলাদেশ

৬২ পৃষ্ঠার পর

আল মামুদ তিতুমীর।

জাতিসংঘ সদরদপ্তরে পৃথক বৈঠকে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল লি জুনহুয়া, জাতিসংঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (ইউএন-এসক্যাপ) নির্বাহী সচিব ও আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল আর্মিদা সালসিয়াহ আলিসজাহবানা এবং সহকারী মহাসচিব ও ইউএনডিপির এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ব্যুরোর আঞ্চলিক পরিচালক কান্নি উইগ্নারাজার সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ আহ্বান জানান।

আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল এবং ইউএন ডেসার প্রধান লি জুনহুয়ার সঙ্গে বৈঠকে তিনি বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের প্রস্তুতিকাল তিন বছর বাড়ানোর অনুরোধের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, স্মুথ ট্রানজিশন স্ট্র্যাটেজি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন এবং টেকসই ও অপরিবর্তনীয় উত্তরণ নিশ্চিত করতেই এই সময় বৃদ্ধির অনুরোধ করা হয়েছে।

লি জুনহুয়া বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় ইউএন ডেসার অব্যাহত সহযোগিতার আশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ প্রক্রিয়া সফল ও টেকসই করতে দেশটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল আর্মিদা সালসিয়াহ আলিসজাহবানার সঙ্গে বৈঠকে ড. তিতুমীর বলেন, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত গণরায় সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, জবাবদিহিমূলক সুশাসন এবং জনকল্যাণমুখী উন্নয়ন কর্মসূচিকে এগিয়ে নেওয়ার ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করেছে। তিনি সরকারের রিকভারি, রিস্টোরেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন ফর এক্সেলারেশন-এর কথা তুলে ধরে বলেন, এই কৌশল অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার রূপরেখা হিসেবে কাজ করবে।

আর্মিদা সালসিয়াহ আলিসজাহবানা বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ, আঞ্চলিক সংযোগ এবং জলবায়ু সহনশীলতা জোরদারে ইউএন-এসক্যাপের অব্যাহত সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং সরকারেরসার্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ইউএনডিপির এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ব্যুরোর আঞ্চলিক পরিচালক ও সহকারী মহাসচিব কান্নি উইগ্নারাজার সঙ্গে বৈঠকে ড. তিতুমীর গণতান্ত্রিক সুশাসন, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অগ্রাধিকার বাস্তবায়নে ইউএনডিপির অব্যাহত সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কান্নি উইগ্নারাজা বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রাধিকার বাস্তবায়ন, এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি এবং এসডিজি অর্জনে ইউএনডিপির অব্যাহত সহযোগিতার আশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেন।

এদিকে পৃথক বৈঠকে এসডিজি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং শক্তিশালী আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ সাকি। জাতিসংঘ সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিতটেকসই উন্নয়নবিষয়ক উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামের (এইচএলপিএফ) সাধারণ বিতর্কে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্যে তিনি বলেন, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের জাতীয় নির্বাচনের পর নতুন সরকার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার এবং টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি সুদৃঢ় করতেরিকভারি, রিস্টোরেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন (থ্রি-আর) কৌশলবাস্তবায়ন করছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, পাঁচ বছরে ২০ হাজার কিলোমিটার নদী ও খাল খনন, ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সবুজ শিল্পের সম্প্রসারণ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ জোরদার, জীবনচক্রভিত্তিক সার্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং কৃষকদের জন্য 'ফার্মার্স কার্ড' চালুর মাধ্যমে গ্রামীণ জীবিকা, খাদ্যনিরাপত্তা ও কৃষি উৎপাদনশীলতা আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে।

তিনি টেকসই উন্নয়নের প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতি এসডিজি বাস্তবায়ন এবং দেশের টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে অনুদান, সহজ শর্তের ঋণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের আহ্বান জানান।

গ্রিনকার্ডের আবেদন ফি হচ্ছে ১ লাখ ডলার

১ পৃষ্ঠার পর

অংশ হিসেবে স্টেট ডিপার্টমেন্ট (পররাষ্ট্র দপ্তর) এই প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে গরীব মানুষরা যাতে এদেশে এসে বেনিফিটের উপর নির্ভরশীল না হতে পারে।

পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিদের মতে, এর আওতায় বিদেশ থেকে স্থায়ী অভিবাসী ভিসার আবেদনের ক্ষেত্রে মোটা অঙ্কের বন্ড বা জামানত জমা দেওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে-যার পরিমাণ ১ লাখ ডলার হতে পারে বলে কিছু কর্মকর্তা পরামর্শ দিয়েছেন।

খবর অনুযায়ী, স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রথমে অল্প কয়েকটি দেশে এই নীতিটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার কথা বিবেচনা করছে।

আবেদনকারীদের এই বন্ডের অর্থ জমা দিতে হবে-যার পরিমাণ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে-এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার পর তারা সেই অর্থ ফেরত পাবেন; তবে এই পুরো প্রক্রিয়ায় কয়েক বছর সময় লেগে যেতে পারে।

সূত্রগুলোর মতে, এর পেছনের যুক্তি হলো-গ্রিন কার্ডধারী ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর যদি নিজের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান না থাকে, তবে এই বন্ডটি জামানত হিসেবে কাজ করবে।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র টমি পিগট সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্পষ্ট করেছেন যে, যারা যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হতে চান, তাদের অবশ্যই আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে।"

তিনি জানান, কিছু ভিসা আবেদনকারীর জন্য বন্ড জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি বিভাগটি বিবেচনা করছে; এর উদ্দেশ্য হলো "নিজেদের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান তাদের আছে-তা প্রমাণ করা।"

স্বল্প আয়ের দেশগুলো থেকে যারা গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করছেন, তাদের নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যেই সম্ভবত এই মোটা অঙ্কের বন্ডের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বেশি বেতনের আশায় যুক্তরাষ্ট্রে যেতে ইচ্ছুক অনেক বিদেশির পক্ষেই সম্ভবত এই বন্ডের অর্থ জোগাড় করা সম্ভব হবে না। এই ধরনের ভিসা সাধারণত মার্কিন নাগরিকদের পরিবারের সদস্যরা-যেমন জীবনসঙ্গী, বাবা-মা বা ভাইবোন-ব্যবহার করে থাকেন। গত বছর প্রশাসন এ ধরনের পাঁচ লাখ ভিসা ইস্যু করেছিল।

সাউথ এশিয়ান প্যারেডের প্রস্তুতি সভা ২২ জুলাই

১ পৃষ্ঠার পর

প্যারেড সফল ভাবে বাস্তবায়নের প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে আগামী ২২ জুলাই বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করতে যাচ্ছে প্যারেড আয়োজক কমিটি। উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশিদের সর্ববৃহৎ সংগঠনবাংলাদেশ সোসাইটি এবারের আয়োজনে প্রধান হোস্ট অর্গানাইজেশনের (আয়োজক) দায়িত্ব পালন করছে।

২২ জুলাই বিকাল ৭ টায়, জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্ট, আয়োজিত এ প্রস্তুতি ও মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যবসায়িক, সামাজিক, জেলা ও আঞ্চলিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে এ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য প্যারেডের আহ্বায়ক মহিউদ্দিন দেওয়ান ও মেম্বার সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলম নবি আহ্বান জানিয়েছেন।

এর আগে গত ৭ জুলাই কুইন্সের উডসাইডে গুলশান টেরেসে এক সংবাদ সম্মেলনে 'সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড' এর ঘোষণা দেয় আয়োজন কর্তৃপক্ষ। সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা জানান, আগামী ৯ আগস্ট জ্যাকসন হাইটসে এই বর্ণাঢ্য প্যারেড অনুষ্ঠিত হবে। এতে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটানসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রবাসী কমিউনিটির প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো পারস্পরিক সম্প্রীতি, সাংস্কৃতিক বন্ধন এবং বহুজাতিক সমাজে দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়ের ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করা।

সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা জানান, প্যারেডে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী এবং কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন। বর্ণিল সাজসজ্জা, নিজ নিজ দেশের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, সংগীত ও সংস্কৃতির মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার বৈচিত্র্য তুলে ধরা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ ও মানব পাচারে জড়িত বাংলাদেশিরা

১ পৃষ্ঠার পর

এদিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বিগত সরকারের সুবিধাভোগীরা দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার কাজে জড়িত সন্দেহে অনেক বাংলাদেশিদের নজরদারিতে রাখা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে মানব পাচার ও অর্থ পাচার (মানি লন্ডারিং) গুরুতর অপরাধ।

নিউইয়র্কে এই গোষ্ঠির পক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার করে রেস্টুরেন্ট, গ্রোসারি, রিয়েল এস্টেটের মতো ব্যবসায় বিনিয়োগ করার অভিযোগ নিয়ে তদন্ত চলছে বলে জানা যায়। সরকারী আমলা, পুলিশ অফিসার, রাজনৈতিক নেতারা এই অর্থ পাচারের কাজে জড়িত বলে অভিযোগে বলা হয়েছে। আদালতের নথি অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৪৬ বছর বয়সী মোহাম্মদ মিলন হোসেন এবং ৩৮ বছর বয়সী মোক্তার হোসেন যুক্তরাষ্ট্রে মানব পাচারে জড়িত। ব্রাজিলের সাও পাওলো এবং দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা এবং মেক্সিকোর অন্যান্য স্থান থেকে বহু মানুষকে যুক্তরাষ্ট্রে পাচার করা হতো। সাইফুল্লাহ আল-মামুনের বিরুদ্ধে ব্রাজিলে অবৈধ লোকদের থাকার ব্যবস্থা করার অভিযোগ রয়েছে।

আদালতের নথিতে বলা হয়েছে যে, মোহাম্মদ মিলন হোসেন মেক্সিকোর তাপাচুলায় অভিবাসীদের আশ্রয় দিতেন এবং মেক্সিকোর মন্টেরিতে পাচারের সময় পরিবহনের ব্যবস্থা করতেন। মানব পাচারের উদ্দেশ্যে সেখান থেকে অনেককে রিও গ্রান্ডে পেরিয়ে দক্ষিণ টেক্সাসে নিয়ে যাওয়া হতো বলে নথিতে বলা হয়েছে। ব্রাজিলিয়ান কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের নাগরিক আল-মামুনকে আটক করে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে হাজির করার জন্য আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করে।

স্টুডেন্ট ও সাংবাদিকদের ভিসায় রশি টানছে যুক্তরাষ্ট্র

১ পৃষ্ঠার পর

এবং বিদেশি সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের জন্য 'আই' ভিসার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ও স্থায়ী সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হচ্ছে। এত দিন এই তিন ক্যাটাগরির ভিসাধারীরা তাদের কোর্স বা চাকরিকালীন পুরো সময় পর্যন্ত বৈধভাবে আমেরিকায় অবস্থান করতে পারতেন। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, একজন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী বা সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির কর্মীর ভিসার মেয়াদ কোনোভাবেই চার বছরের বেশি হবে না।

অন্যদিকে বিদেশি সাংবাদিকদের জন্য বর্তমানে দেওয়া দীর্ঘমেয়াদি ভিসার প্রথা বাতিল করে তা সর্বোচ্চ ২৪০ দিন এবং চীনের নাগরিকদের ক্ষেত্রে তা মাত্র ৯০ দিনের জন্য সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে এই ভিসাধারীরা মেয়াদ বাড়ানোর জন্য পুনরায় আবেদন করতে পারবেন। ফেডারেল রেজিস্ট্রারে এই চূড়ান্ত নিয়মটি প্রকাশের ৬০ দিন পর থেকে তা কার্যকর হবে, যা এখন মার্কিন কংগ্রেসের পর্যালোচনার অধীনে রয়েছে।

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অভিবাসন নীতির ওপর কড়াকড়ি আরোপ শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় এবার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর এই নতুন আইনি বাধার প্রাচীর খাড়া করা হলো।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এই নীতি পরিবর্তনের কারণ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীদের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টিকে সামনে এনেছে। তাদের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪ সালে রেকর্ড ১৮ লাখেরও বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীকে ভিসা দেওয়া হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ১১ শতাংশ বেশি। এ ছাড়া একই সময়ে ৫ লাখের বেশি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি এবং ৩৭ হাজার ৩০০ জন বিদেশি সাংবাদিককে ভিসা দেওয়া হয়েছে।

মার্কিন প্রশাসনের দাবি, এত বিপুলসংখ্যক বিদেশির ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি ও তদারকি করা হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া বহু শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থী পড়াশোনা বা কাজের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও দশকের পর দশক ধরে দেশটিতে থেকে যাচ্ছেন, এমন অনেক প্রমাণ সরকারের হাতে রয়েছে।

নতুন নিয়মের অধীনে যারা নির্ধারিত মেয়াদের বাইরেও আমেরিকায় থাকতে চান, তাদের অবশ্যই ট্রাভেল পারমিট নিয়ে নিজ দেশে ফিরে গিয়ে নতুন করে ভিসার আবেদন করতে হবে অথবা ডিএইচএসের কাছে যৌক্তিক কারণ দেখিয়ে ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। ট্রাম্পের এই বিতর্কিত সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থী ও সাংবাদিক বড় ধরনের অনিশ্চয়তার মুখে পড়বেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। (সোর্স- ব্লুমবার্গ)

NY INSURANCE
BROKEAGE INC.
NY I
NY INSURANCE BROKERAGE
TLC INSURANCE SPECIALIST
718 476-2025

NY CAR & LIMO
SERVICES INC
NY CAR & LIMO SERVICES INC. B02902
BLACK & GREEN CAR BASE
718 727 4444

BEGINNER'S
DRIVING ACADEMY
YOUR DRIVER LICENSE IS OUR RESPONSIBILITY
929 244-7730

DMV EXPRESS
PLATES
NEW, SURRENDER & TRANSFER
TITLE
NEW & DUPLICATE TITLE REQUEST
REGISTRATION
NEW, REPLACE, RENEWAL & TRANSFER
929-244-7730
EXCELSIOR

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জামালপুর জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক

বার্ষিক বনভোজন ২০২৬

Belmont Lake State Park, Maple Pavilion

625 Belmont Ave, North Babylon, NY 11704

সম্মানিত সুধী, আসসালামু আলাইকুম।
আগামী ১৯ই জুলাই, ২০২৬ রোজ রবিবার জামালপুর জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক -এর বার্ষিক বনভোজন বেলমন লেগ স্টেট পার্কের মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বনভোজনে আপনি এবং আপনার স্বপরিবার আমন্ত্রিত।

Title Sponsor

শাহ্ নেওয়াজ
PRESIDENT & CEO

GOLDEN AGE HOME CARE

GOOD SHEPHERD HOME CARE

Powered by:

জাহিদ আলম
PRESIDENT

NYSDC NEW YORK SENIOR DAY CARE CENTER

আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র

১ম পুরস্কার ঃ সোনার চেইন
২য় পুরস্কার ঃ I Phone
৩য় পুরস্কার ঃ ল্যাপটপ
এছারা আরও আকর্ষণীয় পুরস্কার

JULY 19 2026 SUNDAY

FIFA

বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলা সরাসরি বড় পর্দায় পিকনিক স্পট থেকে দেখানো হবে।

আমন্ত্রণে

আহবায়ক	প্রধান সমন্বয়কারী	সমন্বয়কারী	যুগ্মসদস্য সচিব	সদস্য সচিব
সাইফুল ইসলাম	মোঃ সেলিম রেজা	মোঃ মোক্তার হোসেন	আনিছ মিয়া	শামসুন্নাহার নিম্মি

সদস্যঃ নুরে আলম সিদ্দিক, শফিকুল ইসলাম, মোঃ বাসেদ, মুক্তার হোসেন, মোসাঃ কনিকা,

নির্দেশনায়ঃ সালে শফিক গেন্দা, জিল্লুর রহমান, ফরিদ আলম, শাহাদত হোসেন বাবু, ডিউক খান, খন্দকার এম মারুফ

সহযোগিতায় ঃ মোঃ আজিজুল হক, ইঞ্জিনিয়ার শফিউল্লাহ বাদল, মোহাম্মদ সাইদুর রহমান, মোহাম্মদ সাইম ইসলাম, মোঃ রুপনউর জামান, ফরিদা মতিন, মোঃ মুক্তার, সফিকুল ইসলাম, মিলন কবির, শাকির, সিফাট, মোঃ ফজলুর রহমান, রাকিবুল হাসান সবুজ, আব্দুল আল মামুন,

মোঃ আবুবকর সিদ্দিক
President

নামিদামি শিল্পীদের সংগীত পরিবেশনা

মোহাম্মদ মশিউর রহমান
General Secretary

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN A
HOME CA

PCA HOME CARE সেবা
আমাদের স

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনে

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-
Cell: 646-591-83
Email: shah@gol

আমাদের নিজস্ব PCA ও HHA ট্রেনিং

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillsid
Jamaica, NY 1
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-

Email: info@goldenagehomecare.c

AGE
ARE
HHA/PCA SERVICE
SKILLED NURSING
নিতে চান?
াথে যোগাযোগ করুন
প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
আপনাকে HOME CARE
নর সেবা প্রদান করবো
7852
96 Text: 646-591-8396
denagehomecare.com
স্কুল আছে
FFICE
e Ave
432
820
115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
We Hire And Train HHA/PCA Certificate Holder AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
om | www.goldenagehomecare.com

সামার সেল! সামার সেল!
Mybestfly
New York, United States
Dhaka, Bangladesh
Nov 21
Return Date
Search Flight
DISCOUNT
Plan your next flight
Emirates
Scan Me
এই সামারে বিমান, এমিরেটস, কাতার, টার্কিশ এবং
সৌদি এয়ারলাইন্স এর ফ্লাইট বুকিংয়ে পাচ্ছেন বিশেষ ছাড়
ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট
www.mybestfly.com
Emirates
QATAR AIRWAYS القطرية
TURKISH AIRLINES
السعودية SAUDIA
Biman BANGLADESH AIRLINES
এছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের ইন্টারন্যাশনাল
এবং ডোমেস্টিক ফ্লাইট বুক করতে পারবেন
BOOK ONLINE
mybestfly.com
CALL TO BOOK
718-406-9745
Global Tours & Travel
USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA
Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka-1000

জর্জ আইল্যান্ড পার্কে বৃহত্তর ময়মনসিংহ বাসীদের মিলনমেলা

বাংলাদেশের জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, শেরপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ নিয়ে গঠিত বৃহত্তর ময়মনসিংহ বাসি ইউ এস এ ইনক যা বর্তমানে নিউ ইয়র্কের একটি বিশাল সংগঠন হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এদিনের উপস্থিতি তার যথেষ্ট প্রমান করেছে। সংগঠনের সভাপতি মোঃ নাসির উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ শামীম হোসেন সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দদের যোগ্য ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় এদিনের বনভোজন প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। সকালের নাস্তা পরিবেশনের পর সকলের উপস্থিতিতে বেলুন উড়িয়ে ও সাবেক সভাপতি এম এ বারি'র কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে যথাসময়ে বনভোজনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রথমেই ছোটদের বিভিন্ন বয়সের ছেলে মেয়েদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, এরপর ছিল সাদা ও হলুদ দুই দলের আকর্ষণীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট। বিকাল ৩.৩০ মিনিটে দুপুরের খাবার পরিবেশন ও সে সাথে ঘরে বানানো সুস্বাদু মিষ্টি দেয়া হয়। খাবার ও মিষ্টি উপস্থিত অতিথি এবং সকলের প্রশংসা অর্জন করে। খাবারের পরই বিশেষ আকর্ষণ মহিলাদের পিলো পাসিং প্রতিযোগিতা শুরু হয়, এতে প্রায় ২০০ শত প্রতিযোগী অংশ নেয়। এদের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় সহ ২০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। এদিনের বনভোজন অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহ নেওয়াজ শান্ত ও পল্লব সরকার। যাদের উপস্থিতি এদিনের বনভোজনকে সার্থকতা এনে দিয়েছে তারা হলেন, প্রধান অতিথি ডাঃ সায়েরা হক, ইঞ্জিনিয়ার মোঃ ফজলুল হক, শেখ আল মামুন (কর্ণধার মামুন টিউটোরিয়াল), ডাঃ নাহিদ খান, আবিদ চৌধুরী (মর্টগেজ/ রিফাইনান্স), আজহার আলী খান (সাবেক সিভিল সার্ভিস সভাপতি নিউ ইয়র্ক) , সাইদুর খান ডিউক (আহবায়ক), এছাড়াও উপদেষ্টা ও সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ডাঃ শিপান, শেখ ইয়াসমিন, জাহাঙ্গীর আলম, হানিফ হাসান, শাহরিয়ার আহমেদ শরীফ (বিশিষ্ট রিয়েল্টর), আক্তারুজ্জামান হ্যাপি (সাবেক সভাপতি টাঙ্গাইল সমিতি) ও মিস্টার আরিফ (বর্তমান সভাপতি টাঙ্গাইল সমিতি) ও আরো অনেক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সংগীত পরিবেশনে ছিলেন আফজাল হোসেন। শেষ পর্বে ছিল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরুস্কার প্রদান এবং রেফেল ড্র এবং এতে ছিল ১ম পুরুস্কার নিউ ইয়র্ক ঢাকা নিউ ইয়র্ক বিমান টিকেট , ২য় ৬৫ " টেলিভিশন , ৩য় ল্যাপটপ সহ ১৬ টি আকর্ষণীয় পুরুস্কার। প্রথম পুরস্কারটি ছিল ডাঃ সায়েরা হকের সৌজন্যে। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ রেফেল ড্র'র পুরুস্কারে শরিক হওয়ার জন্য "গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার" এর সি ই ও শাহ নেওয়াজ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এবারের বনভোজন -২০২৬ বৃহত্তর ময়মনসিংহ বাসীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে সকলের ধারণা।

Open House

Saturday and Sunday 12 pm-3 pm

2114 Lacombe Ave, Bronx, NY 10473

Gut renovated A to Z , bricks, attached, 2 family,
5 bedrooms, 3 bathrooms, 2 car parking

Asking: $999,000

We have 100+ Houses for sale

MLS | ISLAND ADVANTAGE REALTY

360 Motor Parkway Suite 200A, Hauppauge, NY 11788, 631.351.6000

বাড়ি দেখানো থেকে শুরু করে ক্লোজিং পর্যন্ত
আমরা সব ধরনের সহায়তা করে থাকি।

Buying/Selling: Residential, Commercial, Investment, HUD, Auctions, Foreclosures, REO/Bank Owned, & Short Sale

Rental: Cash, W-2, City PHEPs, PHEPS, Section-8, and other Programs.

কামরুজ্জামান বাচ্চু

KAMRUZ ZAMAN BACCU

Licensed Real Estate Salesperson

347.465.3220

kamruzbaccu1@gmail.com

নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়

৭ পৃষ্ঠার পর

কিছু মানুষ, যাদের হৃদয়ে সৌন্দর্য এখনো সংখ্যার কাছে পরাজিত হয়নি, তারা জানবে- একটি অসমাপ্ত শিল্পকর্মের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। শেষ আঁচড়টি আর টানা হলো না বলেই তার দিকে এতবার ফিরে তাকাতে হয়।

হয়তো এটাই শিল্পীর নিয়তি। তিনি কখনো শুধু নিজের জীবন বাঁচেন না; অগণিত মানুষের স্বপ্ন, প্রত্যাশা, ব্যর্থতা, আনন্দ আর কান্না নিজের শরীরের ভেতর বহন করেন। একসময় সেই শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পেশিগুলো আর আগের মতো সাড়া দেয় না। গতি একটু কমে আসে। তবু মানুষের প্রত্যাশা কমে না। তারা এখনো অপেক্ষা করে- আরও একবার, শেষবারের মতো, অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার জন্য। অথচ কেউ দেখে না, অলৌকিকতারও একদিন শ্বাস ফুরিয়ে আসে।

কিছু মানুষ পৃথিবীতে আসে নক্ষত্র হওয়ার জন্য নয়, ধূমকেতু হওয়ার জন্য। তারা দীর্ঘকাল আকাশে থাকে না; কিন্তু যতদিন থাকে, আকাশের সংজ্ঞাটাই বদলে দেয়। তারপর একদিন নিঃশব্দে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। মানুষ অনেক পরে বুঝতে শেখে- আলো নিভে যাওয়ার শব্দও আছে। শুধু তা কানে শোনা যায় না; শোনা যায় স্মৃতির গভীরে।

আজ তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, সবচেয়ে গভীর বিষণ্নতা পরাজয়ের নয়; সবচেয়ে গভীর বিষণ্নতা সেই সৌন্দর্যের, যা নিজের পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। কিছু স্বপ্ন সময়ের কাছে হেরে যায় না, হেরে যায় শরীরের কাছে। কিছু প্রতিভা ইতিহাসের কাছে পরাজিত হয় না, পরাজিত হয় নিয়তির কাছে। আর নিয়তি- সে তো পৃথিবীর সবচেয়ে নির্লিপ্ত দর্শক। সে করতালি দেয় না, সমবেদনাও জানায় না। শুধু নীরবে একটি দরজা বন্ধ করে দেয়। তুমি সে-ই নিয়তিপীড়িত শিল্পী। তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে, কোনো এক গোধূলিতে, মাঠ খালি হয়ে যাওয়ার বহু বছর পরও, বাতাস হঠাৎ ঘাসের ডগায় একটি পুরনো পদচিহ্ন ফিরিয়ে আনবে। কেউ তার উৎস খুঁজে পাবে না। শুধু মনে হবে- সৌন্দর্য কখনো পুরোপুরি বিদায় নেয় না। সে মানুষের স্মৃতিতে নয়, মানুষের অবচেতনে বেঁচে থাকে। সেই অবচেতনই হয়তো একদিন আরেকটি শিশুকে বল পায়ে তুলে নিতে শেখাবে, আর পৃথিবী আবারও অপেক্ষা করবে- একটি অসমাপ্ত সৌন্দর্যের পুনর্জন্মের জন্য। কিছু বিদায় শুধু অপূর্ণ সৌন্দর্যের। মাঠের ঘাসের শ্বাসে লেখা থাকবে- তার আরও কিছু পাওয়ার ছিল। আরও কিছু বিকেল। আরও কিছু বৃষ্টিভেজা দৌড়। আরও কিছু অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার মুহূর্ত। কিন্তু জীবন সব শিল্পীকে তাদের প্রাপ্য দেয় না। কেউ কেউ পৃথিবী ছেড়ে যায় হাতে ট্রফি নিয়ে নয়, মানুষের বুকের ভেতর এক অদ্ভুত শূন্যতা রেখে। সেই শূন্যতাই তাদের প্রকৃত উত্তরাধিকার।

লেখক, কবি ও কথাসাহিত্যিক।

বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য
একমাত্র আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তা।
আমরা ওমরার প্যাকেজ করে থাকি
আমাদের প্যাকেজ বিবরণ
- ওমরা ভিসা
- এয়ার টিকেট
- ১ দিন মক্কায় ট্যুর
- ১ দিন মদিনা ট্যুর
- মক্কা থেকে মদিনা গাড়িতে
- এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল (4 Star Hotel with Breakfast.)
- মদিনার হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট ড্রপ অফ (একজন বাংলাদেশী মোয়াল্লেম মক্কা ও মদিনা)

* হজের পর পরই ওমরাহ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ
* শুধুমাত্র গ্রুপ প্যাকেজের জন্য প্রযোজ্য।

NAFS TRAVEL INC.
SANU SHEAK (SANA)
Cell: 347-537-7657
Email: nafstravel@gmail.com
www.nafstravel.com
NAFS TRAVEL

37-59 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
(Inside Mollika electronics next to CITI Bank)

বিলাই-কুত্তা বৃষ্টিতে এক কেরানির জার্নি বাই ফুট

১০ পৃষ্ঠার পর

সবজির খেত কিংবা মাছের ঘের তলিয়ে যায়; দোকানপাট বন্ধ হয়ে ব্যবসা লাটে ওঠে, তখন সে আবার কবি থেকে কেরানি-খামারি-কৃষক-দোকানদার হয়ে যায়। আমার পরিচিত এক অবসরপ্রাপ্ত কবি আছেন, যিনি বাথরুমে যাওয়ার আগে আধা কাপ চা খান। এতে কোষ্ঠ সাফের ব্যাপারটা মসৃণ হয়। কিন্তু কোনো দিন যদি তিনি পুরো এক মগ চা খেয়ে বসেন, সেদিন তাঁর বাথরুম বন্ধ হয়ে যায়। বৃষ্টিও তা-ই। সহনীয় মাত্রায় নামলে কেরানি হয়ে ওঠে কবি। বৃষ্টির দাপট বাড়লে কবি হয়ে যায় আটপৌরে সংক্ষুব্ধ করুণ কেরানি।

বর্ষণে আটকা পড়া 'পরশপাথর'-এর কেরানি পরেশ মাথা বাঁচাতে আমার মতোই একটা দেয়ালের পাশে বসে পড়েছিল। সেখানে সে ঘুমে ঢলে পড়েছিল। তার তন্দ্রায় এসেছিল স্বপ্ন। স্বপ্নে সে পেয়েছিল পরশপাথর। সেই পাথর লোহায় ছোঁয়ালে লোহা পকাৎ করে সোনা হয়ে যায়। সোনা বেচে কেরানি পরেশ দত্ত হয়ে গিয়েছিল মিস্টার পরেশ ভাট। স্বপ্নে তার কত রকমের ইচ্ছে পূরণ হয়েছিল। শেষে ঘুম ভেঙেছিল। স্বপ্নভঙ্গের পর মিস্টার পরেশ ভাট আবার কেরানি পরেশ দত্ততে ফেরত এসেছিল।

আজ এই বাদলায় এই 'ঘনঘোর বরিষায়' মনে হচ্ছিল ঢাকার রাস্তায় ছাতা হাতে হাজার হাজার কেরানি পরেশ দত্ত ছুটছে। কাকভেজা হয়ে তারা অফিসে ঢুকছে। কেউ আটকা পড়ছে। যারা পথে আটকা পড়ে আছে, তারা হয়তো স্বপ্ন দেখছে। পরশপাথরের স্বপ্ন। দারিদ্র্যমুক্ত করপোরেট স্বপ্ন। মধ্যবিত্তের বৃষ্টিগ্রস্ত এই স্বপ্নে দোষ নেই। এ তো জীবনযন্ত্রণা থেকে ক্ষণিকের জন্য হলেও মুক্তি। আফিমে ব্যথা সারে না, কিন্তু ব্যথার অনুভূতি তো নষ্ট করে! সেটাই বা কম কী!

২.

মৌচাক মোড় থেকে আসল যাত্রা শুরু হলো। যে রাস্তা দিয়ে আমাকে যেতে হবে, সেটি এখন দামোদর। এবার আমার বিদ্যাসাগর হয়ে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া কোনো পথ নেই। লুঙ্গি পরে এলেও কাজ হতো না। পুরো রাস্তায় কোমরপানি। আমি গাইলাম, 'আমি অপার হয়ে বসে আছি, ওহে দয়াময়...'।

দয়াময় আধঘণ্টা পর ভ্যানওয়ালাকে পাঠালেন। ভ্যানে চড়ে বললাম, 'চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।'

মনে হলো এমন সুযোগ আর কি পাব? পকেটে ছিল স্মার্টফোন। ভিডিও করা শুরু করলাম। ছবির গুণগত মান ঠিক রাখতে ক্যামেরার দিকে চোখ রাখায় খেয়াল ছিল না। পরে দেখি দুপাশের লোক সমানে গালি দিচ্ছে। 'মাইনসে বাঁচে না, আর উনি জমিদার আইছে ভিডু করতে!' আমি তাঁদের কী বলব? কীই-বা বলার আছে।

মনে মনে শুধু বললাম, 'এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়।' এই 'তারে' মানে 'কারে'? সে কি আমার বউ? নাকি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মাননীয় প্রশাসক মো. আব্দুস সালাম?

মাথায় বাজল গোলাম আলীর বাংলা গজল, 'কারে কারে বলি আমি!'

সারফুদ্দিন আহমেদ: প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক।

শিক্ষা ও সম্প্রীতি প্রসারে মুসলমানদের অবদান

২৫ পৃষ্ঠার পর

কোনো ধরনের সংকীর্ণতা শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত করেনি। শিক্ষার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল না। মুর শাসিত স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে খ্রিষ্টান ও ইহুদি শিক্ষকরা নির্বিঘ্নে যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে অধ্যাপনা করতেন। সব ধর্মের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। স্ট্যানলি লেনপুল বলেন, 'যখন ইংরেজি ভাষার প্রচলন হয়নি এবং যখন লেখাপড়ার মতো গুণাবলি কেবল যাজকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তখনই মুরদের অদ্ভুতপূর্ণ সভ্যতার কথা জানা যায়। যখন সমগ্র ইউরোপ অজ্ঞতা ও অসভ্য আচার-ব্যবহার দ্বারা নিমগ্ন, বিধর্মী মুররা তখন তাদের প্রতিভার দ্বারা নিখিল বিশ্বকে আলোকিত করে।'

মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ : ইসলাম ধর্মের নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর আবু বকর (রা.) খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হয়ে মদিনায় ইসলামি প্রজাতন্ত্রের রাজধানী স্থাপন করেন। ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য পারস্য ও সিরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। শেষমেশ তা জয় করেন। খলিফা ওমর (রা.)-এর শাসনকালে ইরাক, পারস্য, সিরিয়া, মিশর, ফিলিস্তিন ইত্যাদি এলাকা ইসলামি সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে। খলিফা ওসমান (রা.) ইসলামি সাম্রাজ্যকে আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে নিশাপুর, বলখ, তুর্কিস্তান ইত্যাদি অঞ্চলে বিজয় অভিযান সম্পন্ন করেন। মরুভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশে আরবরা ব্যবসায় ও যুদ্ধে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। মরুভূমিবাসীর সাহসিকতা ও যুদ্ধপ্রীতির কাহিনি ছিল প্রায় রূপকথার মতো। আরব মুসলমানরা যে নিজেদের যোদ্ধা বলে দাবি করে, তা ইসলামি বিশ্বাস থেকে পাওয়া নয়। ইসলামের সামরিক বিজয় যতটা না আরবীয় নবীর ধর্মীয় শিক্ষার ফল, তার চেয়ে অনেক বেশি যে দেশে এর জন্ম, সেই দেশের সামাজিক পরিবেশের ফলাফল। নবীর আবির্ভাবের আগে আরবরা যত যুদ্ধ করেছে, তা ছিল পরস্পর রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহ ও নিষ্ঠুরতায় পূর্ণ। ইসলামের নবীর আহ্বানে সেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। বহুকাল যুদ্ধের নামে যে গৌরব তারা বোধ করেছে এবং নিজেদের মধ্যে যে ভয়াবহ ও কঠিন যুদ্ধ তারা করেছে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই সময় তার পরিসমাপ্তি দাবি করেছিল।

জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে ইসলামের অভ্যুদয় : আরব ব্যবসায়ীদের স্বার্থে প্রথম খলিফা যে অর্থনৈতিক অনুশাসন জারি করলেন, তাতেই সমাজের প্রাচীন ধারায় এলো আমূল পরিবর্তন। ইসলামকে কেবল সামরিক শক্তি হিসেবে দেখলে তা হবে ইতিহাসের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় অন্যায়। মুহাম্মদ (সা.) শুধু আরব যোদ্ধাদেরই নন, তিনি আরব বণিকদেরও নবী ছিলেন। মরুভূমির গোত্রভিত্তিক বিবদমান সমাজে ইসলামের নবী যে ঐক্যের আহ্বান করেছিলেন, আরব বণিকদের জন্য তা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই ব্যবসার উন্নতি বা সমৃদ্ধি সহজে ঘটে। দীর্ঘদিন ধরে গোত্রভিত্তিক বিবদমান সমাজে সবার স্বার্থে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ছিল অপরিহার্য। নবী (সা.) তাই করেছিলেন। তিনি গোত্রভিত্তিক যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য বহু দেবতার জায়গায় আল্লাহর একত্ববাদের ধারণা প্রতিষ্ঠা করেন। সেজন্য প্রথমেই বণিক সমাজের সমর্থন পেলেন তার একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠায়। যা তাকে দ্রুত সাফল্য এনে দেয়। ইসলামি রাষ্ট্রের বহু নীতি নির্ধারিত হতো আরব ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যের গতি ও স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে। জওহরলাল নেহরু লিখেছেন, 'ইসলাম ধর্মের বিস্তার ও আরবজাতির অভ্যুত্থানের কথা বলার আগে সে সময়ের চারদিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা দরকার। অল্প আগেই রোম নগরীর পতন হয়েছে। গ্রিক-রোমান সভ্যতার চিহ্নমাত্র নেই। একদিকে প্রাচীন সভ্যতা সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে, নতুন সভ্যতারও বিকাশ হয়নি। সুতরাং ইউরোপে তখন অন্ধকার যুগ। ইউরোপের পূর্বপ্রান্তে অবশ্য পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য টিকেছিল। রাজধানী কনস্টান্টিনোপল তখন খুব সমৃদ্ধিশালী। ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নগর। জাঁকজমকের সেখানে অন্ত ছিল না। কিন্তু ছিল না জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার। ইউরোপের যখন এ রকম অবস্থা, তখন ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়।'

মধ্যযুগের বিশ্বে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা : মদিনায় হিজরত করার সাত বছরের মধ্যে বিজয়ীবেশে মক্কায় ফিরে এলেন নবীজি (সা.)। নতুন শক্তি সঞ্চয় করলেন মরুজাতির মধ্যে। যখন মুসলমান আরবরা দেশ জয়ে বেরুলেন, অনেক সময় বিনাযুদ্ধেই জয়লাভ করেছেন। রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর ২৫ বছরের মধ্যে আরবরা পারস্য, সিরিয়া, মিশর, আর্মেনিয়া ও মধ্য এশিয়া আর আফ্রিকার অনেকাংশ জয় করে নেন। মিশর অতি সহজেই পরাজিত হলো আরবদের কাছে। কারণ, রোমান সাম্রাজ্যের শোষণ ও বিভিন্ন খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের বিরোধের ফলে মিশর একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। ফলে জনগণ নতুন কারো শাসনের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিছুদিন আগেও যে আরবরা ছিল যাযাবর, জনগণের বড় অংশই ছিল দরিদ্র আর বিশ্ব রাজনীতিতে দেশটি ছিল অনালোচিত, অল্প সময়ে মধ্যযুগের বিশ্বে হয়ে দাঁড়াল বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মুসলমানদের পরপর এসব বিজয় সে যুগের মুসলমান আর অমুসলমান পণ্ডিতদের চমৎকৃত করেছিল।

মুসলমানদের শিক্ষাবিস্তারের ফলাফল : মুসলমানদের সেই সভ্যতার সঙ্গে সমসাময়িক ইউরোপীয় সভ্যতার তুলনা করতে গেলে আশ্চর্য হতে হয়। সবচেয়ে বেশি লক্ষ করার বিষয় হলো, আরব মুসলমানরা শুধু বিভিন্ন রাজ্য জয় করেই ক্ষান্ত হননি, প্রত্যেক অঞ্চলের সংস্কৃতি আর জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পরম উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের বাস্তব ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ, আরব-অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমেই বদলে যেতে লাগল। তখনকার নতুন দীক্ষিত মুসলিমজনসমাজেরও সেই পরিবর্তন মেনে নিতে হলো। মরুভূমির বিজেতা আরবরা শুধু ইহুদি-খ্রিষ্টান সম্প্রদায় নয়, নানা জাতির সংস্পর্শে এলো। গ্রিক-রোমক সভ্যতার সমৃদ্ধি ও বিলাসী পৌর জীবনযাত্রার সৌন্দর্য দেখতে পেল। নতুন ধরনের শহরে জীবনযাত্রার খোঁজ পেল। এসব শহর ও তাদের জীবনযাত্রার মারফত ইরানি ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার দান সম্পর্কে জানতে পারল। বিজয়ী হিসেবে পরে ভারতবর্ষের শিল্প ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হলো।

ইসলাম কঠোর পরিশ্রমী হতে শিখিয়েছিল : ইসলাম যাযাবর আরবদের কঠোর পরিশ্রমী হতে শিখিয়েছিল। যাযাবর জীবন শিখিয়েছিল পরিশ্রমই স্বাধীনতার মূলকথা। প্রথম দস্যুবৃত্তি মরুভূমির বেদুইন সমাজে প্রবল বিস্তার করলেও ধীরে ধীরে ব্যবসাই হয়ে ওঠে স্বাধীন মানুষের জীবিকা অর্জনের লাভজনক ও আকর্ষণীয় পেশা। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল শ্রমের জয়গান। বাণিজ্য বিকাশের পথকে সুগম করে দিয়েছিল। সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, পারস্য ও অক্সাসের তীরবর্তী অন্যান্য এলাকা জয় করার পর আরবরা দখল করে নেয় চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য। সেই সঙ্গে তাদের নিজেদের রাজ্য আফ্রিকা ও স্পেনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম ইউরোপের বাজারের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত একদিকে ভারতবর্ষ ও চীনের সঙ্গে এবং অন্যদিকে ইউরোপের সঙ্গে প্রায় সব বাণিজ্যই করেছে আরবরা। হাজার হাজার বাণিজ্য কাফেলা মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে চীন ও ভারতবর্ষের সুদূর প্রান্তসীমা থেকে স্পেন ও মরক্কো পর্যন্ত পথ হেঁটেছে। রাজ্য জয়, ব্যবসা-বাণিজ্যকে ঘিরে আরব সাম্রাজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার পথ একসঙ্গে খুলে গেল, তা আরব জাতির মনে উদারতা, দুনিয়ার মানুষকে আপন করে দেখার সুবুদ্ধি আর সবকিছুকে বিচার-বিবেচনা করে দেখার দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করেছিল। ইসলাম যেমন প্রাচীন সভ্যতার জীর্ণদশাকে ধ্বংস করে সেখানে নিজের অবস্থান করে নিয়েছিল, তেমনি কালক্রমে আরও উন্নততর সমাজব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল। মুসলমানরা সবকিছুর পরও ব্যবসার নীতি বা স্বার্থে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির বিরুদ্ধে ছিল। কবীর গিবন পর্যন্ত বলেছেন, মুহাম্মদ (সা.) বিনা দ্বিধায় খ্রিষ্টান প্রজাদের ব্যক্তিগত, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের, ধনসম্পদের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন তাদের নিজ নিজ উপাসনা করার অধিকার। এ মহৎ সহনশীলতার নীতি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই পালন করা হতো।'

লেখক : গবেষক, আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশ্লেষক ও গণমাধ্যমকর্মী।

MD Golam Mostofa, ESQ.
NY State Attorney
LL. B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh.
Barrister-At-Law, London.
Attorney-At-Law, NY.

- Personal Injuries & Death Claims
- Car Accidents and Medical Mal Practice
- Divorce, Family Matters and Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure proceedings
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Wills, Trust and Estate Planning
- All Criminal Matters
- All Immigration Matters

Address:
Queens: 148-45 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435

Phone# 718-487-4873, Cell: 917-285-6247(Text) Email: abmostofa1@gmail.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি

ZAM ZAM
TRAVEL US

আমাদের সার্ভিস সমূহ

- এয়ার টিকেটিং
- হজ্ প্যাকেজ — সার্ভিস প্রোভাইডার
- হোটেল বুকিং
- ভিসা প্রোসেসিং
- ওমরাহ্ প্যাকেজ — সার্ভিস প্রোভাইডার

কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন?

- বিশেষজ্ঞ দল
- যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
- প্রিমিয়াম সহায়তা
- নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা

ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
إثراء الخير ITHRAA ALKHAIR

এয়ার লাইন সমূহ

SAUDIA | QATAR AIRWAYS | Emirates | TURKISH AIRLINES

ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী

খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিস্ট, নার্স, ফেডারেল জব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সি ড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।

৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।
সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।

খান ভাই

646-637-7590

Email: khanma663@gmail.com

মুসলিম কর্মীকে ১৫ বারের বেশি ছুরিকাঘাত

৩ পৃষ্ঠার পর

এলোপাথাড়ি হামলা চালান।

স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেল কেটিইউভির তথ্য অনুযায়ী, অভিযুক্তের নাম পিটার লারসেন। ঘটনার পর পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। আদালতের নথিতে বলা হয়েছে, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই কয়েকজন উপস্থিত ব্যক্তি হামলাকারীকে ধরে ফেলেন, মাটিতে চেপে রাখেন এবং তার হাত থেকে ছুরি কেড়ে নেন। সূত্র জানায়, হামলায় গুরুতর আহত সোয়াইলকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার হাত, যকৃত ও ফুসফুসে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে। হামলাকারীকেও হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাকে সল্ট লেক কাউন্টি কারাগারে পাঠানো হয়েছে এবং জামিন ছাড়াই আটক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম মুসলিম নাগরিক অধিকার সংগঠন কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস এ হামলার নিন্দা জানিয়েছে। সংগঠনটির নির্বাহী পরিচালক নিহাদ আওয়াদ বলেন, মুসলিমবিদ্বেষী বক্তব্য বাস্তব জীবনে ভয়াবহ সহিংসতার জন্ম দিচ্ছে। তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতাদের ইসলামবিদ্বেষী বক্তব্য পরিহারের আহ্বান জানান।

সংগঠনটির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমবিদ্বেষমূলক আচরণের ৮ হাজার ৬৮৩টি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে, যা ১৯৯৬ সালে এ ধরনের তথ্য সংরক্ষণ শুরু হওয়ার পর সর্বোচ্চ।

উটাহ মুসলিম সিভিক লীগও এ ঘটনাকে 'ঘৃণাজনিত অপরাধ' হিসেবে আখ্যা দিয়ে হামলাকারীকে আটক করতে এগিয়ে আসা সাধারণ মানুষের সাহসিকতার প্রশংসা করেছে।

ব্রঙ্কসে 'কুনু-ফিরোজ' পরিষদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

সাবেক সভাপতি ও বর্তমান সভাপতি প্রার্থী আজমল হোসেন কুনু এবং সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ও সন্দীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য ও মতামত তুলে ধরেন সাবেক সভাপতি রুহুল আমিন সিদ্দিকী, কাজী তোফায়েল, অধ্যাপক আব্দুল বাসিত ও বাবুল চৌধুরী।

মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ফুল মিয়া, মাইনউদ্দিন নান্টু, কেবাল উদ্দিন ফারুক, মাসুদ ইসলাম, কাজী হাসান, সৈয়দ মোহাম্মদ আনসার আলী, সুমন, কামাল আজাদ, মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, বাহারুল ইসলাম শামীম, রাজ্জাক মুন্না, জালাল উদ্দিন, সৈয়দ শাহেদ, নুরুল আলম জিন্টু, জুয়েল খান, মোশাহিদ চৌধুরী, জগলুল চৌধুরী, শেখ শফিকুর রহমান, কাজী লেইছ চৌধুরী, সুলায়মান, তুষার মোল্লা, আখতারুজ্জামান হ্যাপি, মীর মাহবুব উল্লা সুমন, সিদ্দিক মিশরী, সিদ্দিক, মোস্তাফিজুর রহমান লিটন, মোজাফফর, ফাহিম ও ফখরুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান কমিটির সমালোচনা করে বলেন, বর্তমান কমিটি গত নির্বাচনের আগে প্রবাসীদের কাছে দেওয়া মূল প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ইশতেহার অনুযায়ী কোনো দৃশ্যমান কাজ করতে পারেনি। যার ফলে সাধারণ ভোটারদের কাছে বর্তমান কমিটির আর কোনো গ্রহণযোগ্যতা বা নৈতিক অধিকার নেই। প্রবাসীদের অধিকার আদায়ে কুনু-ফিরোজ পরিষদকে বিজয়ী করার আহ্বান জানান তারা।

সুপ্রিম কোর্ট আটক অভিবাসীদের শুনানী গ্রহণ করেছে

৩ পৃষ্ঠার পর

অব্যাহত রাখতে চাইলে সরকারকে প্রমাণ করতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সমাজের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ অথবা পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ রায়ের বিরুদ্ধে চলতি বছরের জানুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে ট্রাম্প প্রশাসন। সরকারের দাবি, সেকেন্ড সার্কিট কোর্টের সিদ্ধান্ত গুরুতরভাবে ভুল নির্দেশনা এবং বিদ্যমান আইনের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ।

বিতর্কিত আইনে নির্দিষ্ট কিছু অপরাধে দণ্ডিত অনাগরিকদের বাধ্যতামূলকভাবে আটক রাখার বিধান রয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ বিধানের আওতা সম্প্রসারণ করে আরো বেশি অভিবাসীকে বাধ্যতামূলক আটক ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছে। এ পদক্ষেপ ইতোমধ্যে একাধিক আদালতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত পর্যালোচনার মুখোমুখি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

দুই অভিবাসীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করছে আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন (এসিএলইউ)। সংস্থাটি সুপ্রিম কোর্টকে মামলাটি গ্রহণ না করার অনুরোধ জানিয়েছিল। তাদের যুক্তি, মামলার একজন ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেছেন এবং অন্যজন মুক্তি পেয়েছেন। তাদের আইনজীবীদের মতে, ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) তাকে পুনরায় আটক করার কোনো চেষ্টা করেনি।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালেও সুপ্রিম কোর্ট একই ধরনের একটি মামলার শুনানি করেছিল। সে সময় বিচারপতি স্যামুয়েল আলিটো লেখা বিভক্ত রায়ে আদালত বলেছিল যে, ফেডারেল আইন নিজে থেকে বন্ড শুনানির বাধ্যবাধকতা আরোপ করে না। তবে দীর্ঘমেয়াদি আটকের ক্ষেত্রে সংবিধান এমন শুনানি বাধ্যতামূলক করে কি না, সে প্রশ্নে আদালত তখন কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়নি। তখন ভিন্নমত পোষণ করে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্টিফেন ব্রেয়ার লিখেছিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আইনটি যদি জামিন ও জামিন শুনানি নিষিদ্ধ করে, তাহলে সেটি সম্ভবত অসাংবিধানিক হয়ে পড়তে পারে। বর্তমান আপিলে ট্রাম্প প্রশাসন আরো চ্যালেঞ্জ করেছে সেকেন্ড সার্কিট কোর্টের সেই সিদ্ধান্তকে, যেখানে বলা হয়েছিল আটক অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সরকারকে অধিকতর শক্তিশালী প্রমাণ দেখাতে হবে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পালিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে আছেন অথবা জননিরাপত্তার জন্য হুমকি।

হ্যান্ডস অন
ফিসিক্যাল থেরাপি
রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া

এলআইসি. ফিসিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway

170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন

347-596-3111, 347-485-8020

জ্যাকসন হাইটস অফিসঃ (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিসঃ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

মিরসরাই এসোসিয়েশনের বনভোজন অনুষ্ঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল- আড্ডা, শুভেচ্ছা বিনিময়, শিশু-কিশোর-কিশোরীদের ১০০ মিটার দৌড় ও বিস্কুট দৌড় প্রতিযোগিতা, বড়দের দৌড়, বল থ্রো আর মহিলাদের সুই-সুতা ও পিলো থ্রো প্রতিযোগিতা, মধ্যাহ্ন ভোজ, র‌্যাফল ড্র আর পুরস্কার বিতরণী।

বনভোজনে প্রধান অতিথি ছিলেন মোহাম্মদ শেখ ফরহাদ সিপিএ, বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি আবু তাহের, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাজী আশরাফ হোসেন, লুৎফুল করীম ও নিখিল বাবু। দুপুরে আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে নিয়ে এসোসিয়েশনের কর্তাব্যক্তিরা রং বে রংয়ের বেলুন উড়িয়ে বনভোজন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পর অনুষ্ঠিত হয় মহিলাদের আকর্ষনীয় সুই-সুতা ও পিলো থ্রো প্রতিযোগিতা, র‌্যাফল ড্র আর পুরস্কার বিতরণী। পিলো থ্রোতে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগিদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার ছাড়াও সবার জন্য ছিলো অংশগ্রহণকারীর পুরস্কার। খেলাধুলা পরিচালনা করেন সেলিম, নজরুল চৌধুরী ও রেমান। বিকেলের ঝাল-মুড়ি আর চায়ের আড্ডার সাথে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন নাসরিন খন্দকার।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হানিফ চৌধুরী ও কাউসার চৌধুরী। এসোসিয়েশনের সভাপতি আবু তাহের মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি আর সংগঠনের কর্মকর্তারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। র‌্যাফল ড্র'র আকর্ষনীয় ১০টি পুরস্কারের মধ্যে প্রথম পুরস্কার নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক বিমানের টিকিট জিতে নেন মোহাম্মদ নুরুদ্দীন (সৌজন্যে: মোহাম্মদ শেখ ফরহাদ সিপিএ), দ্বিতীয় পুরস্কার ৬৫ ইঞ্চি টিভি জিতে নেন ফখরুদ্দীন ভূঁইয়া।

মিরসরাই এসোসিয়েশনের বনভোজন অনুষ্ঠান আয়োজনে বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন মোহাম্মদ শেখ ফরহাদ সিপিএ, মূলধারার রাজনীতিক এটর্নী মঈন চৌধুরী, আরমান চৌধুরী সিপিএ, ডা. এনামুল হক সবুজ, ডা. হাসনাত, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল হামিদ, আবু তাহের ভূঁইয়া প্রমুখ সহ টিডিএস ইন্স্যুরেন্স।

এবারের বনভোজন সফল করতে গঠিত কমিটির কর্মকর্তারা ছিলেন আহ্বায়ক মেজবা উদ্দিন, যুগ্ম আহ্বায়ক সুলতানা আক্তার শাকি, সদস্য সচিব মঈন উদ্দিন খন্দকার, যুগ্ম সদস্য সচিব জি এম মোর্শেদ, সহযোগি সদস্য ছিলেন ফখরুদ্দীন ভূঁইয়া, সাজেদা বেগম সাজু, পূরবী জাহান, নজরুল ইসলাম, হায়দার টিপু, রুকসানা পূর্নিমা, সিদারুল আলম, মোহাম্মদ আলী শাওন, হামিদা প্রীথা, নুর নবী চৌধুরী, উৎপল শর্মা, পল্লব রায় ও সাইফুল ইসলাম। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শাখাওয়াত হোসেন সেলিম ও কাউসার চৌধুরী।

ইরানকে কড়া বার্তা দিল ভারত

৩ পৃষ্ঠার পর

নিন্দা জানাই, এসব হামলা হরমুজ প্রণালির মতো আন্তর্জাতিক জলপথে অবাধ ও নিরাপদ নৌচলাচল ব্যাহত করছে। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে হামলা পুনরায় শুরু হওয়া এবং সংঘাত বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত সরকার গভীর উদ্বেগ পুনর্ব্যক্ত করেছে।
এর আগে কাতারভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, হরমুজতে আরব আমিরাতের দুটি জাতীয় তেলবাহী ট্যাংকারে ইরান ড্রোন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়।
ওমানের আঞ্চলিক জলসীমায় হরমুজ প্রণালির দক্ষিণ দিকের নৌপথ দিয়ে যাওয়ার সময় মোমবাসা ও আল বাহিয়াহ নামের দুটি ট্যাংকারে ইরানের ড্রোন ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে।
এক বিবৃতিতে আরব আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে একে আন্তর্জাতিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘন এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি বলে উল্লেখ করেছে। সর্বশেষ এই হামলার কড়া নিন্দা জানালো ভারত।

নোয়াখালী সোসাইটির ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠিত যৌথসভায় বক্তব্য রাখেন-ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য সালামত উল্যা, মাহফুজুল হাসান মানিক, গোলাম সারোয়ার, খোকন মোশারফ, উপদেষ্টা নাজির ভান্ডারি, মমিনুল হক, শাহআলম, মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, শাহ নাসের স্বপন, মোহাম্মদ মোস্তাক হোসেন, মালেক খান, কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি তাজু মিয়া, এনামুল হক রুমি, সহ-কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল ইসলাম বাবু, সদস্য আনোয়ারুল আজিম, সদস্য এএসএম মাইনউদ্দিন বাবলু, রুদ্র মামুন ও মাহফুজুল হক।
সভায় বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ সেমিট্রির মুখপাত্র জাহিদ মিন্টু জানান, আমি যা কিছু করি, চেষ্টা করি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করার। বাংলাদেশ সেমিট্রির জন্য আমাদেরকে আগামি ১'শ বছরের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। এখানে ব্যক্তিগত লাভক্ষতির কোন সুযোগ নেই।
সেমিট্রির প্রয়োজনে ফিউনারেল হোম অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সেমিট্রিতে মুসলমানদের জন্য একটি পূর্নাঙ্গ ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠা করা হবে। এছাড়া নিউইয়র্ক সিটিতে সব ধর্মাবলম্বীর উপযোগী একটি অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠা করা হবে। সবাই সম্মত হলে কাজটি দ্রুত এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে।

হাসিনার ফেরা নিয়ে সরব রাজনীতি

৬৪ পৃষ্ঠার পর

নিজেকে আত্মরক্ষা করেছেন। যিনি জীবন রক্ষা করার জন্যে অন্য দেশে চলে গিয়েছেন; সেই তিনিই একেবারে অকাতরে নিজের জীবন দিতে সম্মত হবেন এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। শেখ হাসিনা ভারতের প্রকৃত বন্ধু। তাই ভারত তাকে বিপদে ফেলার জন্যে এমনটি করতে পারে সেটাও বিশ্বাস যোগ্য নয়।
বর্তমানে শেখ হাসিনা ভারতে আছেন। তার সকল কিছু এখন ভারত দেখাশোনা করছে। ফলে ভারতের পরামর্শ ছাড়াই তিনি দেশে ফেরার সময়সীমা উল্লেখ করে বক্তব্য দিয়েছেন সেটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাই ভারতের পরামর্শেই শেখ হাসিনা রয়টার্সে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বলে মনে করাটা যৌক্তিক। এখন প্রশ্ন হলো, ভারতই কেন শেখ হাসিনাকে নিয়ে এই ধরনের বক্তব্য দেওয়ালো। কারও কারও ধারণা, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকারের কাছে ভারতের অনেক কিছুই প্রত্যাশা ছিলো। কিন্তু সেই প্রত্যাশায় হোচট খেয়েছে তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ভারতের আগে চীন সফর করেছেন। এটা ঠিক, ১৯৯১ সালে প্রধানমন্ত্রী হবার পর তারেক রহমানের মা বেগম খালেদা জিয়া প্রথম সফরে চীন গিয়েছিলেন। তারপর ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয়েও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রথমে চীন সফরে যান। কিন্তু সেই সময় এখন অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। বিগত ১৭ বছর শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় থেকে ভারতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ভারতের প্রায় সকল উদ্বেগ নিরসন করেন। সে কারণে বড় প্রতিবেশি হিসাবে ভারতের প্রত্যাশা ছিলো যে, তারেক রহমান ভারতেই প্রথমে যাবেন।
ঢাকার কর্মকর্তারা অবশ্য বলছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রথম সফরে চীন যাননি। তার প্রথম সফর ছিলো মালয়েশিয়া। তারপর গ্রীষ্মকালীন দাভস সম্মেলনে যোগদানের লক্ষ্যে চীন যান। সেই অর্থে চীন সফর কোনও দ্বিপক্ষীয় সফর নয়। এটা পরবর্তিতে দ্বিপক্ষীয় চরিত্র পেয়েছে।
ভারত এখন আশা করছে যে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান অন্তত জুলাই মাসে যেন ভারত সফর করেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, সৌদি আরব থেকে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে সফরে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে রেড সী ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি সৌদি কোম্পানী বাংলাদেশে এক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে বলে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এখনই ভারত যাচ্ছেন না। অবশ্যই সৌদি আরবে বহুমুখী স্বার্থ জড়িত থাকায় তিনি সৌদি যাবেন।
অনেকে অনুমান করেন যে, বাংলাদেশে এখনও ভারতবিরোধী জোয়ার থামেনি। এই অবস্থায় ভারত সফরে গিয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসাটা প্রধানমন্ত্রীর জন্যে সম্মানজনক হবে না। অন্তত পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে গঙ্গা চুক্তির নবায়ন হলেও একটা কিছু অর্জন থাকে। এ ব্যাপারে ভারতের কাছ থেকে তেমন কোনও সাড়া মিলেছে বলে জানা যায়নি। ফলে ভারতের উপদেশে শেখ হাসিনা দেশে ফেরার কথা জানিয়ে রয়টার্সকে সাক্ষাৎকার দিয়ে থাকবেন। এভাবে বাংলাদেশে একটি ঢিল ছোড়ে তার প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইছে ভারত। সমুদ্রে ঢিল ছোঁড়লে যেমন ঢেউ ওঠে; ঠিক তেমনি। এখন দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে ফেরার ঘোষণা দিয়ে শেখ হাসিনা অনেকটা আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কেউ কেউ এখন বলছে যে, শেখ হাসিনার পাসপোর্ট সরকার জব্দ করেছে। তাই তার পক্ষে বিমানে বাংলাদেশে ফেরা সম্ভব নয়। শেখ হাসিনা এখন শুধু সেনাপোল দিয়ে দেশে প্রবেশ করার চেষ্টা করতে পারে। সে ক্ষেত্রে, সীমান্তে আসার পর পরই তিনি গ্রেফতার হবেন এটা স্বাভাবিক। এখন মৃত্যুদন্ডে দন্ড পাওয়া শেখ হাসিনা বাংলাদেশে যাতে আপিল করতে না পারেন সেই ব্যবস্থা করার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন এনসিপি'র আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তবে বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে আদালতের এখতিয়ার।
এই মুহূর্তে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফিরে আসাটা কঠিন হবে। তাছাড়া, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধির জয়সোয়াল এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের বিষয়টির ফয়সালা হবে আইনের মাধ্যমে। ফলে এটা স্পষ্ট যে, ডিসেম্বরে শেখ হাসিনা ফিরে আসছেন না। কারণ আইনি জটিলতা নিরসন করা কঠিন বিষয়। এই জটিলতা নিরসনে কত সময় লাগবে সেটা কোনও সময়সীমা নেই।

পোস্টাল এ্যামপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের বনভোজন অনুষ্ঠিত

৬৪ পৃষ্ঠার পর

পিকনিকের আয়োজন। ১২ জুলাই রবিবার,২০২৬ নিউইয়র্কের অদূরে এক ঝি আর স্টেট পার্কের মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় এই বনভোজন।
এতে অংশ নেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা। বনভোজন উদ্বোধন করেন সভাপতি মোঃ ফারুক হোসেন মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক মুঃ নূর আলম মিনা, কৃষ্ণ রুদ্র ও পোস্টাল এ্যামপ্লয়িজ এর সকল কর্মকর্তা। বাংলাদেশী

আমেরিকান পোস্টাল এ্যামপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ ফারুক হোসেন মজুমদার পিকনিকের সভাপতিত্ব করেন ও সাধারণ সম্পাদক মুঃ এন আলম মিনা সঞ্চালনা করেন বনভোজন উদযাপন কমিটি ২০২৬ এর আহবায়ক ছিলেন সানি গোপ,সমন্বয়কারী আসমা জাহান,যুগ্ম সমন্বয়কারী শফিকুল ইসলাম ও সদস্য সচিব মোঃ আমানুল ইসলাম। আয়োজনের প্রাউড স্পন্সর হিসেবে ছিলেন শাহ নেওয়াজ -সেগাকেন এইজ হোম কেয়ার, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী,কৃষ্ণ রুদ্র, এমসিএ সহ আরো অনেকে।
পিকনিকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হক, গেষ্ট অব অনার হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার আব্দুর রহিম হাওলাদার,কৃষ্ণ রুদ্র, এমসিএ বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী,বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান,সাবেক সিনিয়র সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার ওয়ালী চৌধুরী,সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল।
বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন
ঢাকা জেলা সোসাইটির সভাপতি দুলাল বেহেদু, নবীগ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আলম, বাংলাদেশ সোসাইটির প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ নিশান রহিম, মূলধারার রাজনীতিবিদ জয় চৌধুরী,রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সহ-সভাপতি নুরুল আমিন, জসীম উদ্দিন,সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল পাটোয়ারী,কোষাধ্যক্ষ,মাহফুজুর রহমান মানিক, প্রচার সম্পাদক ফয়েজ আহমেদ,মতলব সমিতির সহ সভাপতি ফারুক পাটোয়ারী,সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোঃ ফয়েজ আহমেদ,সহ সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন ও কোষাধ্যক্ষ জাহিদুর রহমান ,গোপালগঞ্জ জেলা ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ আজিজুল হক ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক হায়দার আকবর মিঠু এবং বাংলাদেশ এসেম্বল অব ইউএসএর সভাপতি শামীম হাসান ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম কলিম।
পিকনিক উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাংলাদেশী আমেরিকান পোস্টাল এ্যামপ্লয়িজ এসোসিয়েশন এর সভাপতি মোঃ ফারুক হোসেন মজুমদার বলেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা এমন একটি পিকনিক আয়োজন করতে পেরেছি। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানান পিকনিক কমিটি ,কার্যকরি কমিটি ,স্পন্সর ও র‌্যাফেল ড্র প্রদানকারীদের।
সাধারণ সম্পাদক মুঃ এন আলম মিনা বলেন ,প্রবাসে আমরা আমাদের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রাখতে চাই। তাই আমাদের সংগঠন একশত পনেরো টি কবর কিনেছে।
এই আয়োজন প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতিফলন। আয়োজকরা জানান, এ ধরনের আয়োজন প্রবাসে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভবিষ্যতেও এমন আয়োজনে সক্রিয় থাকার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করেন।

আর্জেন্টিনা জিতলে আবার বিয়ে করবেন পরীমনি

৬৪ পৃষ্ঠার পর

পরীমনি। এবার সেই সমর্থন প্রকাশ করতে গিয়ে মজার এক ঘোষণা দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনার জন্ম দিলেন তিনি। সেমিফাইনালের আগে বলেছিলেন, আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতলে আবার বিয়ে করবেন। আর ইংল্যান্ডকে হারিয়ে আর্জেন্টিনা ফাইনালে ওঠার পর হ্যারি কেইনকে উদ্দেশ করে দিলেন আরেকটি কৌতুকপূর্ণ পোস্ট। দুটি পোস্টই মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। গত বুধবার দিবাগত রাত ১২টা ৫৮ মিনিটে, আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল শুরু হওয়ার আগেই নিজের ফেসবুক পেজে পরীমনি লেখেন, 'আর্জেন্টিনা কাপ জিতলে আমি আবার একটা বিয়া করুম। ফাইনাল।' মজার ছলে দেওয়া এই ঘোষণায় ভক্তদের মধ্যে শুরু হয় ব্যাপক আলোচনা। পোস্টটিতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত ১ লাখ ৯১ হাজার ৯০০-এর বেশি প্রতিক্রিয়া, ২৩ হাজারের বেশি মন্তব্য পড়েছে। হাজারো শেয়ার হয়েছে।
টেলিভিশনের পর্দায় ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেইনের ছবি তুলে পরীমনি লেখেন, 'পারলে না তুমি আমার বিয়েটা ঠেকাতে!'
টেলিভিশনের পর্দায় ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেইনের ছবি তুলে পরীমনি লেখেন, 'পারলে না তুমি আমার বিয়েটা ঠেকাতে!'
কয়েক ঘণ্টা পর মাঠের লড়াই শেষ হয় আর্জেন্টিনার জয় দিয়ে। ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে লিওনেল মেসির দল। ম্যাচ শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পর, রাত ৩টা ১৫ মিনিটে আবারও ফেসবুকে পোস্ট দেন পরীমনি।
টেলিভিশনের পর্দায় ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেইনের ছবি তুলে পরীমনি লেখেন, 'পারলে না তুমি আমার বিয়েটা ঠেকাতে!'

যৌন নিপীড়ন মামলায় ৫৬ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দিলেন ট্রাম্প

৩ পৃষ্ঠার পর

পুরো অর্থ পেয়েছেন। এই অর্থের মধ্যে আদালত নির্ধারিত ৫০ লাখ ডলার এবং আপিল চলাকালে জমা হওয়া সুদও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ট্রাম্প সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে মামলাটি পুনর্বিবেচনার সুযোগ চেয়েছিলেন এবং এই অর্থ পরিশোধ স্থগিত রাখতে চেয়েছিলেন। তবে গত সপ্তাহে মামলার বিচারক তাকে ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেন। ট্রাম্পের আইনজীবীরা এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। বর্তমানে ৮২ বছর বয়সি সাবেক ম্যাগাজিন কলামিস্ট ই. জিন ক্যারল অভিযোগ করেন, ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি নিউইয়র্কের বার্গডর্ফ গুডম্যান ডিপার্টমেন্ট স্টোরের একটি পোশাক পরিবর্তন কক্ষে ট্রাম্প তাকে যৌন নিপীড়নের শিকার করেন। পরে ২০২২ সালে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যালে' ওই অভিযোগ অস্বীকার করে তাকে মানহানি করেন বলেও দাবি করেন তিনি। ২০২৩ সালে নিউইয়র্কের একটি জুরি বোর্ড সর্বসম্মতিক্রমে ক্যারলের পক্ষে রায় দিয়ে ট্রাম্পকে ৫০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। তবে শুরু থেকেই ট্রাম্প সব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন এবং মামলাটিকে 'প্রতারণা' ও 'উইচ হান্ট' বলে দাবি করেছেন।

এদিকে ২০২৪ সালে পৃথক আরেকটি মানহানি মামলায়ও ট্রাম্পকে প্রায় ৮ কোটি ৪০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই রায়ের বিরুদ্ধেও তিনি আপিল করেছিলেন, তবে ফেডারেল আপিল আদালত তা খারিজ করে দেয়। মামলাটি নিয়েও ট্রাম্পের আইনি লড়াই এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি।

ভিসা আবেদনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের তথ্য বাধ্যতামূলক

৩ পৃষ্ঠার পর

ক্ষেত্রেও আবেদনকারী অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন। বার্তায় বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য আবেদনকারীদের ডিএস-১৬০ আবেদন ফরমে গত পাঁচ বছরে ব্যবহৃত সব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহারকারী নাম (ইউজারনেম) বা হ্যান্ডেল উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক। দূতাবাস আরও জানায়, আবেদনকারীরা আবেদনপত্রে দেওয়া সব তথ্য সঠিক, সম্পূর্ণ ও সত্য বলে প্রত্যয়ন করেই তাতে স্বাক্ষর করে জমা দেন। তাই আবেদনকারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম-সংক্রান্ত তথ্য গোপন করা বা ভুল তথ্য প্রদান করলে ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যান হওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রেও অযোগ্য হতে পারেন।

কানাডার দাবানলে নিউইয়র্কে সর্তকতা

১ পৃষ্ঠার পর

শুরু করেছে। নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, কানেকটিকাটসহ যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন স্টেটের বাতাসের মান বিপজ্জনক পর্যায়ে নেমে গেছে। দিনের বেলায়ও আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে, বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধে উন্মুক্ত স্থানে শ্বাস নেয়া কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

এরই মধ্যে কয়েকটি স্টেটে এয়ার কোয়ালিটি অ্যাডভাইজরি জারি করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দাবানলের ধোঁয়ার কারণে ট্রাই-স্টেট অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় আকাশ ধোঁয়াটে দেখা যাচ্ছে এবং বাতাসে ক্ষতিকর সূক্ষ্ম কণার (ফাইন পার্টিকুলেট ম্যাটার) মাত্রা বেড়ে যেতে পারে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, এই ধোঁয়া শ্বাসকষ্ট, কাশি, মাথা ঘোরা, অবসাদসহ হৃদরোগ, ফুসফুসের রোগ এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক এবং যাদের হাঁপানি বা শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত সমস্যা রয়েছে, তাদের জন্য ঝুঁকি বেশি।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় জনসাধারণকে অপ্রয়োজনীয় বাইরে যাওয়া এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বাইরে বের হতে হলে এন-৯৫ মাস্ক ব্যবহারের পাশাপাশি ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ রাখা এবং এয়ার পিউরিফায়ার বা এয়ার কন্ডিশনার চালিয়ে ঘরের বাতাস পরিষ্কার রাখার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

কানাডার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে জ্বলতে থাকা দাবানলের ধোঁয়া আবারও নিউইয়র্ক সিটি, নিউ জার্সি, কানেকটিকাট এবং সমগ্র ট্রাই-স্টেট অঞ্চলের আকাশ ঢেকে দিয়েছে। বায়ুর মান নেমে গেছে অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে। স্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঘরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কানাডার উত্তরাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে দাবানল দেখা যায়। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আগুনের তীব্রতা, স্থায়িত্ব এবং বিস্তৃতি নজিরবিহীনভাবে বেড়েছে।

উষ্ণতর জলবায়ু, দীর্ঘ খরা, কম আর্দ্রতা এবং অস্বাভাবিক তাপপ্রবাহের কারণে বনভূমি আগের তুলনায় অনেক বেশি দাহ্য হয়ে উঠেছে। ফলস্বরূপ, একবার আগুন লাগলে তা দ্রুত হাজার হাজার একর এলাকা গ্রাস করছে।

এই দাবানল থেকে উৎপন্ন ধোঁয়া বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে উঠে শত শত এমনকি হাজার হাজার মাইল দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে।

ফলে কানাডায় জ্বলতে থাকা আগুনের ধোঁয়া নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, কানেকটিকাট ছাড়িয়ে বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া, ওয়াশিংটন ডিসি এমনকি ইউরোপের কিছু অংশ পর্যন্ত পৌঁছানোর ঘটনাও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা গেছে।

KARNAFULLY
TRAVEL INC.
(Approved Travel Agent)

IATA arc
Approved

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

কর্ণফুলি ট্রাভেল

আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত
উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা – রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

জ্যাকসন হাইট্স, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে
বাংলাদেশী ডাক্তার
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Internal Medicine
Geriatric Medicine
শামীম আহমেদ এম, ডি
• আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
• নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
• ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।
35-30 , 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)
TEL: 718-205-6561

Starling Car Service LLC
Best Choice for your trip
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
* 24 Hours Service
* Experienced & Professional Driver
* Affordable Price
* Airport Service
* Long Distance - Short Distance Hourly Service
* Special Occasions Service
* Wheelchair Available
* Corporate Transporation
Please Contact:
Md. Kamroul Hasan
President & CEO
718-612-8825
2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx
NY 10462
Tel: 718-612-8825
914-294-1845
Email: starlingcarservice@gmail.com
We arrange
Base Letter & Base Affiliate

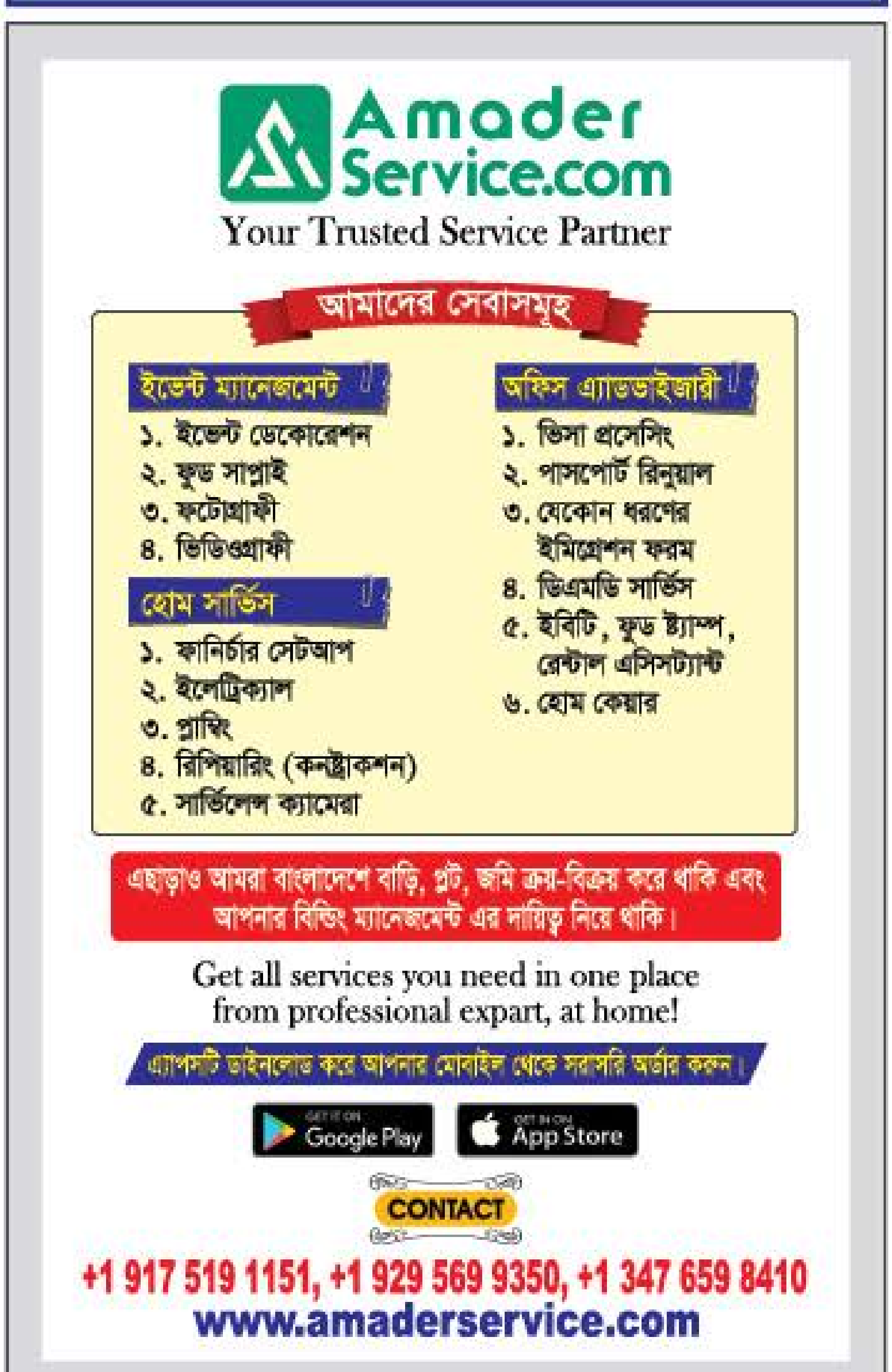
Amader Service.com
Your Trusted Service Partner
আমাদের সেবাসমূহ
ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী
হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা
অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ডিএমভি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড ষ্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিস্ট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার
এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।
Get all services you need in one place from professional expart, at home!
এ্যাপসটি ডাইনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।
GET IT ON Google Play
GET IN ON App Store
CONTACT
+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410
www.amaderservice.com

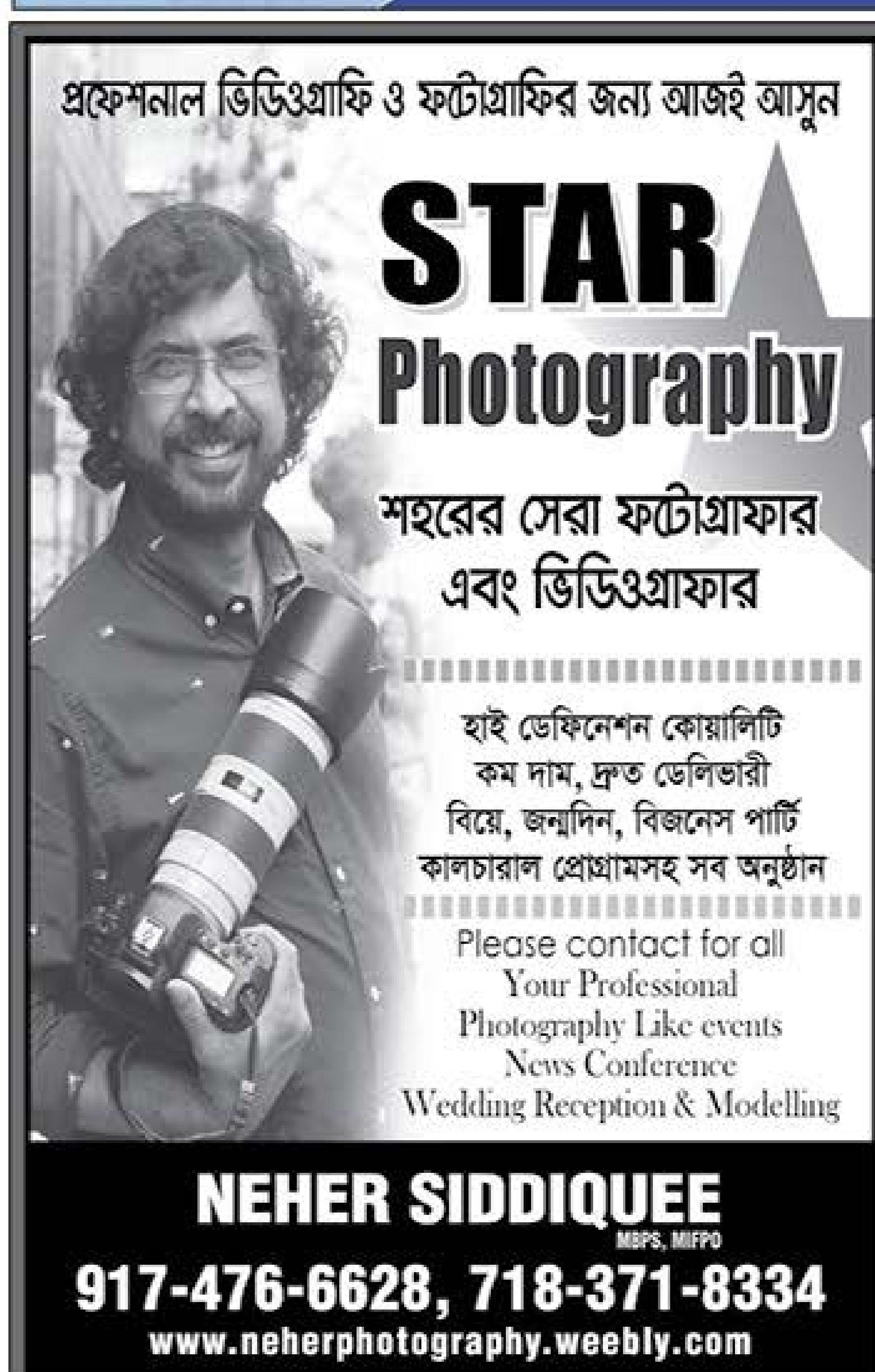
প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন
STAR
Photography
শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার
হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান
Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling
NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

ঈমান ধ্বংসকারী সাত কাজ

২৫ পৃষ্ঠার পর

করতো। অন্যথায় কেউ জোরাজোরি করলে তাকে তা শিক্ষা দিত এবং বলে দিত এগুলো কুফরি। আল্লাহ বলেন, 'তারা যাকেই জাদু বিদ্যা শিখাত, তাকে বলে দিত যে তোমরা (জাদু শিখে) কুফুরি করো না। নিশ্চয় আমরা তোমাদের জন্য পরীক্ষা।' (সুরা বাকারা : ১০২)।

অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা : আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করলে ঈমান চলে যায়। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না।' (সুরা বনি ইসরাইল: ৩৩)। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল, তিন-তিনটি কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা বৈধ নয়- এক. জীবনের বদলে জীবন। দুই. বিবাহিত ব্যভিচারী। তিন. ইসলাম ত্যাগকারী।' (বোখারি : ৬৮৭৮)।

সুদ খাওয়া : সুদ ইসলামে হারাম। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা দ্বিগুণের ওপর দ্বিগুণ সুদ ভক্ষণ করো না এবং আল্লাহকে ভয় করো যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।' (সুরা আলে ইমরান : ১৩০)। রাসুলুল্লাহ (সা.) সুদ গ্রহীতা, সুদদাতা, উল্কি অঙ্কনকারী উল্কি গ্রহণকারী নারীদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন।' (বোখারি : ৫৯৪৫)।

এতিমের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা : এটি এক ভয়ানক পাপ। অবৈধভাবে কোনো এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা আগুন ভক্ষণ করার মতো। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা অন্যায়ভাবে এতিমের সম্পদ গ্রাস করে, তারা আসলে নিজেদের পেটে আগুনই ভক্ষণ করে। শিগগিরই তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে।' (সুরা নিসা : ১০)।

ধর্মযুদ্ধ থেকে পালানো : ধর্মযুদ্ধ চলাকালে (রণক্ষেত্র) থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করলে ঈমান ধ্বংস হয়ে যায়। জিহাদের ময়দান থেকে শত্রুভয়ে পলায়ন করা কবিরা গোনাহ। অবশ্য শত্রুকে প্রতারিত করা কিংবা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা বৈধ।

উত্তম নারীকে অপবাদ : মুমিন নারীদের চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ দিলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। মুমিন নারীর ওপর জিনার অপবাদ দেওয়া মারাত্মক গোনাহের কাজ। আল্লাহ বলেন, 'যারা সতী-সাধ্বী সহজ-সরল মুমিন নারীদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত। এবং তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি।' (সুরা নুর : ২৩)।

দুর্যোগে আল্লাহর আশ্রয় কাম্য

২৫ পৃষ্ঠার পর

তিনি অনেক গোনাহ মাফ করে দেন।' (সুরা শুরা : ৩০)। কোরআনের অসংখ্য আয়াত ও নবীজি (সা.)-এর অনেক হাদিস থেকে বোঝা যায়, বিশ্বজুড়ে যেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে, সেগুলো মানুষের পাপের ফসল। এসব বিপদাপদ দিয়ে আল্লাহতায়ালা বান্দাকে সতর্ক করেন। যেন আমরা সহজ-সরল পথ অবলম্বন করি। সমাজ ও দেশের বেশিরভাগ মানুষ যখন পাপ, ব্যভিচার, অন্যায় এবং আল্লাহকে ভুলতে বসে, তখনই আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে জমিনবাসীর জন্য শাস্তির ফয়সালা নেমে আসে।

আপদ-বিপদ বান্দার পরীক্ষা : যখন কোথাও ভূমিকম্প সংঘটিত হয় অথবা সূর্যগ্রহণ হয়, ঝড়-বাতাস বা বন্যা হয়, তখন সবার উচিত মহান আল্লাহর কাছে তওবা করা, তাঁকে স্মরণ করা, তাঁর কাছে নিরাপত্তার জন্য দোয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা। কেননা, মহান আল্লাহ পৃথিবীতে নানাবিধ আপদবিপদ ও মসিবত দিয়ে বান্দাকে পরীক্ষা করেন। সব রকম বিপদাপদে হেফাজত থাকার কলাকৌশল, দোয়া, জিকির-আজকার কোরআন-হাদিসে এসেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কিছু দোয়া বা আমলের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচার সুযোগ রয়েছে। রাসুল (সা.) তার উম্মতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন। যেন উম্মতকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে একসঙ্গে ধ্বংস না করা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রাসুল (সা.) বেশি বেশি তওবা-ইস্তিগফার করতেন। অন্যদেরও তা পড়ার নির্দেশ দিতেন।

ঝড়-বৃষ্টিতে রাসুল (সা.) শঙ্কাগ্রস্ত হতেন : আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসুল (সা.)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি যে, 'লোকজন মেঘ দেখলে বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়ে থাকে, আর আপনি তা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েন কেন?' জবাবে রাসুল (সা.) বলেন, 'আমি এ ভেবে শঙ্কিত হই যে, বৃষ্টি আমার উম্মতের ওপর আজাব হিসেবে পতিত হয় কি-না! কেননা, আগের উম্মতদের ওপর এ পদ্ধতিতে (বৃষ্টি বর্ষণের আকারে) আজাব পতিত হয়েছিল।' (মুসলিম : ৮৯৯, তিরমিজি : ৩৪৪৯)।

দমকা হাওয়ায় নবীজি (সা.) যা করতেন : সাহাবিদের জীবনে আমরা দেখি, বিপদে-মসিবতে তারা নামাজে দাঁড়াতেন ও ধৈর্য ধারণ করতেন। (মিশকাতুল মাসাবিহ : ৫৩৪৫)। ঝড়-তুফানের প্রাদুর্ভাব ঘটলে তাকবির তথা আল্লাহু আকবার বলা ও আজান দেয়া সুন্নত। (তবে এ আজানে 'হাইয়া আলাস সালাহ' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বাক্যদ্বয় বলার প্রয়োজন নেই)। দমকা হাওয়া বইতে দেখলে রাসুল (সা.) আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যেতেন। উদ্বিগ্ন হয়ে চলাফেরা করতেন। যখন বৃষ্টি হতো, তখন তিনি খুশি হতেন। আয়েশা (রা.) বলেন, যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হতো এবং ঝড়ো বাতাস বইত, তখন রাসুল (সা.)-এর চেহারায় চিন্তার রেখা ফুটে উঠত। এ অবস্থা দেখে তিনি এদিক-সেদিক পায়চারি করতে থাকতেন এবং এ দোয়া পড়তেন, আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা-ফিহা ওয়া খাইরা মা-উরসিলাত বিহি, ওয়া আউজুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা-ফিহা ওয়া শাররি মা-উরসিলাত বিহি। (অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এ বৃষ্টির কল্যাণ কামনা করছি; এ বৃষ্টিতে যেসব কল্যাণ রয়েছে, সেগুলো কামনা করছি এবং এ বৃষ্টির মাধ্যমে প্রেরিত কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর এ বৃষ্টি এবং বৃষ্টির মাধ্যমে প্রেরিত সব রকম অকল্যাণ ও বিপদাপদ থেকে পরিত্রাণ চাই।' এরপর যখন বৃষ্টি হতো, তখন মহানবী (সা.) শান্ত হতেন। (বোখারি : ৩২০৬)।

EnR Insurance BroKerage
4122 75th Street. Elmhurst, NY 11373
An independant insurance brokerage
একটি বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Contact us: (718) 310-0413

Mohammed Tohin, Broker
Home/ Co-op/ Condo/ Renters
High Value Home
Vacant Property/ Land
Builders Risk
Commercial Property
Commercial Package Policy
Business Owners Policy
Disability Insurance
Workers' Compensation
Professional Liability
Construction Insurance
One Day Event
Home Business & More
হোম ইন্স্যুরেন্স
DB Insurance, Hyundai, Liberty Mutual, Otsego Mutual, Travelers, Associated Mutual, Sterling, Kingstone, Security Mutual & More
আমরা মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স সেবাও দিয়ে থাকি
HealthFirst, VNS, United, WellCare, Aetna, Fidelis Care
Ph: (718) 310-0413 ■ Fax: (718) 650-2245 ■ info@enrinsurance.com

WE'RE HIRING
646-945-6794
Design: Typing, Photo shop
Computer Basic Knowledge.
Please Call or sent your CB
mail:mkamal951@gmail.com
AL PRINT
170-22 HILLSIDE AVE

TOUR Packages

১ দিনের ট্যুর (নিউইয়র্ক থেকে)

বস্টন ভ্রমণ	$ ১১৯
আমেরিকান ড্রিম মল	$ ৩০
ওয়াশিংটন ডিসি	$ ১০৯
ফিলাডেলফিয়া (চেরি ব্লসম)	$ ১০৯
লেগোল্যান্ড, নিউইয়র্ক	$ ১৪৮
চুয়াং ইয়েন মনাস্ট্রি ও মহাযান টেম্পল	$ ৭৮
ফল সংগ্রহ ও হ্যাপি ফার্ম	$ ৬৮
ড্রিম থার্ন (সুইস টাউন, পেনসিলভেনিয়া)	$ ৮৮
লিউইন ফার্মস, ল্যাভেন্ডারস বাই দ্য বে ও ট্যাঙ্গার আউটলেটস	$ ৬০
শ্রী স্বামিনারায়ণ মন্দির (রবিনসভিল) ও লংউড গার্ডেন্স	$ ৬৮
লং আইল্যান্ড গেম ফার্ম, শিশুদের চিড়িয়াখানা, ভান্ডারবিল্ট মিউজিয়াম ও প্ল্যানেটেরিয়াম	$ ৬৮

২ দিনের ট্যুর

ফিলাডেলফিয়া+ওয়াশিংটন ডিসি	$ ২৪৮
কেপ মে	$ ৩৪৮
স্টারগেজিং ট্যুর	$ ৩৪৮
নিউ হেভেন+রোড আইল্যান্ড+বস্টন	$ ২৫৮
নায়াগ্রা+ওয়াটকিন্স গ্লেন+ফিঙ্গার লেক	$ ১৮৮
অ্যালিস টাউন ও মার্থাস ভিনইয়ার্ড	$ ৩৩৮
থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস+কর্নেল ইউনিভার্সিটি+ওয়াইনারি	$ ২৮৮
শ্রী স্বামিনারায়ণ মন্দির+আমিশ ফার্ম+হার্শি চকলেট ওয়ার্ল্ড	$ ৩১৮
ওয়াশিংটন ডিসি (চেরি ব্লসম)+স্মিথসোনিয়ান+ওল্ড টাউন আলেকজান্দ্রিয়া	$ ১৯৮

৩ দিনের ট্যুর

নায়াগ্রা ফলস+বস্টন	$ ৩২৮
নায়াগ্রা ফলস+থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস	$ ৪২৮
ওয়াশিংটন ডিসি+নায়াগ্রা ফলস	$ ২৮৮
নায়াগ্রা ফলস+টরেন্টো+থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস	$ ৪৬৮
বস্টন+পোর্টল্যান্ড+আকাডিয়া ন্যাশনাল পার্ক	$ ৪৯৮

বুকিং ও তথ্যের জন্য আজই যোগাযোগ করুনঃ
ট্যুরস্ এন্ড ফান
136-21 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11418
917-378-4921, 929-928-5001
info@toursandfun.com | www.toursandfun.com
আমরা মেক্সিকো, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়াতেও ট্যুর প্যাকেজের ব্যবস্থা করি।
আরামদায়ক পরিবহন • অভিজ্ঞ গাইড • পরিবার ও গ্রুপের জন্য বিশেষ ছাড়!

পায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন ?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

ডায়াবেটিক রোগীদের ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে ডায়াবেটিক জুতা দেওয়া হয়।

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Metroplus, Healthfirst and other private insurances.

Our Office Locations

- 01 16605 Highland Ave, Suite L-1, Jamaica, NY 11432
- 02 264-02 Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
- 03 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
- 04 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
- 05 7721 101th Ave, Ozone Park, NY 11416
- 06 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Phone: 347-509-4470, Fax: (646) 845-1861

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appointment

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 (LIMITED TIME OFFER)

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

আমেরিকা তথা নিউইয়র্ক এ একটি গর্বিত বাড়ির মালিক হতে চান?

আমরা স্বাচ্ছন্দ্য মুল্যে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি।

REALTOR® MLS EQUAL HOUSING LENDER

KAZI N JALAL
Licensed Sale Agent

ARA REALTY SERVICES INC

A full Service Real Estate Brokerage of Professional Company

158-10 84th DriveJamaica, NY 11432
Email: realtornykazi@gmail.com
Office: 917-417-6766
Cell: 516-439-0156

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

Authorized IRS e-file Provider

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

tax refund

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

জব জব হেল্প জব

Job Help Application Processing Service

917-500-3937

OUR SERVICES

- পোস্টাল জব
- ফেডারেল জব
- স্টেট জব
- এম. টি. এ জব
- সিটি জব
- রেজুমী তৈরী
- কভার লেটার
- সিটিজেনশিপ এপ্লিকেশন প্রসেসিং
- নিউ পাসপোর্ট/রিন্যুয়েল
- ডুয়েল সিটিজেনশিপ
- ফুড স্ট্যাম্প
- ডিজএবিলিটি (SSI)
- সোশ্যাল সিকিউরিটি (SS)
- রিটারম্যান্ট বেনিফিট

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

Phone/Fax: 917-200-6160

MTA JOB OPEN

APPLY NOW - GREAT CAREERS START HERE!

Exam No.	Title	Salary	Due Date	Req. Qualification
6621	STRUCTURE MAINTAINER - GROUP G ((PAINTER))	$37.16-43.72	07/15/2026	Two years Painting Experience.
6622	STRUCTURE MAINTAINER - GROUP G ((PAINTER))	$49,667-67,933/A	07/15/2026	Bachelor Degree in Eng.Fire Safety, Chemistry, Biology, Math Etc.
6623	TRANSIT ELECTRICAL HELPER	$25.89-46.82/H	07/15/2026	Two Years Exp. Electrical or Mechanical.
6626	CONDUCTOR	$26.70-$38.15/H	07/10/2026	Four years HS diploma.
7602	FARE ENFORCE-MENT AGENT	$63,066-97,021/A	07/28/2026	HS diploma and 3 years Security Exp.
7603	TRAIN OPERATOR	$41.16-42/H	07/282026	HS diploma + D/L With one year Exp.

For more Info: JOB HELP- 917-500-3937

148-45, Hillside Ave, Suite 204,
Jamaica, NY 11435

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL

NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন
বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন +1 (929) 393-8620

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office: 37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office: 167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

COOL Multiservices LLC

Real Estate, Tax, Insurance & Consultancy
We Offer Mortgage
Wireless Communication Limo Service

শাহ্ হামজার স্মরণে
বিশ্বাসের উত্তরাধিকার, উৎকর্ষতার ভবিষ্যৎ

১৯৯৯ সাল থেকে কুল মাল্টিসার্ভিসেস এলএলসি আমাদের কমিউনিটির একটি নির্ভরযোগ্য ভরসার নাম। দীর্ঘ এই পথচলায় আমরা সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন করেছি।
আজ আমরা গর্বের সাথে জানাচ্ছি—আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ আরও নিরাপদ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে আমরা আমাদের সেবার পরিধি ও দক্ষতা আরও বিস্তৃত করেছি।
আপনি যদি ট্যাক্স সংক্রান্ত সহায়তা চান, কিংবা নিজের স্বপ্নের একটি বাড়ির খোঁজে থাকেন—যে দলকে আপনি বছরের পর বছর বিশ্বাস করেছেন, সেই দল আজও আপনার পাশে আছে।

আমাদের প্রধান সেবাসমূহ

* ট্যাক্স প্রস্তুতি ও পরামর্শ
  দ্রুত, নির্ভুল ও সর্বোচ্চ রিটার্ন নিশ্চিত করার জন্য অভিজ্ঞ সহায়তা।
* মর্টগেজ ও ঋণ সমাধান (প্রি এপ্রোভাল)
  সহজ শর্ত, প্রতিযোগিতামূলক সুদের হার ও ব্যক্তিগত গাইডলাইন।
* রিয়েল এস্টেট সেবা
  বাড়ি কেনা বা বিক্রি—বাজার বিশ্লেষণ করে আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা।

আপনার স্বপ্নের বাড়ির শুরু এখান থেকেই

প্রথমবার বাড়ি কিনছেন?
আপনাকে আন্তরিক স্বাগতম।
এই প্রক্রিয়াকে জটিল মনে করার কোনো কারণ নেই। আমরা প্রথমবার বাড়ি কিনতে আগ্রহীদের জন্য প্রি-অ্যাপ্রুভালসহ প্রতিটি ধাপে পাশে থেকে সহায়তা করি, যাতে আপনার "স্বপ্নের বাড়ি" বাস্তবে রূপ নেয়।

কুল-এর সাথে যুক্ত হয়ে উপভোগ করুন
২৫ বছরেরও বেশি সময়ের সততা, অভিজ্ঞতা ও পেশাদার সেবার নিশ্চয়তা।

: যোগাযোগ :
১৯৭০১ হিলসাইড অ্যাভিনিউ, হলিস, নিউ ইয়র্ক ১১৪২৩
৭১৮-৮০৩-৮২০০
ইমেইল: coolmultiservicesllc@gmail.com

নিউইয়র্কে মতিউর রহমান চৌধুরীর মতবিনিময়

৬৪ পৃষ্ঠার পর

অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাংবাদিক, স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মী, মানবজমিনের সাবেক সহকর্মী ও বিশিষ্টজনরা।

স্মৃতিচারণ, আড্ডা আর গণমাধ্যমকেন্দ্রীক প্রাণবন্ত আলোচনায় মতিউর রহমান চৌধুরীর দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবন থেকে শুরু করে দেশের অতীত ও বর্তমান সাংবাদিকতার বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে। মানবজমিনের অনেক সহকর্মী এই আলোচনায় মতিউর রহমান চৌধুরীর তার কর্মময় জীবনের নানা দিক এবং সাংবাদিকতা দর্শনের ওপর আলোকপাত করেন। নানা স্মৃতিচারণায় আবেগে আপ্লুত হন প্রতিষ্ঠানটির সাবেক কর্মীরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মতিউর রহমান চৌধুরী কেবল একজন সম্পাদক নন, তিনি একাধারে একজন অভিভাবক এবং সাহসী সাংবাদিকতার পথিকৃত। তার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাকে অনেকেই নিজেদের সাংবাদিকতা জীবনের সেরা সময়

হিসেবে উল্লেখ করেন। সত্যনিষ্ঠ এবং বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতায় আপসহীন থাকার ক্ষেত্রে মতিউর রহমান চৌধুরী সবসময় তরুণ সাংবাদিকদের পথ দেখিয়েছেন। নিজে সাহসী সাংবাদিকতা করেছেন, অন্যদের সাহসী সাংবাদিকতায় উৎসাহ দিয়েছেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে মতিউর রহমান চৌধুরী বলেন, সাংবাদিকতা কেবল একটি পেশা নয়, এটি একটি দায়বদ্ধতার জায়গা। সহকর্মীদের সঙ্গে কাটানো এই সময়গুলো আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। সবার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আমাকে সবসময় নতুন করে কাজ করার সাহস জোগায়। একজন সাংবাদিকের আসল

পরিচয় হওয়া উচিত তিনি সাংবাদিক।

সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, রাজনীতিবিদরা নানা ভাগে বিভক্ত। এমনকি দেশের স্বার্থেও তারা ঐক্যবদ্ধ নন। তেমনি সাংবাদিকদের মধ্যেও এমনটা দেখা যায়। রাজনীতি পেটে থাকুক। প্রকাশের কী দরকার! কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে- অনেকেই নিজেদের সাংবাদিক পরিচয় দেয়ার আগে রাজনৈতিক পরিচয় দিতেই বেশি ভালোবাসেন। এসব কারণেই সংকট তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতি পাল্টাতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

মতিউর রহমান চৌধুরী বলেন, ৫৫ বছরের

বাংলাদেশ। এই সময়ে পৃথিবীতে অনেক দেশ স্বাধীন হয়েছে। তারা কেউই পেছনে পড়ে নেই। সবাই এগিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা একে অপরকে পেছন থেকে টানছি শুধু। তিনি বলেন 'আগামীতে বাংলাদেশের সামনে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ আছে। নতুন সরকার আসার পর নানামুখী চ্যালেঞ্জের মধ্যদিয়ে যাচ্ছে। রাজনীতি এখনো পুরোপুরি ঠিক হয়নি, অস্থিরতা বিরাজমান। আমাদের রাজনীতি আমরা ঠিক করি না, অন্যরা ঠিক করেন। আমরা নিয়ন্ত্রিত হই। এই নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হতে না পারলে বাংলাদেশ সঠিক পথে যাবে না। আমরাও সঠিক বাংলাদেশ পাবো না।

আলোচনায় অংশ নিয়ে মানবজমিন সম্পাদক মাহবুবা চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করায় সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। প্রবাসে থেকেও সাংবাদিকতা চর্চা করে যাওয়ায় উপস্থিত সাংবাদিকদের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ও আজকালের কন্ট্রিবিউটিং এডিটর মনোয়ারুল ইসলাম এবং মানবজমিন-এর সাবেক মহাব্যবস্থাপক আশরাফুল নওশাদের যৌথ উপস্থাপনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন আজকাল সম্পাদক শাহ

নেওয়াজ, ঠিকানার সম্পাদক এম. এম. শাহীন, প্রবীণ সাংবাদিক মুহম্মদ ফজলুর রহমান, নারী নেত্রী অধ্যাপিকা হুসনে আরা, প্রবীণ সাংবাদিক মঈনুদ্দীন নাসের, আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু, বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, সিনিয়র সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ, আজকালের বার্তা সম্পাদক হাসান মাহমুদ, ঠিকানা'র বার্তা সম্পাদক শহীদুল ইসলাম, এনটিভি উত্তর আমেরিকা ব্যুরো প্রধান ফরিদ আলম, সিনিয়র সাংবাদিক ও আলোকচিত্রী নিহার সিদ্দিকী, দৈনিক আজকের পত্রিকার সাবেক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম দুদু, সিনিয়র সাংবাদিক দর্পণ কবীর, শওকত ওসমান রচি, মুজাহিদ আনসারী, আজকালের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রানো নেওয়াজ, এনওয়াই কাগজের সম্পাদক আকতারোজ্জা ইসলাম, ঠিকানা'র সিনিয়র সাংবাদিক নাশরাত আর্শিয়ানা চৌধুরী, সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখিকা মনিজা রহমান, প্রথম আলো'র নিউইয়র্ক প্রতিনিধি তোফাজ্জল লিটন, ঠিকানা টিভি'র সিনিয়র রিপোর্টার আশেক মাহমুদ, সাংবাদিক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, মূলধারার রাজনীতিক মেরি জোবাইদা, নাদিমা আক্তার শাহানা, সিনিয়র সাংবাদিক অনিক রাজ, সিনিয়র রিপোর্টার আবু সাইম, আজকালের মহাব্যবস্থাপক আবু বকর সিদ্দিক, মাহফুজুর রহমান ও কার্টুনিস্ট টিপু আলম।

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING

MAXIMIZE YOUR REFUND
CLAIM EVERY CREDIT & DEDUCTION YOU DESERVE

Tax Prep & Consulting Services for Individuals & Businesses

Our Services

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

- Individual Tax Preparation (Form W-2, 1098, 1099 ...)
- Business Tax Preparation (Corporation, LLC, Partnership, Not-for-Profit ...)
- Self-Employed Tax Preparation (Uber, Lyft, Taxi ...)
- Amended Tax Preparation
- Sales Tax Preparation
- Tax Planning & Consulting
- Year-Round Support
  Notary, Immigration, RAPID DIVORCE, Insurance ~7702 Plan, Copy, Scan, Print, E-mail...
- BUSINESS SETUP LLC, INC., Not-for-Profit, Nonprofit...

Notary Public

You Can Trust Us for Accurate, Reliable, and Professional Tax Filing.

30 MINUTES NO OBLIGATION FREE CONSULTATION

Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant
347-266-3376, 646-651-0945

Nadira Hossain, MA
Tax Assistant
646-651-2787

ICOR Multi Services Inc.
icormultis@gmail.com
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING

PAY LESS TAXES
PROVEN TAX STRATEGIES

The IRS won't tell you which CREDITS & DEDUCTIONS you are missing—but I WILL.

Small Business Owners, Rental Property Owners, Self-Employed Individuals, and Investors...
Discover what you have been overlooking ...

Customize Tax Planning Can Maximize Your Tax Savings

Tax-Advantaged Accounts are Dedicated Savings Vehicles—Specially Designed to Give You and Your Family Extra Tax Benefits in Exchange for Saving Money for Specific Goals- Like: Retirement, Education, Wealth Creation, Financial Security ...

- Retirement Plans - 401(k), IRA, Roth IRA ...
- Education plans - 529 Plan, Coverdell ESA, UGMA/UTMA ...
- Health Savings Account - HSA
- Flexible Savings Account - FSA
- Achieving a Better Life Experience Account - ABLE
- Tax-efficient investment - ETFs, Index Funds ...
- Tax-advantaged investment - Municipal Bond, Treasury Bond ...

INSURANCE LIFE HEALTH DISABILITY

Income Continuation Plan ~7702 Plan – Permanent Life Insurance is a Hybrid Financial Tool / Unique Blend of Financial Protection for you & your business, assets and family / Tax Exempt Financial Asset: MULTI-PURPOSE FUND for you to access for any reason without penalty & taxes - Emergencies, Education, Retirement, Opportunities ... while FINANCIAL SECURITY & TAX-FREE INCOME for your family and loved ones.
Estate Planning : can be used to Equalize Inheritances or Provide Funds For Estate Taxes...

I am a Professional Financial Coach, Tax Advisor, and Licensed Insurance Broker
I am happy to assist you with your Financial Planning, Tax Planning, Budgeting, Debt Management, and Insurance Needs

Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant

ICOR Multi Services Inc.
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372
347-266-3376, 646-651-0945 icormultis@gmail.com

HP
HAVEN POINT
HOME CARE INC.
A Home Health Care Consultant

PCA HOME CARE SERVICE
আমরা সর্বোচ্চ রেট পেতে সহযোগিতা করছি

আপনি কি PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদানে সহায়তাসহ হোম কেয়ার সংক্রান্ত সকল প্রকার সহযোগিতা করে থাকি।

ডে কেয়ারের
সেবা নিলে পাচ্ছেন
সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
470 447 8625
917 519 1151

ডে কেয়ার ও হোম কেয়ার সেবা নিতে আজই যোগাযোগ করুন

1088 Liberty Ave. Brooklyn, NY 11208

First Time in NY
COMMUNITY
CONNECT
Scan to Register
Tuesday June 17th, 2025
5.00 PM - 7.30 PM
150 State Street 4 FL
Albany 12207 NY
Speakers
The Next Bangladesh:
Powered by its Global Citizens (NRBs)
Quazi M. Ahmed
Global Leadership Trainer & Coach
Founder & President, BOND
CEO, Global Center of Excellence, LLC
Cybersecurity Awarness:
Protecting Ourselves and Our Community
Mahbub Rahman
IT Professional & Career Coach
Founder & CEO at Sustain Secure and The Triple Zero LLC
Refreshments will be served
Hosted by
MAJESTIC TOUCH
Organizing Partners
BOND
SUSTAIN SECURE
QUAZI consultants
GLOBAL
EAGLES BOOST
triplezero
CXO GLOBAL ALLIANCE
America TECH

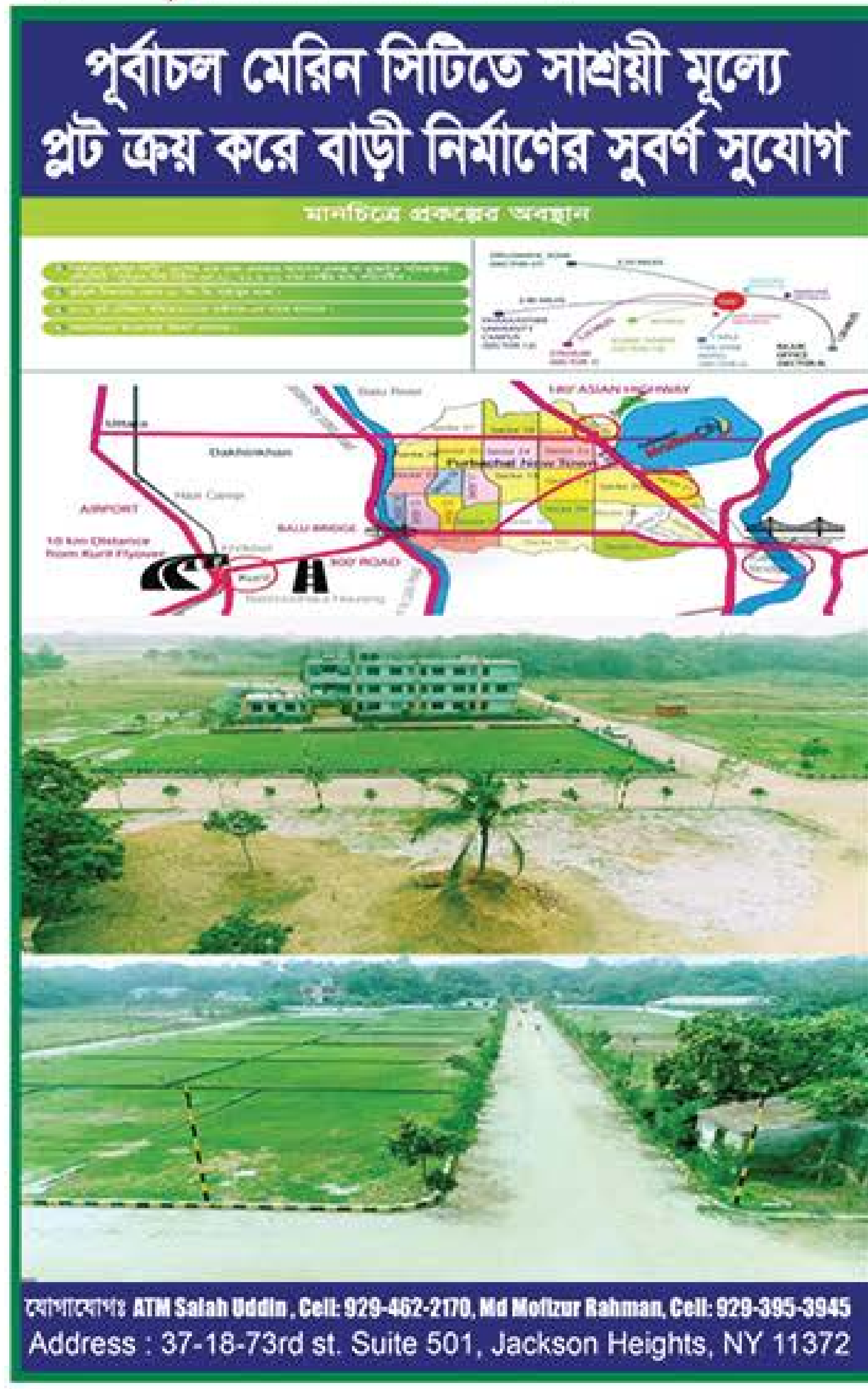
পূর্বাচল মেরিন সিটিতে সাশ্রয়ী মূল্যে
প্লট ক্রয় করে বাড়ী নির্মাণের সুবর্ণ সুযোগ
মানচিত্রে প্রকল্পের অবস্থান
যোগাযোগঃ ATM Salah Uddin, Cell: 929-462-2170, Md Mofizur Rahman, Cell: 929-395-3945
Address : 37-18-73rd st. Suite 501, Jackson Heights, NY 11372

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

UB
US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
US BANGLA TECHNOLOGY & SUPPLIES INC.
US BANGLA DEVELOPER & PROPERTY INC.
Chandan Gupta
President
347-239-3408
Mostafezur Rahman
Vice President
646-361-0250
Authorized e-file Provider
One Stop Services
37-47 73rd Street, Suite #217
Jackson Heights, NY-11372
Tel :718-255-6783
Fax:718-255-6783
usbanglagroup@yahoo.com
Services : Individual & Business Tax Services, Immigration Services, Loan Modification, Real Estate Property Investment.

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন
Dream Cottage Realty Inc
আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড
লোন সহ সকল ব্যাবস্থা করে থাকি।
শত ভাগ গ্যারান্টি
সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে
সহযোগীতা প্রদান করা হয়
Fazle Shohag Khan
Licensed Real Estate Sales
Cell: 1-917 770 1341
Office: 1-516 800 5160
e-mail: shohag.khan@hotmail.com

Video & Photo
PRODUCTION
SERVICES
DFC TV
DREAM FRAME CREATIVE
• Brand Videos
• Event Coverage
• Product Demos
• Corporate Videos
• Video Editing
সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কনটেন্ট দরকার? আমাদের হাতে তৈরি করুন ফাস্ট ও স্মার্টলি!
আমাদের সেবাসমূহ: ইভেন্ট ফিল্মিং (বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন) কর্পোরেট ও প্রোমোশনাল ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউব কনটেন্ট লাইভস্ট্রিমিং (Facebook, YouTube) ডকুমেন্টারি
ইভেন্ট কভারেজ থেকে কর্পোরেট ভিডিও —সবকিছু এক ছাতার নিচে!
Phone
(646) 457-6732
(929) 498-0979
Website
www.dfcreative.org
Location
Jamaica, NY 11432

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

WIN ZONE Realty Inc.
WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
Specialist on Residential & Commercial, Bank Own Properties, Short Sale, REO and Loan Modification.
Hard Money Loan Available.
রিয়েল স্টেট লাইসেন্স প্রাপ্ত আমেরিকাতে বাড়ি বেচা-কেনা ও লোন সংক্রান্ত বিষয়ে বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশিষ্ট রিয়েল্টর
Somnath Ghosh (SAM)
Licensed Real Estate Agent
Tel: (Direct)
646-597-1760
Office : 81-15 Queens Blvd 2nd FL, Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000
Fax: 516-407-5615
Email:sstreamline@ gmail.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

DUO NEST
REAL ESTATE TUTORING CENTER
ঈদ উপলক্ষে 10% DISCOUNT
নিউ ইয়র্কে আপনার রিয়েল এস্টেট ক্যারিয়ার শুরু করুন
কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই!
DUO NEST REAL ESTATE TUTORING- এ, আমরা আপনার লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ এবং ঝামেলামুক্ত করে তুলি
কেন রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স নেবেন?
দ্রুত একটি নির্ভরযোগ্য আয় উপার্জন করুন।
নিউ ইয়র্কের ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট বাজারে একটি সম্মানিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন।
স্বাধীনভাবে বা নেতৃস্থানীয় রিয়েল এস্টেট সংস্থাগুলির সাথে কাজ করুন।
ধাপে ধাপে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করুন।
আপনার সাফল্যের মাধ্যমে আপনার পরিবারকে গর্বিত করুন।
শক্তিশালী ইংরেজি দক্ষতা নেই? কাজের অভিজ্ঞতা নেই?
কোন চিন্তা নেই আমরা আপনাকে প্রতিটি ধাপে গাইড করার জন্য এখানে আছি।
আমাদের সুযোগ ও সুবিধা
এককালীন পেমেন্ট, কোন এক্সট্রা ফি নেই।
আপনি পাশ করে লাইসেন্স পাওয়া না পর্যন্ত অগণিত ক্লাস।
দ্রুত শেখার জন্য ব্যক্তিগত ১-অন-১ কোচিং
পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্র্যাকটিস এক্সাম
সময় অনুযায়ী অনলাইন বা সরাসরি ক্লাস আপনার সুবিধামতো সময়ে
পরিষ্কার, সহজবোধ্য ইংরেজি ব্যাখ্যা
রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত শব্দ ও নিয়মাবলী সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CALL US TODAY TO START YOUR REAL ESTATE CAREER
929-414-7746
929-608-6206
646-508-2434
duonest03@gmail.com
169-24 Hillside Ave, FL 2
Jamaica, NY 11432
www.duonest.us

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক
Probashi Sirajgonj Zila Samity USA Inc

বার্ষিক বনভোজন ২০২৬

২৫ জুলাই ২০২৬, শনিবার

Location:
George's Island Park
(Pavilion B)
Dutch St, Montrose, NY 10548

প্রধান অতিথি

আকাশ রহমান
প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও
আশা হোম কেয়ার
আশা সোশ্যাল এডাল্ট ডে কেয়ার

গেষ্ট অব অনার

KIM & ASSOCIATES P.C
Kwangsoo Kim, Esp
Attorney At Law
Eng. Mohammad A. Khalek
Cell: 917-667-7324

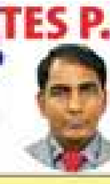

বিশেষ অতিথি

মোহাম্মদ আল-আমিন, ইরশাদুল হক রোকনী, মোঃ সাইফুল বারী সফি
মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল ও আব্দুর রউফ লেবু।

বিশেষ আকর্ষণঃ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলা
র‍্যাফেল ড্রঃ আকর্ষণীয় পুরস্কার
সোনার গহনা, এয়ার টিকেটসহ আরো ২৫টি আকর্ষণীয় পুরস্কার

বাস ছাড়ার স্থানঃ

জ্যাকসন হাইটস	ঃ সকাল ৮.০০টা, ৭৩ স্ট্রিট, ব্রডওয়ে।
জ্যামাইকা	ঃ সকাল ৯:০০ টা, ১৬৯ স্ট্রিট হিলসাইড এভিনিউ
ব্রঙ্কস	ঃ সকাল ৮.৩০ মিনিট, সেন্ট পিটারস্‌ স্ট্রিট + ব্রিজবি এভিনিউ

আস্‌সালামু আলাইকুম,

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক -এর বার্ষিক বনভোজন আগামী ২৫ জুলাই, শনিবার প্রকৃতির নির্মল পরিবেশ ও সৌন্দর্য বেষ্টিত লেকের পাড়ে "জর্জ আইল্যান্ড পার্ক (প্যাভিলিয়ন-বি)"-এ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

উক্ত বার্ষিক বনভোজনে আপনি/আপনারা স্বপরিবারে অংশগ্রহণ করে আমাদের আয়োজনকে সফল করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

চাঁদার পরিমাণঃ
পরিবার ঃ ১৫০ ডলার (৪জন)
অতিরিক্ত জনপ্রতি ৩০ ডলার
(বাবা/মা-শ্বশুর/শাশুড়ি ফ্রি)
একক ঃ ৫০ ডলার

আমন্ত্রণে

আহ্বায়ক
মোঃ এনাম এলাহী তরফদার (আরিফ)
646-371-8618

প্রধান সমন্বয়কারী
হাসান বিন নোমান (রাসেল)
917-701-4050
খান হোসেন (বিপু)
646-322-7980

সদস্য সচিব
মোঃ জাকারিয়া সরকার
917-476-2056

যুগ্ম আহ্বায়ক
মোঃ জহুরুল ইসলাম (সুজন)
বেনজামিন ইবনে হামিদ (অনু)
দেবব্রত সাহা (দেবু)

পৃষ্ঠপোষক
আহাম্মদ শরিফ খান (মৌসুমী)
এস. এম. নাদের (উজ্জ্বল)

যুগ্ম সদস্য সচিব
ফারুক হোসেন (রনি)
মোঃ আব্দুল মোমেন (মানিক)
মোঃ জহিরুল ইসলাম (টিপু)

উপদেষ্টা মন্ডলীঃ আলী আনোয়ার এজাজ, মোঃ মমিনুর রহমান (মমিন), আব্দুর রব (টেনিস), ড. হারুনুর রশীদ, গণেশ নাথ চৌধুরী, উত্তম কুমার সাহা, রুহুল আমিন সরকার, রাশেদ মান্নান ফয়সাল, মনোয়ারুল ইসলাম ও ফারুক হোসেন।

সম্মানিত সহযোগীঃ ইহতিশামুল হক রোকনী, রেজাউল বারী রেজা, সেলিম রেজা।

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ মোঃ মহিউল ইসলাম মনি, মোহাম্মদ কাশেম, মোঃ এস. ইসলাম (শফি), রেদওয়ানা রাজ্জাক সেতু, মোঃ রুবেল হাসান (মুন্সী), মাহমুদ সরকার, মুন্সী জুলফিকার উদ্দিন (রুবাইয়া), মোঃ রিধা ইসলাম, উম্মে সালমা পাতা, মোঃ আব্দুল হালিম, লতিফ সরকার, মোঃ জালাল উদ্দিন, জুলফিকার আলী ভুট্টো, মুন্না মাহবুব, মোঃ এনামুল হক (রাফি), মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, মাহবুবুর রহমান (প্রিন্স) ও শহিদুজ্জামান মামুন।

শুভেচ্ছান্তে

সাইফুল ইসলাম
সভাপতি
929-720-3735

মোঃ মাহমুদুল হাসান মার্ক
সাধারণ সম্পাদক
718-406-6974

প্রচারেঃ প্রচার সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম খান শফিক (347-278-3759) কর্তৃক প্রচারিত।

রাজবাড়ী ডিষ্ট্রিক্ট ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ

RAJBARI DISTRICT WELFARE ASSOCIATION U.S.A

সুধী, আসসালামু আলাইকুম, আগামী ২৬শে জুলাই, ২০২৬, রবিবার, রাজবাড়ী ডিষ্ট্রিক্ট ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ এর উদ্যোগে বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত আয়োজনে আমেরিকায় বসবাসরত সকল রাজবাড়ী বাসী সহ সকল শুভাকাঙ্খীদের স্ব-পরিবারে আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে।

কনভেনের:
মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম
৯২৯-২০৪-১৮২২

সদস্য সচিব:
মুস্তাফিজুর রহমান লিটন
৫১৬-৫৭৪-২১২২

যুগ্ম-সদস্য সচিব:
শহিদুল হক রিপন
৬৪৬-৬৫১-৩০৬৮

প্রধান সমন্বয়কারী:
মোহাম্মাদ রনজুরুল হক শামীম
৯১৭-৩৯৯-৯২১৭

যুগ সমন্বয়কারী:
হাফিজুর রহমান
৩৪৭-৬৫৩-৭৮৫৯

আজ আমাদের বনভোজন
আনন্দ ভরা সবার মন।
সবাই মিলে মাঠে যাই,
হাসি গানে দিন কাটাই।
খেলাধুলা আর গান-কবিতা,
মিলনমেলায় ভরে হৃদয়টা।
বন্ধুত্বের এই বন্ধনে,
স্মরণীয় হোক বনভোজন।

সমন্বয়কারী বৃন্দ:
সোহানুর রহমান সোহান
৩৪৭-২৫১-৩৩৯৩
সবুজ মন্ডল
৯২৯-২০৮-৬৬৫৮
নাঈম খান
৩৪৭-৯৭৭-৮৩০৩
সিরাজুল ইসলাম
৩৪৭-৬৫৯-৭৩২৫
মো বিপুর খান
৯২৯-৩৯৮-৯৭০৭
মো মফিজুল হক (তুহিন)
৩৪৭ ৫৫৩ ২৬০৮
আসগর আলী
৩৪৭-২০০-১২২৬
আহমেদ আতিক
৬৪৬-৬৪২-৩২৪৫
মুনিম
৯২৯ ৪৩১ ৯৮৮৫
বীর মুক্তিযোদ্ধা
লোকমান হোসেন
৯২৯-৬০১-৬২৬৬
সাইফুদ্দিন
৫১৬-৮৭০-৮৬৫৮

সদস্যবৃন্দ:
রুহুল আমিন
৩৪৭-২৫১-৩২১০
সাইফুল ইসলাম
৯২৯ ৫০০ ৯৭০১
রিয়াজ
৯২৯-২৩১-৮২৬৩
মনজুরুল হক
৯২৯-৩৪৬-২১৮৮
আবুল বাশার
৭১৬-৮০১-৭১১২
মোস্তাজেম হোসেন মিঠু
৯২৯-৭৪২-২৮০৮
পাপিন হক
৩৪৭-৪৯৩-২৬০২
আসিফ ইকবাল
৯১৭-৬৬৯-৩০৪০
আবির
৩৪৭-২৭৯-২৪৭২
আরিফ রাকা
৩৩২-৩২৩-১৪৮২
আতিকুর রহমান
৩৪৭-৩৪৫-৬৯৫৫
সোহেল হক
৬৩১-৪৮২-২৩৩১
নাছিমা বেগম
৯১৭-৬০৩-৪০৮১
লিজা হক
৬০৭-৮২১-৫৩৭৮
রুমা হক
৭১৮-৭৩৯-৮৯৫৩

VENUE:
V.E. MACYPARK
SAW MILL RIVER RD
ARDSLEY,
NY-10534
PAVILION- A

DATE: JULY 26TH, 2026
TIME: 10 AM

খেলাধুলা ও
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বিশেষ আকর্ষন
র‍্যাফেল ড্র
প্রথম পুরষ্কার
নিউ ইয়র্ক-ঢাকা-নিউ ইয়র্ক
রাউন্ড এয়ার টিকেট
সহ ২০টির অধিক
আকর্ষনীয় পুরুস্কার রয়েছে

আমন্ত্রনে

সভাপতি:
মুহাম্মাদ আবিদুর রহমান
(সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)
৬৪৬-২৫১-০৯২০

সহ-সভাপতি:
(বীর মুক্তিযোদ্ধা)
মোহাম্মদ এনামুল হক দুলাল
৬৩১-৭৮২-৮৪৩৭

উপদেষ্টা:
মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান(দুলাল)
৬৪৬-৪৬২-৫৮৮৭

সাধারণ সম্পাদক:
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
৯১৭-৫২৮-৩১৫৮

নীতিবাগীশরা যখন সুবিধাবাদী হয়

১২ পৃষ্ঠার পর

'ইমিউনিটি' বা চিরস্থায়ী লাইসেন্স ছিল না। তাদের মূল শক্তিই ছিল জনগণের 'ন্যায্যতা' ও 'বিশ্বাস'।
গণতন্ত্র বা একটি জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রে শুধু 'আইনগতভাবে বৈধ' হওয়াই যথেষ্ট নয়, যে কোনো সিদ্ধান্তকে জনগণের চোখেও 'ন্যায্য ও যৌক্তিক' হতে হবে। যদি নৈতিকতার মানদণ্ডে সরকার ব্যর্থ হয়, তবে দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত গণঅভ্যুত্থানের পুরো উদ্দেশ্যই ভেস্তে যাবে।
লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

আটলান্টিক সিটিতে নর্থ টু শোর ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত

৬২ পৃষ্ঠার পর

বিনয়ক কার্যক্রম এবং পুরো পরিবারের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা।
বিশ্বকাপের উত্তাপের পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষকে একত্রিত করে সম্প্রীতি ও বৈচিত্র্যের বার্তা ছড়িয়ে দিতেই এ আয়োজন বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। উৎসবে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি, বেঙ্গল ক্লাবসহ বিভিন্ন সংগঠন অংশগ্রহণ করে।
সব বয়সী দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত এই বিনামূল্যের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে দর্শনার্থীরা বিশ্বকাপের আনন্দের পাশাপাশি আটলান্টিক সিটির বহুজাতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বর্ণিল আবহ উপভোগ করেন।

মহানবীর (সা.) ওপর দরুদ পড়ার গুরুত্ব

২৫ পৃষ্ঠার পর

কোরআনে এরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করেন। হে ঈমানদাররা, তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ পাঠ করো; এবং বেশি পরিমাণে সালাম পাঠ করো।' (সুরা আহজাব : ৫৬)।
প্রত্যেক ইবাদত এবং জিকির ও দোয়ার আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং আছে বিশেষ ফায়দা ও উপকারিতা, খায়ের ও বরকত। দরুদ শরিফের বৈশিষ্ট্য এবং এর বিশেষ উপকারিতা এই যে, দিলের গভীর থেকে অধিক পরিমাণে দরুদ পড়ার দ্বারা একইসঙ্গে লাভ হয় আল্লাহতায়ালার খাস রহমত, বিশেষ করুণা-দৃষ্টি ও মেহেরবানি এবং নবীজি (সা.)-এর রুহানি নৈকট্য, গভীর সম্পর্ক ও তাঁর অত্যধিক মায়া-মমতা! দরুদ শরিফ পাঠ করে অধম বান্দা হয়ে যায় মহামহিম আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর মহামর্যাদাবান আখেরি নবী- উভয়ের মাহবুব ও প্রিয়! দুনিয়া-আখেরাতে বান্দার এর চেয়ে বেশি আর কী চাই?
বান্দার ওপর আল্লাহর দরূদ পাঠ : আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রা.) বলেন, 'একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) বের হয়ে এক খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ সেজদা করলেন। এমন কি আমাদের ভয় হলো তাঁর মৃত্যু হয়ে গেল নাকি। আমি তাঁকে দেখতে আসলাম তখন তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, তোমার কি হলো? আমি তাঁকে আমাদের ভয়ের কথা ব্যক্ত করলাম। তারপর তিনি বললেন, জিবরাইল (আ.) আমাকে বললেন, আমি কি আপনাকে এই সুসংবাদ দেব না যে, আল্লাহতায়ালা বলছেন, 'যে ব্যক্তি আপনার ওপর দরুদ পাঠ করবে, আমি তার ওপর দরুদ পাঠ করব। আর যে ব্যক্তি আপনাকে সালাম করবে আমি তার ওপর শান্তি নাজিল করব।' (মুসনাদে আহমাদ : ৭)।
আল্লাহর নির্দেশ পালন : নবীজি (সা.)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করা আল্লাহর নির্দেশ। নবীজির প্রতি দরুদ পাঠ করলে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা হবে। এই নির্দেশ পালন করা মুমিন-মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। এতে আছে অফুরান সওয়াব। আছে প্রেমিকের কথামতো চলার আশিস। নবীজির প্রতি দরুদ পড়তে আল্লাহ আদেশ করেছেন। (সুরা আহজাব : ৫৬)।

ডা. মাকসুদ রোটারি ডিস্ট্রিক্ট ৭২৩০ এর গভর্নর

৬৪ পৃষ্ঠার পর

৭২৩০-এর ২০২৬-২০২৭ বর্ষের ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান চিকিৎসক হিসেবে তিনি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।
নিউইয়র্কে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে শতাধিক রোটারিয়ান, কমিউনিটি নেতা ও অতিথির উপস্থিতিতে এই দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে রোটারির ঐতিহ্যবাহী গ্যাভেল হস্তান্তর ও শপথ গ্রহণের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্বের সূচনা হয়।
ডা. চৌধুরী PEDSI Global Health-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, Voluntary Association for Bangladesh (VAB)-এর সভাপতি এবং Bangladesh Medical Association of North America (BMANA)-এর সাবেক জাতীয় সভাপতি। দীর্ঘদিন ধরে তিনি শিশুস্বাস্থ্য, চিকিৎসা শিক্ষা, মানবিক সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছেন।
নবনিযুক্ত গভর্নর হিসেবে তিনি নিউইয়র্ক ও বারমুডা অঞ্চলের ৫৮টি রোটারি ও রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের নেতৃত্ব দেবেন। তাঁর অগ্রাধিকার থাকবে শিক্ষা, মাতৃত্ব ও শিশুস্বাস্থ্য, সদস্য বৃদ্ধি, কমিউনিটি উন্নয়ন এবং তরুণ নেতৃত্ব বিকাশে। ডা. মাকসুদ চৌধুরী বলেন, 'রোটারি একটি বৈশ্বিক মানবিক পরিবার। সেবার মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং টেকসই উন্নয়নে আমরা একসঙ্গে কাজ করে যাব।' অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা নিউইয়র্ক হারবারে নৌভ্রমণ, মধ্যাহ্নভোজ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

চুক্তি নিয়ে ইরানকে ট্রাম্পের কঠোর হুঁশিয়ারি

৬২ পৃষ্ঠার পর

দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে মার্কিন হামলায় ৩০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সাম্প্রতিক এই মার্কিন হামলায় দেশজুড়ে অন্তত ২৬০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন।
মার্কিন হামলার জবাবে ইরানও পাল্টা ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আইআরএনএ জানিয়েছে, কুর্দিস্তানে অবস্থিত একটি মার্কিন বিমানঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে তেহরান। একই সঙ্গে বাহরাইন ও কুয়েতে অবস্থিত মার্কিন স্থাপনাগুলোতেও হামলার দাবি করেছে ইরানের বিশেষ বাহিনী আইআরজিসি।
ইরানের পাল্টা হামলার সময় বাহরাইনে সতর্ক সংকেত বা সাইরেন বেজে ওঠে। অন্যদিকে কুয়েত ও জর্ডান দাবি করেছে, তারা তাদের আকাশসীমায় ইরান থেকে ছোড়া বেশ কয়েকটি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করতে সক্ষম হয়েছে।

মানবজীবনে খোদাপ্রেম

২৫ পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষার পর্টারিতে আমার মতো পাপদের নাম উঠল।' হ্যাঁ, মানুষই এই নিখিলে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব, আনুগত্য ও দায়িত্বের আমানত বহন করছে। এর বহিরাঙ্গনে আছে শরিয়ার শৃঙ্খলা, ভেতরে আছে জাগ্রত খোদাপ্রেম। খোদার ভালোবাসার আবেগে যখন মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেয়, তখন চিন্তা ও কর্মের সকল শাখা-প্রশাখা তাঁরই রঙে রঙিন হয়ে যায়। জীবনের কোনো গলি বা গোপন কোণও তাঁর আওতার বাইরে থাকে না। কিছু দিকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।
এক. খোদায়ি ভালোবাসার সবচেয়ে গভীর প্রভাব মানুষের জীবনে কেন্দ্রিকতা সৃষ্টি করে। এই কেন্দ্রিকতা প্রতিপালন-ব্যবস্থার একটি মহিমা এবং খোদার একত্বের ওপর নিখুঁত বিশ্বাসের একটি অপরিহার্য ফলাফল। শিরক মানুষের চিন্তা ও কর্মেও কেন্দ্রিকতাকে ধ্বংস করে।
অতএব, এর চেয়ে গুরুতর কোনো মানবীয় পাপ হতে পারে না। এরপর যে জিনিস সেই কেন্দ্রিকতাকে সুগঠিত করে, ঈমানের আসল মহিমা, অটুট করে, এবং প্রকৃত অর্থে উজ্জীবিত করে, তা হলো মুহাব্বত ও ভালোবাসা।
দুই. যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সত্যিকার ভালোবাসার সম্পর্ক রাখে, সে সর্বদা নিজেকে তার সান্নিধ্যের অনুভবের মধ্যে আবিষ্কার করে। খোদার উপস্থিতির নিশ্চয়তা এমনভাবে হয়, যেন পরমকে তিনি নিজের চোখে দেখছেন। কবি ও সুফি মির দুরদ (রহ.) নিজামুদ্দিন আউলিয়া সম্পর্কে লিখেছেন যে, 'তিনি এই মনোভাব নিয়ে আল্লাহর দিকে অভিমুখী থাকতেন যেন তিনি তাকে দেখছেন।' যখন একজন ব্যক্তি আল্লাহতায়ালাকে এইভাবে অনুভব করতে শুরু করে, তখন তার জীবনে সমস্ত পাপ রুদ্ধ হয়ে যায়। সে পাপ করতে সক্ষমই থাকে না, বিচার দিবসের মালিকের' দরবার সর্বদা তার চোখের সামনে থাকে। তিনি তার প্রিয়তমের উপস্থিতির অনুভবে এতটাই নিমজ্জিত হয়ে যান যে, পাপ করার ফুরসতই তার মেলে না। শেখ আলি হুজবিরি (রহ.) লিখেন, 'কেবলমাত্র আল্লাহ দেখছেন এই জাগ্রত চেতনা মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে।' (কাশফুল মাহজুব : ১৩)। যখন একজন ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে জানবে যে, খোদা তাকে দেখছেন, তখন তিনি কখনোই সে কাজ করবেন না, যা খোদার সামনে তাকে লজ্জিত করবে, অপরাধী করবে।
তিন. আল্লাহর প্রেম যখন সম্পূর্ণরূপে প্রাধান্য পায়, তখন তা মানুষের ওপর পার্থিবতার আধিপত্য থাকে না। তা কমতে কমতে মানুষের চোখে সোনা এবং পাথর বরাবর হয়ে যায়। (হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬৮)। জড় জগতের আকর্ষণ তার জন্য অকার্যকর হয়ে উঠে। জুনাইদ বাগদাদি (রহ.) এক রাতে আবদার করেন যে, হে আল্লাহ আপনি আমাকে বলে দিন বেহেশতের মধ্যে আমার বন্ধু ও সঙ্গী কে হবেন? আওয়াজ এলো, অমুক রাখাল তোমার সঙ্গী।' জুনাইদ বাগদাদি (রহ.) সেই রাখালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং কয়েক দিন ধরে তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার পর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সঙ্গে পড়েন, এছাড়া এমন কোনো কাজ করেন না। তাহলে কীসের দ্বারা এতো উচ্চস্থান অর্জন করলেন? সম্ভবত এই উচ্চ অবস্থান অধিকার করেছেন কোনো গোপন গুণের কারণে। রাখাল বলল, খাজা জুনায়েদ, আমি একজন অজ্ঞ মানুষ। কৃতিত্ব কাকে বলে আর গোপন কি জিনিস, আমি জানি না। তবে আমার দুটি গুণ আছে। একটি হলো আল্লাহ যদি এই সব পাহাড়কে সোনায় পরিণত করেন এবং সেগুলোর মালিক আমি হই, তাতে উল্লসিত হবো না। সেগুলো যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তাতে ব্যথিত হবো না। দ্বিতীয়টি হলো, কেউ আমার প্রতি রাগ করলে মনে করি এর পেছনে আছে আল্লাহর ইচ্ছা। দয়া করলেও মনে করি তা আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘটেছে। প্রতিটি ব্যাপারকে আমি এভাবেই দেখি। (আল মাজালিস, কলমি নোসখা, মজলিসে হাফতুম, উর্দু অনুবাদ : ২৭)। মানুষের উপলব্ধিজগতের এই সব মায়া খোদায়ি ভালোবাসা থেকে উদ্ভূত হয়।
চার. আল্লাহর ভালোবাসা এমন একপর্যায়ে যায় যেখানে সুফি মনে করেন, 'আমি আমার জান, বিষয়কর্ম আমার রবের কাছে অর্পণ করেছি, তিনি চাইলে আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন, চাইলে জীবন ছিনিয়ে নিন। তিনি যেমনটি চান, আমি ঠিক তাতেই খুশি। এমনতরো উপলব্ধি মানুষের মধ্যে ভরসা ও ইনাবতের এক অদ্ভুত অবস্থা তৈরি করে। দুনিয়ার জাঁকজমক, ধন-দৌলতের জন্য সে মোটেও পেরেশান থাকে না। বলে, আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?
আল্লাহর রবুবিয়্যতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস মানুষকে অর্থ উপার্জনের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়। তিনি আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি হলো, যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য পথ বের করে দেন। আল্লাহ তার জন্য এমন জায়গা থেকে রিজিক প্রদান করবেন, যেখানে কারও কল্পনাও পৌঁছায় না। আল্লাহর ওপর ভরসাকারী ব্যক্তির জন্য আল্লাহ যথেষ্ট।' সে উপার্জনের জন্য কোনো অন্যায্য পথকে প্রশ্রয় দেয় না মোটেও।
মানুষের চরিত্রের বিকাশ ও গঠনে, তার আয়-উপার্জনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উপার্জনের পথসন্ধানে মানুষ সবচেয়ে বেশি ভুল করে। কোনো পার্থিব শক্তির মুখাপেক্ষিতা তার চরিত্রে অত্যন্ত মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

T-SHIRTS & JEANS PANTS
WHOLESALE ONLY
BULK ORDERS
WAREHOUSE: NORTHERN BLVD LIC, NY 11101
CONTACT: CHOWDHURY
MOBILE # +1-646-373-9740 +1-929-261-5994
EMAIL: KHIRSHINUSA@GMAIL.COM

MAHADI
CONSTRUCTION INC.
LICENSED & INSURED
MD NAZRUL ISLAM
347-453-9116
Our Construction Service :
Masonry, Brick, Block, Finishing Basement, Side-work Roofing, Painting, Pointing, Bathroom & Kitchen Renovation,
FREE ESTIMATES
New Building Etc,
LICENSED PLUMBER AVAILABLE
73 21 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
347-453-9116, Monir : 929-328-9192

BECOME A REALTOR
রিয়েল এস্টেট পেশায় আসুন
Make SIX-FIGURE ($$$$$$) or more income/ year !
মাত্র ১ মাসেই লাইসেন্স করা সম্ভব
বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার ($$$$$$) আয় করুন
YES, Sky is the Limit! NO MORE ODD JOB!
No Bossing! Work Independently
Work Part-time/ Full-time, We Help You:
Pass Real Estate Exam
[Salesperson in New York State]
মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়
Unlimited Package Deal- Flat Fee - Until You Pass
পাশ-চুক্তি পড়ানো- পাশের নিশ্চয়তা ১০০%
Real Estate Productivity Coaching
Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Consultant, Coach & Licensed Realtor
148-45 Hillside Avenue, Suite 201B
Jamaica, NY 11435
Phone: 347 451 7307
Email: realtorhoque64@gmail.com

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY
বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় এবং লোন পেতে
বিশ্বস্ত রিয়েলটরের সেবা নিন
•Residential •Commercial •Investment
•Foreclosures •Auctions •Co-Op & Condo
•Short Sale •Hud •Rentals
•Bank Owned/ REO Properties
List Your Property Faster with TOP $$$
Free Market Analysis
Consultation
Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Licensed Realtor
realtorhoque64@gmail.com
azizul.hoque@kw.com
www.azizul-hoque.kw.com
347-451-7307
347-846-1200
347-846-1201
75-35 31st Avenue Suite. 202
Jackson Heights, NY-11370
realtorhoque64
AzizulH48770125
azizul-hoque-880064245

Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহঃ
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট,
ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট,
লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন,
মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite#5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)
www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

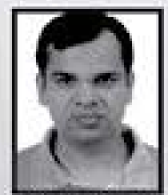
RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

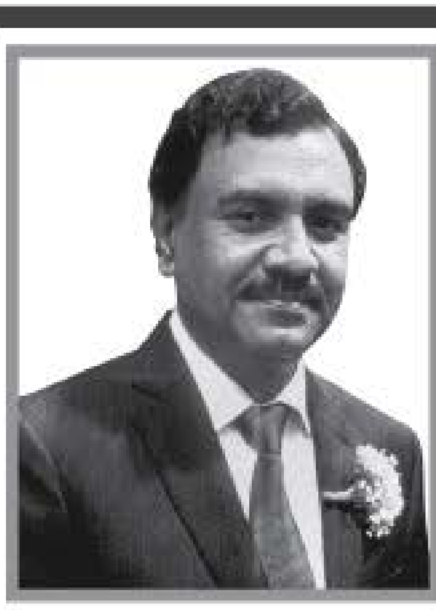

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার
NAEEMA BHUIYA, D.D.S
নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস
Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-0601, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-414-4760

USR BROKERAGE CORP.

USR BROKERAGE

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি

★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION

MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES
FROM MULTIPLE CARRIERS.

MD ABDUR ROUF
President
Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker

+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334
usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com
37- 21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

Investors wanted

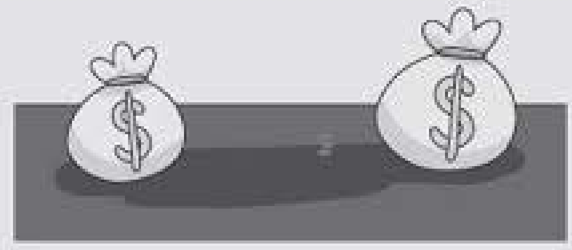

Entertainment Ventures
40% Returns on your
Money in 9 Months

BAVLS
Media Group

Please call for more information

(929) 900-9196

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাজমা *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন *premature Ejaculation *Low Libido * Impotence *পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা	আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

বাংলাদেশি মেয়ে বিয়েতে চীনাদের সর্তকতা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ সতর্কতা জারি করা হয়। মানবপাচারের ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন দেশে অবস্থিত চীনা দূতাবাসগুলোর ধারাবাহিক সতর্কবার্তার অংশ হিসেবে এ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। খবর চায়না মর্নিং পোস্টের। দূতাবাস জানিয়েছে, কোনো চীনা নাগরিক যদি ম্যারেজ এজেন্সির মাধ্যমে বাংলাদেশে এসে স্ত্রী খোঁজার চেষ্টা করেন, তাহলে মানবপাচারের সন্দেহে তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে।

বাংলাদেশের আইনে মানবপাচারের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে ন্যূনতম সাত বছরের কারাদণ্ড এবং অন্তত পাঁচ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। অপরাধের ধরন অনুযায়ী শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়া মানবপাচারে প্ররোচনা দেওয়ার মতো সংশ্লিষ্ট অপরাধে তিন থেকে সাত বছরের কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে।

চীনা দূতাবাস জানায়, সাম্প্রতিক সময়ে চীনা নাগরিকদের জড়িয়ে আন্তঃসীমান্ত বিবাহসংক্রান্ত প্রতারণার ঘটনা বেড়েছে। দূতাবাসের মতে, আন্তর্জাতিক বিবাহ অবশ্যই উভয়পক্ষের স্বাধীন সম্মতি ও আন্তরিক ভালোবাসার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। কনে কেনাবেচার মতো অবৈধ প্রক্রিয়া প্রায়ই আর্থিক প্রতারণা, চাঁদাবাজি এবং শারীরিক ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

চীনে আন্তর্জাতিক ঘটকালির ব্যবসা আইনত নিষিদ্ধ হলেও এ ধরনের কালোবাজার ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। এর একটি বড় কারণ দেশটির দীর্ঘদিনের লিঙ্গ বৈষম্য। ২০২০ সালের জাতীয় আদমশুমারি অনুযায়ী, বিয়ে উপযোগী বয়সের নারীর তুলনায় চীনে প্রায় এক কোটি ৭৫ লাখ বেশি পুরুষ রয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে বিদেশি নাগরিকদের বৈবাহিক পাচার থেকে সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি নিজেদের নাগরিকদের আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্রের হাতে বিপুল অর্থ হারানো থেকে রক্ষায় তৎপর হয়েছে বেইজিং।

গত কয়েক বছরে ভিয়েতনাম, মিয়ানমার, লাওস, পাকিস্তান ও নেপালে অবস্থিত চীনা দূতাবাস ও কনস্যুলেটগুলোও বিবাহসংক্রান্ত প্রতারণা সম্পর্কে নাগরিকদের সতর্ক করেছে।

একই সঙ্গে চীনের অভ্যন্তরেও মানবপাচার ও ভুয়া ঘটকালি চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করা হয়েছে। দেশটির সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেটরেটের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত মানবপাচার ও প্রতারণামূলক ঘটকালি চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে এক হাজার ৫৪৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, স্ত্রী খুঁজে দেওয়ার নামে কয়েক হাজার ইউয়ান পরিশোধের পর বিদেশি নববধূ উধাও হয়ে গেছেন। আবার কোথাও কোথাও বিদেশি নারীদের অপহরণ করে জোরপূর্বক চীনা নাগরিকদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

গত বছরের মার্চে বাংলাদেশে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে তরুণীদের চীনে পাচারের অভিযোগে আটজন চীনা নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়। চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত সম্প্রচারমাধ্যম সিজিটিএনের তথ্য অনুযায়ী, এ মানবপাচার চক্রের কার্যক্রম চীন, ভিয়েতনাম ও মিয়ানমারজুড়ে বিস্তৃত ছিল।

OPEN 24 HOURS

PANSHI NEVER SLEEP

আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি

ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস, কমদামে উপভোগ করুন।

$6.99 Midnight & Driver Special

PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL

168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন

আমাদের সার্ভিস

নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত

২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত

স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি

বিয়ে, জন্মদিন, বিসিনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়

যোগাযোগ: আমাদের সার্ভিস

+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১

amader.services@gmail.com

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা সাটফিনের কাছে ১৪৪ স্ট্রিট ও Tuskegee Airmen Way ১ বেডরুম/ ২ বেডরুম জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে

যোগাযোগ : (টেক্সট/ফোন)

৯২৯-৪৩৫-৭১৯৪

Air Train, E, J, Z ও LIRR ট্রেন স্টেশন থেকে ১৫ মিনিট ওয়াকিং ডিস্টেন্স। মসজিদ আল-কুবা থেকে ১ ব্লক আগে

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাকটরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন

স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল

ঃ সেবা সমূহ ঃ

* রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
* DMV Quick রোড টেস্ট
* 5 Hour (Per- License Class) Certificate
* 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
* High Way Lesson
* Available Schedule
* DMV Service

মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।

যোগাযোগ

Swadesh Driving School

37-13 74th ST. FL-2

Jackson Heights NY-11372

Phone: 718 255 1231

Cell: 929 670 2871

E-mail: swadeshdrv@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল

কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

- আমাদের ফি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমাণ যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্যবান।
- আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি সপ্তাহের অভিজ্ঞ আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন

অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রতারণার বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ টিতে একই মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না।

৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন

- ৩টি রোড লেসন,
- রোড টেস্টের দিন গাড়ী
- পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
- অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
- নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ

- অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
- আপনার সময়ই আমাদের সময়

যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353

Full Insured & Licensed by New York State

PUPIL DRIVING SCHOOL

37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।

Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।

GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়

সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile · h2o · T-Mobile · Univision mobile · Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733

37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ওজন পার্ক: তিন বেডরুম, বাথরুম, কিচেনরুম, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের তৃতীয় তলায় অবস্থিত এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এ্যাভিনিউ ৮৪ স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Rent: $2500, 718-552-7242

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলিন: তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, কিচেন, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এভিনিউ এবং পাওয়েল স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Contact: 718-552-7242

Urgent sell

1. One king size bed with mattress
2. One queen size bed with mattress
3. One twin size bed with mattress and storage drawers
4. Wooden dining table with 6 chairs+cushions
5. Wooden coffee table
6. Wooden TV stand with drawers
7. One 3 seater Sofa couch cum bed
8. 2 display tables/racks
9. Two chairs
10. Humidifier - 3
11. Study desk (White) for kids - Ikea
12. Shelf
13. Floor lamps

Electronics:
1. Coffee maker
2. Air fryer oven (has several functions including rotisserie chicken)
3. Braun hand held blender
4. Three set blender
5. Bullet blender
6. Mini waffle maker
7. Hamilton Beach confectionary mixer
8. 17" Monitor for computer with key board (cord less) not used

PICK UP LOCATION:
Roosevelt island New York City

CONTACT:

CELL: +1 (347) 294-9697

DRIVER WANTED

Yellow taxi
ford transit
for rent.

Contact : 917-691-7721

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

JK Gain Multi

J. K. GAIN MULTISERVICES
জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার একাউন্টার ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

Authorized IRS e-file Provider

- TAX SERVICES
- INSURANCE
  - Life Insurance MassMutual
  - Health • Auto • TLC
  - Home • Business
- Immigration Services
- DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
- Private Service Bureau (DMV Approved)

Jaydeb Gain

Tel: 347-536-5107
Office: 917.396.4509
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal

৭ দিনই খোলা

Hajj & Umrah Specialist

Emirates | Biman Bangladesh Airlines | EGYPTAIR | QATAR | ETIHAD | KUWAIT AIRWAYS | Saudi Arabia

IATA ACCREDITED AGENT

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

Placid Express | small world | ria Money Transfer

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple
Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

718-775-8509
212-464-8620
khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বাসা-এপার্টমেন্ট-কন্ডো-বেসমেন্ট ভাড়া

House for Rent

Six bed rooms, 2 Full bathroom at 85-62 148th street, Jamaica, NY 11435, rent $5500.

Basement 1 bedroom, rent $1500+ $200 utilities.

Three bed rooms, 1 bath room at 2524 Maclay Ave, Bronx, NY 10461, Rent $3100.

Two bedrooms basement at 2226 Newbold Ave, Bronx,NY 10462, Rent $1800, utilities included.

আমরা CityPHEPS, Section-8 সহ সরকারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। বাড়ি ভাড়া দিতে বা নিতে আজই যোগাযোগ করুন।

347-465-3220

কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েল্টর
আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি
(০১/১০/০০/০৭/পি)

বাসা ভাড়া

144-15, Lux road, Jamaica 11435 NY, তে 3 bedroom, 1 living room 2 ফুল বাথরুম সহ 2nd floor ভাড়া হবে। Q6, Q60, Q41Ges Q12 বাস বাসার পাশেই আছে, E & F, Z ট্রেন, Long Island Railroad স্টেশনে যেতে ৫-৭ মিনিট লাগে। মসজিদ এবং সুপার মার্কেট, স্কুল ৫ মিনিটের মধ্যে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ।
ফোন : 646-737-6465
(০৭/১৭/০২/০২)

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে হলিস এভিনিউতে প্রাইভেট হাউজে রেনোভেটেড এক বেডরুমের বেসমেন্ট আগস্ট মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। শুধুমাত্র ফ্যামিলি। কিউ ২ বাস ও কিউ ৭৭ বাস এক ব্লকের মধ্যে।
ফোন : 347-248-0779, 347-247-9207
(০৭/১৭/০২/০৩)

বেসমেন্ট ভাড়া

95-27 239 street, Floral Park এ প্রাইভেট হাউজে ৩ বেডরুমের বেসমেন্ট আগামী ১ আগস্ট ভাড়া হবে। ১ minute walkway to LIIR. 3 minute walkway to bus to E train.
ফোন : 347-456-3548
(০৭/১৭/০৩/০৪)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ড ও ১০৬ এভিনিউতে ওয়াকইন বেসমেন্টে এক ও হাফ রুম ভাড়া দেওয়া হবে। শুধুমাত্র ব্যাচেলর।
ফোন : 646-409-5428
(০৭/১৭/০১/০৭)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে ২০২ স্ট্রিটে নতুন করে সংস্কার করা দুই বেডরুমের সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। ২ বেডরুম, ১ লিভিং, ১ ডাইনিং, ১ বাথ।
ফোন : 347-251-6846
(০৭/১৭/০২/০৮)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ স্ট্রিট সাবওয়ে, হিলসাইডের কাছে বাসার দ্বিতীয় তলায় ৩ বেডরুম, ১ ও হাফ বাথরুম, স্টেইনলেস কিচেন ইকুইপমেন্ট ও এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। ইউটিলিটিসহ ভাড়া ৩৫০০ ডলার।
ফোন : ৯১৭-৪৯৬-৬২১৯, ৯১৭-৪৯৬-৬২৩৩
(০৭/১৭/০১/১১)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ক্লিনটন স্ট্রিট, এলমন্ট নিউইয়র্ক-১১০০৩, এ দুই বেডরুম, লিভিং ও ডাইনিংসহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। বাস থেকে তিন মিনিটের হাটা পথ, বাসস্টপ থেকে এন-৬ বাস ধরে জ্যামাইকা সাবওয়ে।
ফোন : 929-288-3835
(০৭/১০/০২/১১)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড ও জ্যামাইকা এভিনিউর মাঝে ১৮০ স্ট্রিটে, এফ ট্রেনের শেষ স্টেশনের কাছে প্রাইভেট বাসার বেসমেন্টে ছোট দুই রুম, বাথরুম, কিচেনসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। শুধুমাত্র ছোট হিন্দু ফ্যামিলি যোগাযোগ করুন।
ফোন : ৯১৭-২৮২-৭২৫৩ (শুধুমাত্র ম্যাসেজ)
(০৭/১০/০২/১২)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ব্রায়ারউডে এফ ট্রেনের পারসন বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে সুন্দর পরিবেশে প্রাইভেট বাড়ির সেমিবেসমেন্টে ২ বেডরুম, বাথরুম, কিচেন, বড় লিভিং রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 347-925-1132, 646-835-9302
(০৭/০৩/০২/১৪)

Appartment Rent

2 Bedrooms apartment, 1st Floor, Rent $2500. 58th / Queens Blvd Woodside. NY
Phone : 917-442-1166
(07/10/02/05)

Appartment Rent

Apt for rent 2bed room one and half bath room jakson hight.
Phone : 347-345-8630
(07/10/02/06)

House Rent

90 Ave, Jamaica 176 st, 2nd floor and Atic for rent from July 1st. Close to the F train subway, Bus stops, School, Mosque. Nice Location. Make sure good Credit Score.
Contract : 914-303-1199, 929-312-6717
(07/17/02/13)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মিরিক বুলেভার্ড ও লিবার্টি এভিনিউ কর্নারে প্রাইভেট বাসায় এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া। ইয়র্ক কলেজের পিছনে। বাসার সামনে বাস স্টপ।
ফোন : 347-283-9556, 310-295-8392
(০৫/২৯/০০/১৩)ই

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড সংলগ্ন ১০৮ এভিনিউ ১৫৪ স্ট্রিটে প্রাইভেট হাউজের ২য় তলায় বাসা ভাড়া হবে। দুই বেডরুম ও একটি ছোট লিভিং রুম আছে। বাসা থেকে ১ মিনিট দূরত্বে কিউ-৬ বাস এবং বাস থেকে দুই মিনিট দূরে এফ ও ই ট্রেন। ছোট পরিবার অগ্রাধিকার। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন : 347-659-5572, 347-476-6527 (5PM-12AM)
(০৭/১০/০১/০৪)

আজকালে বিজ্ঞাপন দিতে আজই কল করুন **646-267-7751**। ফোনেও বিজ্ঞাপন নেয়া হয়। চাইলে এই নাম্বারে টেক্সট ম্যাসেজ করতে পারেন। একই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপেও বিজ্ঞাপন দেয়া যায়। এছাড়া ইমেইলেও বিজ্ঞাপন পাঠানো যায়। ajkalnews@gmail.com

বেসমেন্ট ভাড়া

107-142 street Jamaica এক বেডরুমের বেজমেন্ট ভাড়া হবে। দুই থেকে তিনজনের পরিবারের জন্য। এক ব্লকের বাস, সাবওয়ে ১০ মিনিট।
ফোন : 347-631-0941, 646-707-5201
(০৭/১০/০২/১৫)

বাসা ভাড়া

নতুন করে সংস্কার করা দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। ২ বেডরুম বেসমেন্ট, ১ লিভিং, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন। Hollis, Queens Village, NY.
ফোন : 347-251-6846
(০৭/০৩/০২/০১)

বেসমেন্ট ভাড়া

১০৯-১১ ২০৮ স্ট্রিট কুইন্স ভিলেজে ১ বেডরুম, ১ লিভিং ও রান্নাঘর একসাথে এবং স্ট্যান্ডিং শাওয়ার যুক্ত ১টি বাথরুম একজন অথবা দুইজন ব্যাচেলরের নিকট ভাড়া দেয়া হবে। সম্পূর্ণ আলাদা প্রবেশ পথ। Q2, Q77 বাস ১-২ ব্লকের কাছে। ২ ব্লক পরে মসজিদ। যেকোন সময় উঠা যাবে।
ফোন : 347-357-5686
(০৭/০৩/০২/০৬)

বেসমেন্ট ভাড়া

হলিসে ১৯৭-০৩, ৯৯ রোডে সুন্দর পরিবেশে প্রাইভেট বাড়িতে একটি বেডরুম, কিচেন, বাথরুমসহ বেসমেন্টে একজন ব্যক্তির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 347-397-9175
(০৭/১০/০২/১৬)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ স্ট্রিট সাবওয়ে, হিলসাইডের কাছে বাসার দ্বিতীয় তলায় ৩ বেডরুম, ১ ও হাফ বাথরুম, স্টেইনলেস কিচেন ইকুইপমেন্ট ও এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। ইউটিলিটিসহ ভাড়া ৩৫০০ ডলার।
ফোন : 917-496-6219, 917-496-6233
(০৭/১০/০১/০৯)

কুইন্স ভিলেজে বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে ৩ বেডরুম, ১টি বড় রান্নাঘর (ডাইনিং স্পেসসহ) এবং ১টি বড় বাথরুমসহ প্রশস্ত বেসমেন্ট ১ জুলাই থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ৩ জন ব্যাচেলর অথবা ছোট পরিবারের জন্য উপযুক্ত।
যাতায়াত : Q110, Q36, Q27 & Q88 বাস সার্ভিস এবং LIRR স্টেশন নিকটেই।
যোগাযোগ: 347-837-4360, 347-468-0903

Buy-Sell-Rent-Invest

Are you thinking of selling your house for the highest price? Do you know that this is the right time to sell with maximum profit?
I can explain to you about all the tricks about selling house with top dollars. I also wrote a book about it, just call me and I will send you a free copy of my book.
My name is Jannat Rahman, Realtor with more than 10 years of experience working with Exit Realty Prime. My number is....

917-582-2582.

Please call today.

জ্যামাইকায় বাসা ভাড়া

জুলাই থেকে জ্যামাইকায় ১৭৬ স্ট্রিট ও ১০৯ রোডে তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেনসহ ভাড়া দেওয়া হবে। ই - এফ - জে - জেড ট্রেন, কিউ-৪, কিউ-৫, কিউ-৮৪, কিউ-৮৫ বাস, মসজিদ স্কুল পাশে।

917-392-9085

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়

* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate

যোগাযোগ:
914-343-2629 (Nuri)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস-এর এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ বড় একটি রুম ভাড়া হবে, বড় কিচেন এবং ড্রয়িং রুম শেয়ার, শুধু মাত্র কর্মজীবি দুইটি মেয়ে কাছে ভাড়া হবে

বিস্তারিত জানতে কল করুন **+1 (347) 832-6930**

পাত্রী চাই

আমেরিকার নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক পাত্রের জন্য একজন শিক্ষিত ২১ থেকে ২৩ বছরের পাত্রী চাই

যোগাযোগ - **516-770-0607**

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE: 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া
উডহ্যাভেনে ৮৫ স্ট্রিট জে ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে বেসমেন্টে একটি রুম ১ জনের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। ধুমপায়ী কর্মজীবি পুরুষ ব্যাচেলর অথবা স্টুডেন্ট অগ্রাধিকার।
ফোন : 941-253-6384, 646-517-5295
(০৭/১৭/০২/০১)

রুম ভাড়া
রুজভেল্ট ও ৮৩ স্ট্রিটের কর্নারে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একটি রুম কর্মজীবি পুরুষ, নামাজী ও অধুমপায়ীর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ৯০০ ডলার।
ফোন : 347-970-3885 (5pm-9pm)
(০৭/১৭/০২/০৫)

Room for Rent
Single Rooms for Rent. Available immediately. Quiet Street, close to transportation E & F train, Laundry and shopping area. No Cooking. Proper ID required.
Call : 347-771-2310
(07/17/02/17)

রুম ভাড়া
৪৬ স্ট্রিট সানিসাইড ও ৪৬ বিলস স্ট্রিট সাবওয়ের হতে এক ব্লকের মধ্যে, মসজিদ, গ্রোসারির নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলায় মস্টার বেডরুম স্বামী স্ত্রী অথবা দুইজন ব্যাচেলরের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 917-306-7352, 347-646-4110
(০৭/১৭/০২/১৬)

রুম ভাড়া
জ্যামাইকা সাটফিন এ লিনডেন বুলেভার্ড ২ রুম ও লিভিং রুম সহ ভাড়া দেওয়া হবে। Q-6, Q-40 বাস নিকটে। যে কোন সময় বাসায় উঠা যাবে।
ফোন : 347-626-8501, 347-626-8539
(০৭/১০/০২/১০)

রুম ভাড়া
ব্রুকসে পেলহাম বে পার্ক ৬ ট্রেন সাবওয়ে স্টেশনের কাছে ডুপ্লেক্স প্রাইভেট হাউজে এক রুম ভাড়া দেওয়া হবে। টিভি, সোফা, ওয়াইফাই, কম্পিউটার, সহ লাক্সারি বাসা। সিঙ্গেল ছাত্র/ছাত্রী, ড্রাইভার অগ্রাধিকার।
ফোন : 917-214-7829, 917-995-7846
(০৫/২৯/০০/০৬)এআরজে/সি/

রুম ভাড়া
86th Street & 35th Avenue, Jackson Heights, NY এ একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অ্যাপার্টমেন্টে একজন কর্মজীবী মহিলা বা কর্মজীবী ছাত্রীর জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার সামনে থেকেই Q49 বাস পাওয়া যায়, যা সরাসরি Jackson Heights পর্যন্ত যায়। সুবিধাজনক লোকেশন ও যাতায়াত ব্যবস্থা।
যোগাযোগ: 929-225-0991. অনুগ্রহ করে কলের পরিবর্তে টেক্সট মেসেজ করুন।
(০৭/১৭/০০/১২)ই

রুমমেট ও রুম ভাড়া
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় নিরি-বিলি পরিবেশে রুমমেট আবশ্যক। একটি সিঙ্গেল রুমও ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 646-515-2094
(০৭/১০/০২/১১)

রুম ভাড়া
নর্দান বুলেভার্ড ও ৭৯ স্ট্রিট এলাকায় প্রাইভেট বাসায় একটি রুম শুধুমাত্র কর্মজীবি মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 917-607-6263
(০৭/১৭/০০/০০)এএনএস

রুম ভাড়া
জ্যামাইকা সেন্টার হতে ৫-১০ মিনিট দূরত্বে পরিবারের সঙ্গে সকল সুযোগ সুবিধাসহ একটি রুম একজনের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 646-651-6487
(০৭/১০/০২/০১)

রুমমেট আবশ্যক

রুমমেট আবশ্যক
LaGuardia Airport-এর পাশে 23rd Ave & 97th ST একটি সুন্দর ও পরিপাটি বাসায় একজন দায়িত্বশীল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রুমমেট খুঁজছি। আমি নিজে পরিশ্রমী ও বন্ধুবান্ধব স্বভাবের - একই মানসিকতার মানুষ চাই।
যোগাযোগ: Rana : 212-203-8467
(০৭/১০/০২/১২)

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসের ৯০ স্ট্রিট এবং ৩৪ এভিনিউতে এপার্টমেন্টে ৪র্থ তলায় এক রুমে শেয়ারে থাকার জন্য একজন রুমমেট আবশ্যক। ভাড়া বিলসহ ৪০০ ডলার। এখনই উঠা যাবে।
ফোন : 929-346-9156
(০৭/০৩/০২/০৩)

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসের কাছে ৭৬ স্ট্রিট ও ৩৪ এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একজন রুমমেট আবশ্যক। ইউটিলিটিসহ ভাড়া ৫৫০ ডলার।
ফোন : 929-404-8573
(০৬/২৬/০২/০৬)

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে আল্লাত কার্নেগির উপরে ফ্ল্যাটে একজন ভদ্র, মার্জিত, এবং চাকুরীজীবি/ছাত্র ব্যচেলর পুরুষ রুমমেট প্রয়োজন। অবশ্যই ধুমপানমুক্ত, পরিচ্ছন্ন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে। ঠিকানা : ৩৪-৫৭, ৭২ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, মিনা বাজারের পাশে। সপ্তাহে একদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মন-মানসিকতা থাকতে হবে।
ফোন : ৭১৮-৪০৭-৯২৫৮, ৭১৮-৯০৫-০৭৫২ (5pm-11pm)
(০৭/১০/০০/১৮)ই

রুমমেট আবশ্যক
এলমহার্স্ট হসপিটালের পেছনে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একজন পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। ৭৯ স্ট্রিট।
ফোন : 718-813-1269
(০৭/১৭/০১/০৯)

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় নিরিবিলি পরিবেশে রুমমেট আবশ্যক।
ফোন : 646-515-2094
(০৬/২৬/০২/১৩)

ঢাকার বসুন্ধরায় বাড়ি বিক্রি

বাংলাদেশে রাজধানি ঢাকার অভিজাত এলাকা বসুন্ধরা বারিধারায় জি ব্লকে ৩ বেডরুম, ৪ বাথরুমের নতুন একটি এপার্টমেন্ট বিক্রি করা হবে।

-: ফোন :-
917-442-0429

হাওয়ার্ড বিচে লাক্সারি বাড়ি বিক্রি

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে হাওয়ার্ড বিচ কুইন্সের কাছে আসবাব-পত্রসহ একটি লাক্সারি হাউজ বিক্রি হবে।

-: যোগাযোগ:-
ব্রোকার : **917-741-5308**

জ্যামাইকায় ফাস্টফুড রেস্টুরেন্ট বিক্রি

জ্যামাইকা কুইন্স হাসপাতালের সামনে একটি ফাস্টফুড রেস্টুরেন্ট বিক্রি হবে। মাসিক ভাড়া ৬০০০ ডলার। লীজ ১০ বছর বাকী আছে। পিজা, বার্গার স্যান্ডুইচ, ডোনাট, কফি ইত্যাদি। মূল্য আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: ব্রোকার : **917-741-5308**

জ্যাকসন হাইটসে অফিস স্পেস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৩৪ এভিনিউ ও ৭৩ স্ট্রিটে প্রফেশনাল অফিস স্পেস ভাড়া দেওয়া হবে। ছোট অফিস বা ব্যবসার জন্য উপযোগী। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, রেডি টু মুভ।
646-645-5879, 347-580-2406

ইয়েলো ট্যাক্সি ভাড়া

ফোর্ড ট্রানজিট ২০২৩ ইয়োলো ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়া হবে। লং-আইল্যান্ড ও কুইন্স অগ্রাধিকার।
ফোন : **646-436-7586**

ইয়েলো ট্যাক্সি ভাড়া

টয়োটা র‍্যাভ-৪ হাইব্রিড ইয়েলো ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়া হবে। ফুল টাইম ১ অথবা দুইজন ড্রাইভার, দিন ও রাত। জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড অথবা যে কোন এলাকা।
ফোন : **917-945-9133**

ইয়েলো ভাড়া

2021 Rav-4 ইয়েলো ক্যাবে জন্য এক জন বা দুইজন driver অবশ্যক।
-: যোগাযোগ :-
347-233-6227

House Sale

House for Sale
5 Beds, Drawing-Dining, 3 Baths, House for Sale. 1723-5th Rensselaer, NY-12144
Ripon Roy : 646-752-1721
(05/29/02/14)

House / Condo Sale
Renoveted, Bricks, 2 Family, attached 5 bedrooms, 3 bathrooms, 2 Car Parking at 2144 Lacombe Ave, Bronx, NY 10473, asking $999,000. Legal 4 Fimily + 2 Units in basement 6 rental income at 1715 Saint Peters Ave, Bronx NY 10461, asking $1,550,000.

আমাদের কাছে ব্রুকস, কুইন্স, ব্রুকলিন ও লং আইল্যান্ডে ১০০+ ব্যাংকের বাড়ি আছে। বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কল করুন।
আপনার বাড়ি বিক্রি করতে বা স্বপ্নের বাড়ি ক্রয় করতে অভিজ্ঞ রিয়েলটরের সহায়তা নিন।
347-465-3220
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর, আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি।

দোকান ও বাড়ীর কনস্ট্রাকশন এর কাজ করা হয়
(নতুন ও পুরাতন)

টাইলস, সিলিং, ক্যাশ কাউন্টার, ইলেক্ট্রিক প্লাম্বিং, কেন্ডি রেক, বেসমেন্ট ফিক্সিং এবং দোকান ও বাড়ীর সম্পূর্ণ কনস্ট্রাকশনের কাজ করা হয়।

সাইন বোর্ড, লাইট বক্স, এল ই ডি, চ্যানেল লেটার মেনু বোর্ড, ব্যানার, স্টোর ফ্রন্ট, মিরর গ্লাস, এলোমোনিয়াম ফ্রেমিং এর কাজ করা হয়।

NOVA INTERIOR DECORATION & SIGN
NOVA CONSTRUCTION & RAKA SIGN INC.
7034 Broadway, Jackson Heights, NY 11372, Email: nrnova@yahoo.com
Tel: 646-920-7788

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন **Tel: 646-267-7751, 917-519-1151**
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বিজনেস অপরচুনিটি

আমার ইন্সুরেন্স লাইসেন্স আছে P&C, Accident & Health . আমি কাজ করি বিধায় ব্যবসা করতে পারি না। যদি কেউ ইচ্ছুক হন তাহলে পার্টনারশীপ বা অন্য কোনো ফর্মে কাজ করা যাবে।

203-895-5795, Golam Kabir

মিশিগানে বেবিসিটার আবশ্যক

মিশিগানের একটি পরিবারের ১৫ মাসের শিশুকে বাসায় থেকে দেখাশোনা করার জন্য একজন ন্যানী (বেবিসিটার) আবশ্যক। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

ফোন : **646-617-9994**

অফিস সহায়ক আবশ্যক

PR EXPRESS SERVICE
153-27 Hillside Ave, Jamaica NY-11432
অফিস সহকারি আবশ্যক
বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ : **917-264-6008**

বেগেল স্টোরে মহিলা কর্মী আবশ্যক

ম্যানহাটনে অবস্থিত স্বনামধন্য Begel Store 'Boradnosh Begel' এর বিভিন্ন লোকেশনে ক্যাশিয়ার পদে কাজ করা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মহিলা কর্মী আবশ্যক।

ফোন : কল অথবা টেক্সট
718-600-0923

পাত্র/পাত্রী চাই

Bride Wanted
American citizen, Age:39, B. Com honours completed (Management), Ctg, Bangladesh. Namaji and gentle Bride wanted. Bangladesh groom accepted.
Call : 347-720-3109
(06/26/02/17)

পাত্র চাই : ইউএসএ তে জন্ম সম্ভ্রান্ত পরিবারের একমাত্র মেয়ে, উচ্চ শিক্ষিত ৩২ বছর, ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি হাইট, জাতিসংঘে কর্মরত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই।
-: অভিস্বত্বর যোগাযোগ :-
খান ভাই, সন্ধান দাতা.
আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই হয়না, আমি উছিলা মাত্র।
ফোন : **646-637-7590**
(০৫/২৯/০২/১৪)

Live-In Help Needed in Virginia

Looking for Live in help for 85 year old sister bed ridden in Springfield Virginia. For further details please Call
203-544-3181

পাত্র চাই

আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। এখানে যারা একা থাকেন তাদের জন্য। পাত্রীর বয়স ২৫ বছর।

ফোন : **929-401-7536**

পাত্রী চাই

পাত্র সিটিজেন, ব্যাচেলর সম্পন্ন, কেয়ার ম্যানেজমেন্ট এন্ড মার্কেটিং পদে কর্মরত। পাত্রের বয়স ৩০ বছর, উচ্চতা ৫ফিট ৮ ইঞ্চি, ইউএসএতে বড় হয়েছে। আগ্রাহীরা যোগাযোগ করুন।

ফোন : **917-244-9861**

লোক আবশ্যক

একটি কনভিনিয়েন্স স্টোরে লোটো কাজে অভিজ্ঞ পার্ট টাইম একজন লোক আবশ্যক।
-: যোগাযোগ :-
646-506-3577
347-579-9707

জ্যাকসন হাইটসে অফিস/স্টোর ভাড়া

শেয়ারিং অফিস অথবা স্টোর স্পেস ভাড়া। জ্যাকসন হাইটসের ৩৭-২৯ ৭২ স্ট্রিট বেসমেন্ট Dera রেস্টুরেন্ট সাথে লাগোয়া অফিস অথবা স্টোরেজ স্পেস ভাড়া দেওয়া হবে । ভাড়া আনুমানিক ৳১২০০ কম-বেশি।
Call or text :
646-528-7692, 646-578-9511
(Whats app)

ব্যাথার যন্ত্রনায় ভুগছেন ? আর কোন চিন্তা নয়!

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রেই আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিজিক্যাল থেরাপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

প্লাস ফিজিক্যাল থেরাপি পিসি
PLUS PHYSICAL THERAPY PC
74-09 37th Ave, #201 Jackson Heights, NY 11372

আমরা অভিজ্ঞ মহিলা থেরাপিস্ট দ্বারা যত্নসহকারে মহিলা এবং পুরুষ রোগীদের ১০০ শতাংশ সেবা দিয়ে থাকি।

যে কোন ধরনের ব্যাথা নিরাময়ের জন্য আমাদের এখানে এসে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় বোধ করুন।

বিস্তারিত জানতে কল করুন

তাহেরা রহমান : ৬৪৬-৮৭২-৯৭৬৮

3 Bedroom Apartment for Rent

Jamaica, Queens (147 St & Hillside Ave)
Individual room: $1,000 + bills
Shared room (2 persons): $600 each+bills

Please call or text
929-427-4760, 718-790-1385

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়
আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurrance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাকটার

হাইওয়ে **Individual**
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: **646-991-9653**

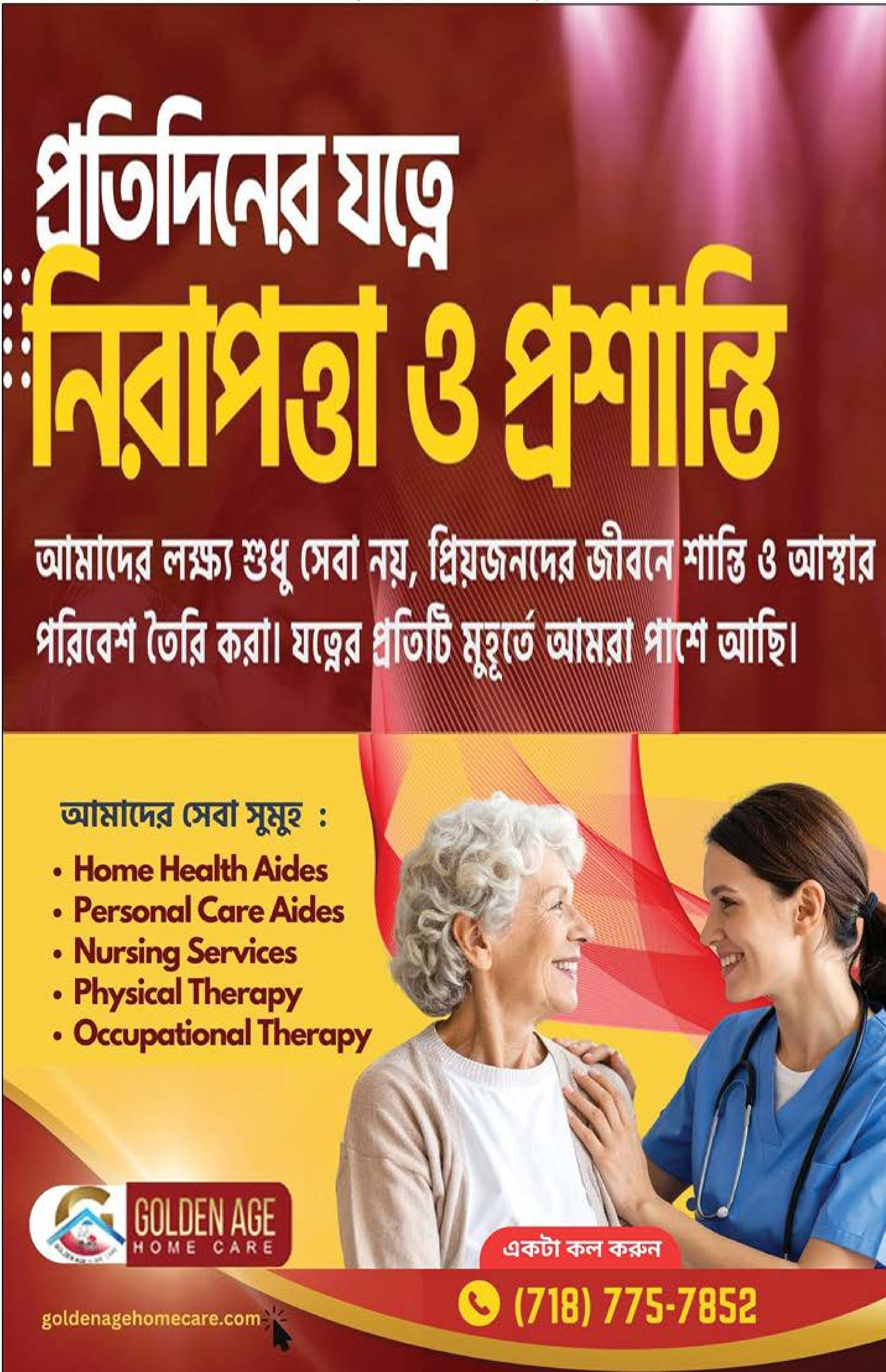
প্রতিদিনের যত্নে
নিরাপত্তা ও প্রশান্তি
আমাদের লক্ষ্য শুধু সেবা নয়, প্রিয়জনদের জীবনে শান্তি ও আস্থার পরিবেশ তৈরি করা। যত্নের প্রতিটি মুহূর্তে আমরা পাশে আছি।
আমাদের সেবা সুমুহ :
• Home Health Aides
• Personal Care Aides
• Nursing Services
• Physical Therapy
• Occupational Therapy
GOLDEN AGE
HOME CARE
একটা কল করুন
(718) 775-7852
goldenagehomecare.com

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা-এর কলাম নীতিবাগীশরা যখন সুবিধাবাদী হয়
১২ পৃষ্ঠায়

আশরাফুর রহমান-এর কলাম খামেনি অমর, খামেনি অম্লান
০৬ পৃষ্ঠায়

শরৎ চৌধুরী-এর কলাম দুর্যোগ, মব এবং ভেঙে পড়া নাগরিক সংহতি
০৫ পৃষ্ঠায়

চুক্তি নিয়ে ইরানকে ট্রাম্পের কঠোর হুঁশিয়ারি

আজকাল রিপোর্ট

ইরানকে চুক্তিতে আসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ইরানের ওপর একের পর এক বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে মার্কিন সামরিক বাহিনী। মধ্যপ্রাচ্যে দুই দেশের মধ্যে চলমান উত্তেজনা এখন চরম রূপ নিয়েছে। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) বুধবার (১৫ জুলাই) এক বিবৃতিতে দিনের আলোতে নতুন করে এই হামলা চালানোর কথা নিশ্চিত করেছে। এর আগের হামলাগুলো মূলত রাতের বেলাতেই চালিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র।

সেন্টকম জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার জন্য ইরান যে সামরিক সক্ষমতা ব্যবহার করে আসছিল, তা ধ্বংস করতেই এই হামলা চালানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক এই নতুন হামলার পরই মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

ইরানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বামপুরের একটি সামরিক ঘাঁটিতে মার্কিন হামলায় অন্তত সাতজন সেনাসদস্য নিহত হয়েছেন। ইরানের আধা-সরকারি বার্তা সংস্থা তাসনিম নিউজ জানিয়েছে, এই হামলায় বেশ কয়েকজন সেনাসদস্য আহতও হয়েছেন। ঘটনার পর ইরানের সেনাবাহিনী যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কঠোর এবং চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

ইরানের সরকারি মুখপাত্র ফাতেমেহ মোহাজেরানি জানিয়েছেন, গত কয়েকদিনে এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

এরশাদের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকীতে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির দোয়া

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদের সপ্তম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করেছে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি। গত ১৪ জুলাই বাদ মাগরিব জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারে (৭২ স্ট্রিট রুজভেল্ট এভিনিউ) এ উপলক্ষ্যে বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় । দোয়া মাহফিল শুরুতে সাবেক রাষ্টপতি মরহুম এইচ এম এরশাদের স্মৃতিচারণ করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ রব ভূঁইয়া, উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, সহ সভাপতি এস এম ইকবাল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেন । উক্ত দোয়া মাহফিলে দলীয় নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ রব ভূঁইয়া, উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, এরপর ১৪ পৃষ্ঠায়

লেখকের অঙ্গনের ২৭তম গ্রন্থালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

প্রবাসে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চার ধারাবাহিকতায় সাহিত্য সংগঠন 'লেখকের অঙ্গন'-এর ২৭তম গ্রন্থালোচনা সভা গত ১১ জুলাই নিউইয়র্কের কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাহিত্যপ্রেমী, কবি, লেখক ও পাঠকদের উপস্থিতিতে সাহিত্যসভা প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি শহীদ কাদরীর সাহিত্যভাবনাকে ধারণ করে 'লেখকের অঙ্গন'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক নীরা কাদরী দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে বাংলা সাহিত্যচর্চার এক এরপর ১৪ পৃষ্ঠায়

নরসিংদী জেলা সমিতির বনভোজন অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

বিপুল উৎসাহ উদ্দিপনার মধ্যে দিয়ে নরসিংদী জেলা সমিতির বার্ষিক বনভোজন গত ২৮ জুন নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড কাউন্টির বেথপেইজ স্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্কের মনোরম পরিবেশে বনভোজনে নরসিংদীবাসীসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক, সামাজিক, এরপর ১৫ পৃষ্ঠায়

আটলান্টিক সিটিতে নর্থ টু শোর ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

নিউজার্সির আটলান্টিক সিটির টেক্সাস অ্যাভিনিউ পার্কে গত ১১ জুলাই ফুটবল বিশ্বকাপকে ঘিরে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'নর্থ টু শোর ফেস্টিভ্যাল' এর বিশেষ আয়োজন। আটলান্টিক সিটি মাল্টিকালচারাল সার্ভিসেস, চেলসি ইডিসি এবং ডাকটাউন এসির যৌথ উদ্যোগে বহুজাতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদযাপন উৎসবের আয়োজন করা হয়।

উৎসবে ছিল ফুটবলভিত্তিক নানা আয়োজন, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, লাইভ বিনোদন, ইন্টারঅ্যাকটিভ আর্ট, বিভিন্ন দেশের খাবারের স্টল, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

এসডিজি বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সহযোগিতা চায় বাংলাদেশ

আজকাল রিপোর্ট

স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে বাংলাদেশের টেকসই উত্তরণ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা এবং সরকারের সংস্কার কর্মসূচিকে এগিয়ে নিতে জাতিসংঘের আরও জোরালো সহযোগিতা চেয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘ সদরদপ্তরে বিভিন্ন বৈঠকে এ আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. রাশেদ এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

বিএসপির বার্ষিক পিকনিক অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশি-আমেরিকান সোসাইটি অব প্রফেশনালসের (বিএসপি) উদ্যোগে বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কের বার্চ প্যাভিলিয়নে এক প্রাণবন্ত ও আনন্দঘন পরিবেশে বার্ষিক পিকনিক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ আয়োজনে ১৫০ জনেরও বেশি বাংলাদেশি-আমেরিকান পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী ও তাঁদের পরিবার অংশগ্রহণ করেন।

দিনব্যাপী এই আয়োজনে ছিল ক্রিকেট ম্যাচ, শিশুদের জন্য বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রম, পারিবারিক আনন্দঘন মুহূর্ত এবং পারস্পরিক পরিচয়, মতবিনিময় ও নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ। বিভিন্ন এরপর ১৫ পৃষ্ঠায়

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR INSURANCE
FROM US WITH THE BEST RATE
Our Services
TLC Insurance
Private Auto Ins.
Commercial Auto Ins.
Home & Business Ins.
DMV Express Service
TLC Plate Rent
TLC Base (Black & Green Cab)
Defensive Driving Course Certificate
Business Insurance
NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE
NEW REGISTRATION & PLATE
REGISTRATION RENEWAL
DUPLICATE TITLE
CUSTOM PLATES
VEHICLE TRANSFER
SURRENDER PLATES
TLC NEW APPLICATION
TLC PLATE RENEWAL
NEW YORK
ABC-1234
NEW YORK
T000000C
T&LC
CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com
Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

সাপ্তাহিক আজকাল
The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 931 | 17 July 2026

সাহিত্য পাতায় সুফিয়ান আহমদ চৌধুরীসহ তিন কবির গুচ্ছ কবিতা
>> ১৬ পাতায়

হাসিনার ফেরা নিয়ে সরব রাজনীতি

মাসুদ করিম, *ঢাকা থেকে*

শেখ হাসিনা আগামী ডিসেম্বরে দেশে ফিরবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। সম্প্রতি বার্তা সংস্থা রয়টার্সের কাছে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই ঘোষণা দেন। যদিও বাংলাদেশের কোনও সংবাদপত্র কিংবা টেলিভিশনে এই খবর প্রকাশ হয়নি। কারণ শেখ হাসিনা মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত। তার বক্তব্য প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আদালত। রয়টার্সে সাক্ষাৎকারটি টেলিফোন ভয়েসে রেকর্ড করেছেন সংবাদ সংস্থাটির দিল্লি অফিসের একজন সাংবাদিক। শেখ হাসিনার বক্তব্য বাংলাদেশের মূলধারার কোনও গণমাধ্যম প্রকাশ না করলেও তার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া প্রায় সবাই প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি একাট্টা। সবাই শেখ হাসিনার দেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছেন।

মূল ধারারগণমাধশেশেখ হাসিনা কি সত্যি সত্যি দেশে ফিরে ফাঁসির দড়ি গলায় পরবেন এই প্রশ্ন রাজনীতিতে এখন সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। অনেকেই এটা বিশ্বাস করছেন না। তাদের যুক্তি হলো, তিনি যেভাবে বলেছেন যে তিনি ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরে আদালতে আত্মসমর্পণ করবেন। এখন জনমনে প্রশ্ন হলো, তিনি যদি আদালতে আত্মসমর্পণ করেন তবে এত বেশি দেরীতে কেন তা করবেন। এখনই তিনি তা করতে পারেন। ছয় মাস পর শেখ হাসিনার কথা একটুও উনিশ কিংবা বিশ হবে না -- এটা ভাবা যায়না। শেখ হাসিনা তবে কেন এই ঘোষণা দিলেন এমন প্রশ্ন এখন জনমনে ঘুরছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশে ছাত্রদের নেতৃত্বে পরিচালিত এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী বিশেষ ব্যবস্থায় ভারতে গিয়ে এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

নোয়াখালী সোসাইটির ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটিতে সব ধর্মাবলম্বীর উপযোগী ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহত্তর সামাজিক সংগঠন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি। গত ১০ জুলাই সংগঠনের এক যৌথসভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া স্কচটাউন বাংলাদেশ বাংলাদেশ সেমিট্রিতে মুসলমানদের পূর্ণাঙ্গ ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠা করা হবে।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি জাহিদ মিন্টুর সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি এএসএম মাইনউদ্দিন পিন্টুর সঞ্চালনায় এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

পোস্টাল এ্যামপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের বনভোজন অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বাংলাদেশী আমেরিকান পোস্টাল এ্যামপ্লয়িজ এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে হয়ে গেল এক জমকালো এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

ডা. মাকসুদ রোটারি ডিস্ট্রিক্ট ৭২৩০ এর গভর্নর

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশি-আমেরিকান শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক ডা. মাকসুদ চৌধুরী রোটারি ইন্টারন্যাশনাল-এর ডিস্ট্রিক্ট এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে মতিউর রহমান চৌধুরীর মতবিনিময়

আজকাল রিপোর্ট

চলতি ২০২৬ বিশ্বকাপ কাভার করতে যুক্তরাষ্ট্র সফরে থাকা দৈনিক মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী ও সম্পাদক মাহবুবা চৌধুরীকে ঘিরে আড্ডায় মাতলেন নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিকরা। গত ১৪ জুলাই নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত ঘরোয়া এই অনুষ্ঠানে এরপর ৪৬ পৃষ্ঠায়

জর্জ আইল্যান্ড পার্কে বৃহত্তর ময়মনসিংহবাসীদের মিলনমেলা

আজকাল রিপোর্ট

অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা ও বিপুল সংখক প্রবাসী বৃহত্তর ময়মনসিংহ বাসীদের স্বতঃস্ফর্ত উপস্থিতিতে উদযাপিত হয়েছে বনভোজন ২০২৬। গত ১২ জুলাই রবিবার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা জর্জ আইল্যান্ড পার্কের অনুষ্ঠানস্থলের পরিবেশ একটি মিনি ময়মনসিংহে রূপ নেয়। এরপর ৩৫ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশি মেয়ে বিয়েতে চীনাদের সর্তকতা

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশে অবস্থিত চীনা দূতাবাস অবৈধ ঘটকের মাধ্যমে স্ত্রী খোঁজার প্রবণতা থেকে বিরত থাকতে দেশটির নাগরিকদের সতর্ক করেছে। গত মঙ্গলবার এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

আর্জেন্টিনা জিতলে আবার বিয়ে করবেন পরীমনি

আজকাল রিপোর্ট

বিশ্বকাপ ফুটবলে আর্জেন্টিনার প্রতি নিজের ভালোবাসার কথা আগেও বহুবার জানিয়েছেন ঢাকাই সিনেমার অভিনেত্রী এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com